NARSINGHA
ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com
একদিন
EKDIN
এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ ইডেনে আজ সব কিছুই যেন ‘বিরাট’
আবারও সুখীতম দেশ ফিনল্যান্ড, ভারতে স্থান ১২৬ নম্বরে! ৭

কলকাতা ২২ মার্চ ২০২৫ ৮ চৈত্র ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৭৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 22.03.2025, Vol.18, Issue No. 279, 8 Pages, Price 3.00

শহরে বাদশা...

আজ শুরু আইপিএল। তার আগে শুক্রবার রাতেই শহরে এলেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের মালিক শাহরুখ খান।

ইডেনেই হচ্ছে আইপিএল ম্যাচ!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সিএবি-কে কার্যত জানিয়েই দিয়েছে ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। অথচ ধোঁয়াশা তৈরি করল শুক্রবার বিকেলে কলকাতা পুলিশের একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট। যে পোস্ট দেখার পর আলোচনা শুরু হয়েছে, ম্যাচ কি সত্যিই ইডেন থেকে সরছে? নাকি শেষ মুহূর্তে হতে চলেছে কোনও নাটকীয় পরিবর্তন!

ঘটনা হচ্ছে, ৬ এপ্রিল রামনবমী। আর সেদিনই ইডেনে কেকেআর বনাম লখনউ ম্যাচ। গত কয়েক বছর ধরেই সারা রাজ্যে রামনবমীর দিন মিছিল বেরচ্ছে। এবারও সেই ছবি দেখা যাবে বলেই খবর। আর সেই কারণেই ইডেনে ম্যাচের সময় নিরাপত্তা দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতা পুলিশ। সিএবি-কে চিঠি দিয়ে সেটা জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল কলকাতা পুলিশের তরফে। সিএবি আবার সেটা জানায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে। সিএবি-তে তিন পক্ষের একটা বৈঠকও হয়েছিল সোমবার। যদিও তাতে রফাসূত্র বেরয়নি। বৃহস্পতিবার সিএবি সূত্রে জানা গিয়েছিল, কেকেআর বনাম লখনউ ম্যাচ ইডেন থেকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। সিএবি কর্তারা জানিয়েছিলেন, বোর্ড থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা না হলেও জানিয়েই দেওয়া হয়েছে ম্যাচ সরানোর কথা। সম্ভাব্য ভেন্যু হিসাবে গুয়াহাটির নামও শোনা গিয়েছিল। তবে শুক্রবার বিকেলের দিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করা হয় কলকাতা পুলিশের তরফে। সেখানে জানানো হয়, ম্যাচ সরানো নিয়ে বা সূচি পরিবর্তন নিয়ে যে খবর ছড়িয়েছে, তা বিভ্রান্তিমূলক।

উন্মাদনার জোয়ার

■ **শনিবার আইপিএল ২০২৫-এর বোধন ইডেন গার্ডেন্সে। মাঠে নামছে গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্স। অজিঙ্কা রাহানেরা খেলবেন রজত পাটিদারের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে। উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। বল গড়ানোর তর সইছে না দুই দলের সমর্থকদের।**

রাজ্যের আট জেলায় ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টি, জারি সতর্কতা

চৈত্রের দাবদাহের জ্বালা জুড়িয়েছে দক্ষিণের ঝড়বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিক্ষিপ্ত ঝড়বৃষ্টিতে দক্ষিণবঙ্গে অনেকটাই জুড়িয়েছে জ্বালা। ভরা চৈত্রেও আবহাওয়া তুলনামূলক স্বস্তিদায়ক। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের সব জেলায় হতে পারে বৃষ্টি। রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে আটটি জেলায় ঘণ্টায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝড়ের সঙ্গে হতে পারে শিলাবৃষ্টি। ওই সব জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি। এই ঝড়বৃষ্টির কারণে সপ্তাহান্তে কমতে পারে দিনের তাপমাত্রা। তার পর আবার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে পারে তাপমাত্রা।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প ছুটে আসছে। তার জেরেই বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যে। হাওয়ার গতিমুখও তাতে সাহায্য করছে। এর প্রভাবে শনিবার দমকা ঝড়ের সঙ্গে

শিলাবৃষ্টি হতে পারে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমানে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি সেখানে ঝড়ের গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরেও ঝড়ের (গতিবেগ ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার) পাশাপাশি হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝড় বইতে পারে। সেই সঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুতেরও পূর্বাভাস রয়েছে। রবিবারও দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

শনিবার ঝড়ের সঙ্গে শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে মালদহ, দক্ষিণ দিনাজপুর, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পঙে। সেখানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝড় হতে পারে। ওই জেলাগুলিতে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বাকি জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেখানেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিতে ঝড় হতে পারে। তবে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

এই ঝড়বৃষ্টির কারণে আগামী দু'দিন দক্ষিণবঙ্গে দিনের তাপমাত্রা ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। তার পরের ২৪ ঘণ্টা তাপমাত্রার হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর পরে আবার ধীরে ধীরে ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে দিনের তাপমাত্রা। শনিবার পর্যন্ত মৎস্যজীবীদেরও সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

হিথরোর অগ্নিকাণ্ডে পিছল মুখ্যমন্ত্রী মমতার লন্ডন যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অগ্নিকাণ্ডের জেরে লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দরে বিমান চলাচল বন্ধ থাকার কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লন্ডনযাত্রা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। শনিবার তাঁর সাতদিনের যুক্তরাজ্য সফরে রওনা হওয়ার কথা। যদিও হিথরো বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ এখনো পর্যন্ত শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্তই বিমান চলাচল বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছিল। তবে যদি বিমান চলাচল বন্ধ রাখার সময়সীমা বাড়ানো হয় সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর সফরসূচিতে কিছুটা বদল আনা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। শনিবার লন্ডনের সময় রাত ৮টা নাগাদ হিথরোয় পৌঁছোনোর কথা তাঁর। আপৎকালীন এই পরিস্থিতিতে সেই উড়ানের সময় পিছিয়ে যাবে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। সেক্ষেত্রে আজকের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী আগামী সোমবার তাঁর প্রস্তাবিত লন্ডন সফরে রওনা হবেন।

পৃথিবীর অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দর লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দর। সেখানেই বিদ্যুতের সাবস্টেশনে আগুন লেগে যাওয়ায় বিমান ওঠানামায় বিপত্তি বেঁধেছে। শুক্রবার রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত বিমানবন্দর আপাততভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুক্রবার কাকভোরে আগুন লাগার ঘটনাটি ঘটে। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে লিপ্ত হয়। ৭০ জন দমকলকর্মী আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে হিথরোতে সবরকম বিমান ওঠানামা বাতিল করেছে এয়ার ইন্ডিয়া। ঘুরপথেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে একাধিক বিমান। হিথরোয় অগ্নিকাণ্ডের জেরে মুম্বই থেকে লন্ডনগামী বিমান শুক্রবার ফের মুম্বইতে ফিরে যায়।

উল্লেখ্য, লন্ডনযাত্রা পিছিয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সেখানে থাকার সময়ও কমছে। ২৫, ২৬ এবং ২৭ মার্চ, পরপর তিনদিন সেখানে একাধিক অনুষ্ঠান রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বাণিজ্য বৈঠক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে ভাষণ দেওয়া ছাড়াও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও একটি বৈঠক করার কথা তাঁর। পূর্বসূচি অনুযায়ী, সেসব শেষ হলে ২৮ তারিখ লন্ডন থেকে ফের কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি। তবে নতুন সফরসূচিতে মুখ্যমন্ত্রীর ফেরার দিন বদল হচ্ছে কি না, তা এখনও অজানা।

সর্বসাধারণ জন্য বিশ্বভারতীর দরজা ফের খুললেন নতুন উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: শান্তিনিকেতন গেলেও পর্যটকদের জন্য মাঝে বন্ধই ছিল বিশ্বভারতীর দরজা। কিন্তু, এবার উঠে যাচ্ছে সেই নিষেধাজ্ঞা। ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ শান্তিনিকেতন আগের মতো ঘুরে দেখতে পারবেন আগত পর্যটকেরা। এদিনই এই বড় ঘোষণা করে দিয়েছেন বিশ্বভারতীর নতুন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। এদিন ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘বিশ্ব ঐতিহ্য ও পর্যটন’ শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা ছিল। সেখানেই যোগ দিয়েছিলেন বর্তমান উপচার্য। অনুষ্ঠানের মাঝেই করে দেন নতুন ঘোষণা।

১৯ মার্চ বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্য হিসাবে কাজে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ। নতুন দায়িত্ব কাঁধে নিতে না নিতেই দ্রুত বৈঠকে বসেন হেরিটেজ কমিটিকে নিয়ে। সূত্রের খবর ওই বৈঠকেই নেওয়া হয় নতুন সিদ্ধান্ত। এদিন এদিন বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সভাকক্ষে

‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ও টুরিজম’ সংক্রান্ত দু-দিনের একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই পর্যটকদের জন্য ক্যাম্পাস খুলে দেওয়ার ঘোষণা করেন উপাচার্য।

প্রসঙ্গত, আগে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে পারতেন পর্যটকেরা। তবে ছিল নির্দিষ্ট সময়। পাঠভবনের পঠন-পাঠন শেষে দুপুর ২টোর পর ছিল প্রবেশের অনুমতি। কিন্তু, কোভিড পরিস্থিতির পর থেকেই অবস্থা একেবারে বদলে যায়। ক্যাম্পাসে পর্যটকদের প্রবেশের ক্ষেত্রে পাকাপাকিভাবে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। যদিও পরবর্তীতে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী আর পর্যটকদের প্রবেশে গ্রিন সিগন্যাল দেননি। এরইমধ্যে তেইশের সেপ্টেম্বরে বড় শিরোপা আসে বিশ্বভারতীর কপালে। ওই মাসের ১৭ সেপ্টেম্বর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ তকমা দেয় ইউনেস্কো। তা নিয়ে বিস্তর চর্চা শুরু হয় শিক্ষা মহলের অন্দরে।

রামনবমী উপলক্ষে বিশেষ সতর্কতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত বছর থেকে শিক্ষা নিয়ে রামনবমীতে মিছিলের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে। ধারাবাহিকভাবে প্রতি বছর যাঁরা মিছিল করেন, তাঁদের ছাড়া নতুন করে কোনও সংগঠনকে মিছিলের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই মর্মে প্রতিটি জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গতকাল নবান্ন থেকে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ডিজি রাজীব কুমারও ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই রামনবমীর দিন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে জেলা প্রশাসনকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। পাশাপাশি, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের কাজে গতি আনতেও ওই বৈঠকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পের জন্য চালু হওয়া ইউনিক ডকুমেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর যাচাই দ্রুত শেষ করতেও বলা হয়েছে। বর্তমানে ছয় শতাংশ বাংলার বাড়ি প্রাপকের ওই তথ্য যাচাই বাকি রয়েছে।

খড়গপুরে মহিলাদের বিক্ষোভে ‘কু’কথা দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের মেজাজ হারালেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ। রাস্তার উদ্বোধন করতে গিয়ে মহিলাদের বিক্ষোভের মুখে মেজাজ হারান তিনি। মহিলাদের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে কু’কথা বলে বসেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। শুক্রবার দুপুরে এ নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়গপুরে। দিলীপের মন্তব্যের নিন্দায় তৃণমূল। অন্যদিকে, দিলীপের দাবি, তৃণমূলের প্ররোচনায় বিনা কারণে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন কয়েক জন মহিলা।

শুক্রবার দুপুরে খড়গপুরের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠপাড়া এলাকায় একটি ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন করতে গিয়েছিলেন মেদিনীপুরের প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ। তখন ওই এলাকার কয়েক জন মহিলা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করেন। দিলীপকে দেখে তাঁদের প্রশ্ন, ‘দাদা এত দিন কোথায় ছিলেন? সাংসদ থাকা অবস্থায় তো আপনাকে এক দিনের জন্যও দেখতে পাইনি। এখন আমাদের কাউন্সিলর রাস্তা তৈরি করে দেওয়ার পর আপনি এসেছেন?’ চুপ থাকেননি দিলীপ। তাঁর দাবি, বিক্ষোভকারীরা তৃণমূলের। তিনি মহিলাদের উদ্দেশে বলেন, ‘আমি টাকা দিয়েছি। কারও বাপের টাকা নয়! যাও গিয়ে প্রদীপ সরকারকে জিজ্ঞেস করবে, যাও।’ শুরু হয় তীব্র বাদানুবাদ। এক মহিলা দিলীপকে বলেন, ‘আপনি বাপ তুললেন কেন? আপনি সাংসদ ছিলেন।’ তখন দিলীপ বলেন, ‘চোদ্দোপুরুষ তুলব।’ চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হলে ওই

মহিলাদের উদ্দেশে দিলীপ বলেন, ‘এই চেঁচাবে না, গলা টিপে দেব। টাকা দিয়েছি...।’ আবার বিক্ষোভ শুরু হলে দিলীপ বলেন, ‘শুধু বাপ নয়, চোদ্দোপুরুষ তুলব।’

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বিজেপির কর্মী থেকে দিলীপের নিরাপত্তারক্ষীরা বিক্ষোভ হটানোর চেষ্টা করেন। ঘটনাস্থলে যায় খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ। পরে দিলীপ ঘোষের গাড়ি ঘিরেও বিক্ষোভ দেখানো হয়। রাস্তায় বসে পড়েন মহিলারা। অনেককে দেখা যায়, দিলীপের গাড়িতে চাপড় মারতে। শেষমেশ বিক্ষোভের মধ্যে ওই জায়গা থেকে বেরিয়ে যান দিলীপ।

রাজ্যসভায় কাশ্মীর প্রসঙ্গে ‘গর্জন’ শাহর

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ: জম্মু ও কাশ্মীরে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তির পর সেখান থেকে কার্যতই অদৃশ্য জঙ্গিরা। রাজ্যসভায় এমনই দাবি করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁকে বলতে শোনা গেল, ‘দশ বছর আগে জঙ্গিদের শবযাত্রা বেরোত আকছার। আজ ওদের ঘটনাস্থলেই কবর দিয়ে দেওয়া হয়।’ আর সেই প্রসঙ্গে ইউপিএ সরকারকেও কাঠগড়ায় তুলতে দেখা যায় তাঁকে। তিনি বলেন, সেই আমলে জঙ্গি হামলা হলে কোনও কড়া পদক্ষেপই করা হত না। সময়ের নিয়মে মানুষ ভুলেও যেত। কিন্তু মোদি সরকারের আমলে পরিস্থিতি বদলেছে। আর তাই উড়ি ও পুলওয়ামা হামলার মতো ঘটনার পরই সার্জিক্যাল ও এয়ারস্ট্রাইক করা হয় পাক মুলুকে।

শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল রাজ্যসভায়। তখনই অমিত শাহর মুখে উঠে আসে কাশ্মীরের জঙ্গি প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, ‘বছর দশেক আগে জঙ্গিদের শবযাত্রা খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার ছিল। লোকেরা ওদের মহিমান্বিত করত। কিন্তু আজ জঙ্গিদের খতম করা হলে

সেখানেই পুঁতে দেওয়া হয়। ওদের আত্মীয়স্বজনরা, যাঁরা একদা সরকারি চাকরি পেতেন, তাঁদের একধাক্কায় সেই সব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে কড়া বার্তা দিতে।’ জম্মু ও কাশ্মীরের জঙ্গি কার্যকলাপের প্রসঙ্গ তুলে শাহর দাবি, মোদি সরকারের আমলে ইউপিএ সরকারের তুলনায় সন্ত্রাসবাদ অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। তিনি বলেন, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৭২১৭টি জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেছিল। অথচ ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত জঙ্গি হামলার সংখ্যা মাত্র ২২৪২। পাশাপাশি তাঁর দাবি জঙ্গি হামলায় মৃত্যুর ঘটনা ৭০ শতাংশ কমেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরিষ্কার দাবি, জঙ্গি দমনে কেন্দ্র ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি নিয়ে চলছে।

চা-চক্রের মাঝে রাষ্ট্রপতির কাছে অপরাজিতা বিল অনুমোদনের আর্জি

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ: আরজি কর ধর্ষণ-কাণ্ডের পরে রাজ্যে ধর্ষণে অভিযুক্তের দ্রুত ফাঁসির দাবি জানিয়ে পথে নেমেছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ শাসকদলের অন্য নেতা-কর্মীরা। সেই সময়ই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, ধর্ষণ-কাণ্ডের দিনের পর দিন না ফেলে রেখে দ্রুত ট্রায়ালের মাধ্যমে নির্যাতিতাকে বিচার দেওয়ার জন্য একটি বিল আনবেন তারা। সেই সূত্র ধরেই পরবর্তীতে বিধানসভায় পাস হয়েছিল ‘অপরাজিতা বিল’। নারী সুরক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের এই

উদ্যোগ নিয়ে সমর্থন জুগিয়ে ছিল বিরোধীরাও। কিন্তু আজ মাসের পর মাস কেটে গেলেও রাষ্ট্রপতির থেকে এখনও মেলেনি অনুমোদন।

শুক্রবার যখন দেশের সাংসদদের সৌজন্যমূলক প্রাতঃরাশ ও চা-চক্রে রাষ্ট্রপতি ভবনে নিমন্ত্রণ জানান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সেই সৌজন্য সাক্ষাৎকার থেকে অপরাজিতা বিলের অনুমোদনে নতুন করে আবেদন জানান তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা।

রাষ্ট্রপতির এই চা-চক্রে উপস্থিত ছিলেন বাংলার শাসক-বিরোধী দুই গোষ্ঠীর সাংসদরা। সেখানে বিধানসভা হয়ে সর্বসম্মতি পাস হওয়া বিলকে অনুমোদন দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাতে দেখা গেল তৃণমূল সাংসদদের।

এই প্রসঙ্গে দলের রাজ্যসভা সাংসদ দোলা সেন জানালেন, ‘বাংলা-সহ অন্যান্য রাজ্যের সাংসদরা আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রাতঃরাশে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানেই আমি, কাকলি, জুন, মৌসম প্রত্যেকেই ওনার কাছে বিধানসভায় পাস হওয়া অপরাজিতা বিল অনুমোদনের আর্জি রাখি।’

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি — সাহিত্য সংস্কৃতি — নবপত্রিকা
সোম — স্বাস্থ্য বীমা — আরোগ্য
মঙ্গল — শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি — জিজ্ঞাসা
বুধ — ভ্রমণের টুকিটাকি — পথে প্রান্তরে
বৃহস্পতি — বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং — লক্ষ্মী
শুক্র — সিনেমা অনুষঙ্গ — বায়োস্কোপ
শনি — অর্ধেক আকাশ — চিত্রাঙ্গদা
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই "বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮১২ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Malik S/o. Madan Malik ও Joyanta Malik S/o. M. Malik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sanjib Gupta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sadhan Gupta ও S. C. Gupta উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০২ নং এফিডেভিট বলে Tanushree Saha Pal W/o. Susanta Kumar Pal ও Tanushree D/o. A. N. Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২০/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮৮০ নং এফিডেভিট বলে Seikh Selim S/o. Hara Seikh ও Sk Salim S/o. Sk Hara সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

L.I.C. এর 423898650 পলিসিতে আমার নাম সন্ধা প্রামানিক (সরকার) স্বামী- শ্যামল কুমার প্রামানিক ছিল। গত ১৩-০৩-২৫ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি বর্নালী প্রামানিক (আসলনাম) স্বামী- শ্যামল প্রামানিক নামে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮১৭ নং এফিডেভিট বলে Sukhen Bhaduri ও Soukhen Bhadri S/o. Ratan Kanta Bhaduri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৬৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Hiranmoy Palit ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Hemendu Bikash Palit ও Lt. H. Palit উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮১৫ নং এফিডেভিট বলে Amar Goldar S/o. Amal Goldar ও Amar Goldar S/o.– S/o Amal Goldar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৩/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৩৮১৬ নং এফিডেভিট বলে Dinesh Majhi S/o. Jatin Majhi ও Dinesh Maji S/o. Jatin Chandra Maji সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি Gouri Mandal W/O- Lt. Gopal Mandal সাং- গ্রাম+পো- ইটাবেড়িয়া, থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া, প ব গত ১৩/০৩/২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর প্রথম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ৩৩৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমার স্বামী Gopal Mandal ও Gopal Chandra Biswas একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২২ শে মার্চ, ৮ ই চৈত্র। শনি বার। অষ্টমী তিথি, জন্মে ধনু রাশি, অষ্টোত্তরী শনি র দশা, বিংশোত্তোরী কেতু র মহাদশা, মৃতে এক পাদ দোষ।

মেষ রাশি : বুদ্ধির চাতুর্য্যে কৌশলে পারিবারিক সমস্যা সমাধান হবে। শরীর পীড়াদায়ক হলেও কষ্ট কম হবে। শ্বশুরবাড়ির দুই আত্মীয় সহযোগিতায় অর্থকষ্ট দূর হবে। কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদেরও শুভ। মন্ত্র হনুমান চালিশা পাঠ।

বৃষ রাশি : দুশ্চিন্তা সরিয়ে শুভ চিন্তা করুন। মাথা ঠাণ্ডা করে প্রশ্নের উত্তর দিলে কর্ম শান্তির বাতাবরণ। দোকান বাণিজ্য শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। গুপ্তভাবে মেলামেশা করার কারণে সামাজিক সম্মানহানির সম্ভাবনা। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : নৈরাশ্য-হতাশা গ্রাস করবে। মানসিকভাবে কিছু বিপর্যয়। দাম্পত্যে বিতর্ক, ছোট বিষয়কে কেন্দ্র করে বড় তর্ক-বিবাদ। প্রেমিক যুগল কেন অন্যের সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছেন? বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। যারা বিতরণ কর্মে, পুস্ত বিক্রেতা তাদেরও শুভ। মন্ত্র গণেশ মন্ত্র।

কর্কট রাশি : জয়ী হবার দিন। স্বজন-পরিজনের দ্বারা আনন্দ লাভ। নতুন ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন, তাদের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে সুখ প্রাপ্তি। এক সন্তানের কারণে সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশীর পূর্ণ সহযোগ প্রাপ্তি। মন্ত্র দক্ষিণা কালী।

সিংহ রাশি : সম্মানজনক জয়। পরিবারে আনন্দ প্রাপ্তি। ভুল বোঝাবুঝি যা চলে আসছিল আজ তা অতীব শুভ দিন। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দোকান, কৃষিজমি, বাস্তু থেকে আয় বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। সতর্ক থাকতে হবে প্রেমিকযুগলদের। মন্ত্র শিবমন্ত্র।

কন্যা রাশি : জিভকে বশে না আনলে তর্ক-বিতর্কের দ্বারা তৈরি করা শুভ ভাগ্য নষ্ট হবে। আজ বিবাদে গেলে স্বামী-স্ত্রীর অশান্তি। প্রেমিক যুগল ছোট ভ্রমণে যাবেন। বিদ্যার্থীদের সৌভাগ্য যোগ। কর্মের প্রচেষ্টার দ্বারা তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। মন্ত্র আদ্যাস্ত্রোত্রম পাঠ।

তুলা রাশি : অতীব সুখ। আজ অন্যের কাছে বিষময় হয়ে উঠবে। আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তই সঠিক, আজ প্রমাণ হবে। তবে জয় স্পষ্টবাক্য প্রয়োগ দ্বারা অন্যের আত্মাকে কষ্ট দিলে আজ স্বপ্ন অধরা থাকবে। সন্তানের কারণে মানসিক দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্র কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : আজ বান্ধবের দ্বারা সমস্যা মুক্তি। আজ বৈবাহিক জীবনে ভ্রমণের আনন্ত। যে বা যারা আপনার থেকে সরে গিয়েছিল, তারা আবার আপনার পাশে থাকবে। এক সন্তানের ভুলে অর্থ ক্ষতির সম্ভাবনা। মন্ত্র শনি মন্ত্র পাঠ।

ধনু রাশি : বেতনভুক কর্মচারী বিশেষত যারা প্রশাসনিক কাজকর্মের মধ্যে থাকেন তাদের জন্য শুভত্ব বৃদ্ধি হবে। কর্মে প্রশান্তি। ট্রান্সফার বিষয়ে আলোচনা শুভত্ব হবে। দাম্পত্যে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা বিবাদ। পরিবারের ছোটস দস্য দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পিতা-পিতৃব্যর সম্পত্তি থেকে আয়বৃদ্ধি। মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্র।

মকর রাশি : কর্মের আবেদন করেছেন যারা, তাদের কর্মযোগ প্রবল। শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ। হারিয়ে যাওয়া অনাত্মীয় যে অনেক উপকার করেছিল, আজ তার সঙ্গে সম্পর্ক হবে। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : পরিবারে গুপ্ত শত্রু আছে সতর্ক থাকুন। কাজ সম্পূর্ণ হলেও বাধা থাকার কারণে জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তি নেই। রবিন নাগরিকদের ব্যাংক পোস্ট অফিস বীমা সঞ্চয় থেকে লাভ প্রাপ্তির ইঙ্গিত। যারা কথা দিয়েছিল, আজ তাদের কথা না রাখার দিন। মন্ত্র দেবী দুর্গা।

মীন রাশি : আয় কম হবে। ঋণ বিষয়ে চিন্তা বৃদ্ধি হবে। ঋণ এক পাপযোগ। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ, প্রিয় মানুষকেও ভুল বোঝার দিন। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

(শ্রীশ্রী শীতলা অষ্টমী। আজ জৈন সমাজ র বর্ষীতপারম্ভ। শহীদ সুর্য সেনের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। আজ ভারতীয় শকাব্দ শুভারম্ভ ১৯৪৭ সায়ন সৌরবর্ষ। নববস্ত্র পরিধান। শান্তি স্বস্ত্যায়ন। কুমারী নাসিকা বেধ। বিক্রয় বাণিজ্যে।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২৩৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Tarachand Hansda ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ganesh Hansda ও G. Ch. Hansda উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা নদীয়া, থানা ও ADSR রানাঘাট, ১৫৩নং আনুলিয়া মৌজার LR ৩১১৬ নং খতিয়ানে LR ৭২১নং দাগে ০২.৪ শতক ২নং দফায় LR ২৪২৯নং খতিয়ানে LR ৭২৩নং দাগে ০৩.৯৯ শতক এবং ৩নং দফায় LR ২৪২৯নং খতিয়ানে LR ৭২৪ নং দাগে ০৩.৯৩ শতক জমি (১) **সুমিত্রা ঘোষ**, স্বামী প্রসাদ ঘোষ, (২) **পারুল ঘোষ**, স্বামী-সুবল ঘোষ, (৩) **সঞ্জয় ঘোষ**, পিতা সুবল ঘোষের পক্ষে গত ইংরাজীর ১২.০৪.২০২৩ তারিখে ও ২৬.০৬.২০২৩ তারিখে ADSR রানাঘাট আমমোক্তারনামা (১) ২৭৬৪/২৩নং ও ৪৭৫৭/২৩নং দলিলমূলে **বিভু পোদ্দার ওরফে বিভু দেবনাথ**, স্বামী- সুবোধ পোদ্দার হইতে আমার মক্কেল **মাম্পি পাল**, স্বামী সমর পাল খরিদ করেন যাহার দলিল নং I-৭৪৫৩/ ২০২৪। যদি আমার মক্কেলের উপরে বর্ণিত সম্পত্তির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকে তাহলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে BL & LRO ১নং রানাঘাট, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোনরূপ কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

সুমিত গুহঠাকুরতা (এ্যাডভোকেট),
রানাঘাট কোর্ট।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা নদীয়া, থানা তাহেরপুর, বীরনগর পৌরসভার ১৪নং ওয়ার্ডের অধীন ২৫নং পালিতপাড়া মৌজায় RS. ১৩৩৯ নং ও LR ৬১১৫ নং খতিয়ানভুক্ত নিম্নলিখিত দাগে ৫.২৮ শতক জমি **শ্রী নীরোদ বিশ্বাসের** পক্ষে গত ইংরাজীর ১৬.১১.২০২২ তারিখে ADSR রানাঘাট-১ নং অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ১নং বহির ১০০০৮/২২নং আমমোক্তারবলে **শ্রীমতি পূর্ণিমা শীল**, স্বামী- শ্রী সুবল শীল হইতে আমার মক্কেল **অঞ্জনা সরকার**, পিতা- বিধু সরকার গত ইংরাজীর ২৮.০৬.২০২৪ তারিখে ADSR রানাঘাট-১ নং অফিসে ৪৯৪৯ নং বিক্রয় কোবলা দলিলবলে উপরোক্ত দাগের জমি খরিদ করেন। উপরোক্ত জমির বিষয়ে কারোর কোন অভিযোগ থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে BL & LRO রানাঘাট-১ নং, রানাঘাট, নদীয়া অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় পরবর্তীকালে কোন অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

সুমিত গুহঠাকুরতা (এ্যাডভোকেট),
রানাঘাট কোর্ট।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি, শিশির কুমার সাহা, পিতা- হরিশংকর সাহা, গত ইং- ০৭/০২/২০২৫ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I- ১৪৮৯ নং আমমোক্তার বলে আকাশ সাহা, পিতা- বরুন সাহা এবং I- ১৪৯৩ নং আমমোক্তার বলে বরুন সাহা, পিতা- তিমির সাহার নিকট হইতে ১১৭ নং দুর্গাপুর মৌজায় এল.আর. ৪৭২/২ নং খতিয়ান হইতে এল.আর. ৫২ নং দাগে ০.২৫০০ একর সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছি এবং নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিব উক্ত খতিয়ানে বা আমমোক্তার নামায় কারোর কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও. অফিসে এসে যোগাযোগ করিবেন।

Bidesh Pramanik, Advocate
WB.(F) 866/1715/2017
KRISHNANAGAR JUDGE'S COURT

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এত দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল বিজন কুমার মজুমদার, পিতা মৃত বীরেন্দ্র নাথ মজুমদার সাং কানাইনগর, পোঃ ভালুকা, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২৫নং পানশিলা মৌজার এল.আর. ২২৭৯ নং খতিয়ান ভুক্ত ৮৬১ নং দাগে ৩৭.৯৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইংরাজী ২১/০৯/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১০৫১৬/২৩ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং কানাইনগর, পোঃ ভালুকা, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া নিবাসী গোপেন বিশ্বাস ওরফে গোপেন চন্দ্র বিশ্বাস পিতা মৃত কুঞ্জবিহারী বিশ্বাস এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইংরাজী ২১/০৬/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৭৯১ নং দলিল দ্বারা নয়ন বিশ্বাস পিতা মিন্টু বিশ্বাস, সাং কানাইনগর, পোঃ ভালুকা, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, ৯.০৭৫শতক জমি বিক্রয় করেন। আগামি দিনে উক্ত দলিল গ্রহিতা জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড.এল.আর.ও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Swarnava Banerjee,
Advocate
Krishnagar Judges, Court

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত, চুঁচুড়া হুগলী
ম্যাট সুট নং -৩৮/২০২৪

আমি উপরোক্ত কেসের দরখাস্তকারী **শ্রীমতী মৌসুমী ঘোষ (কর্মকার)**, সাকিম - চুঁচুড়া ষ্টেশন রোড, টালিখোলা, পোঃ চুঁচুড়া আর.এস., থানা চুঁচুড়া জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১০২ এবং স্বামী **শ্রী অনিমেষ কর্মকার** পিতা ৺অজিত কর্মকার, সাকিম - বরো শান্তিতলা, সিঙ্গুর রেলওয়ে ষ্টেশন পোঃ ও থানা – সিঙ্গুর, জেলা হগলী, পিন – ৭১২৪০৯, অত্র মোকর্দ্দমার প্রতিপক্ষ হইতেছে। এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানাইতেছি যে, প্রতিপক্ষ অনিমেষ কর্মকারের হোয়ার এ্যাবউটস সম্বন্ধে যৎপরোনাস্তি অনুসন্ধান করা সত্ত্বেও দুই ভাবে তাহার প্রতি সমন সার্ভিস করা সত্ত্বেও তাহার অবস্থান সম্বন্ধে কোনরূপ না জানিতে পারায় অত্র বিজ্ঞপ্তি মাধ্যমে জানানো যাইতেছে যে, আগামী ইংরাজী ০৫-০৫-২০২৫ তারিখে উপরোক্ত কেসের দিন ধার্য্য আছে। এই বিজ্ঞপ্তি পাবলিশ হওয়ার দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষ স্বয়ং অথবা তাহার ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবু মারফৎ অত্র মোকর্দ্দমায় হাজির হইয়া তাহার বক্তব্য থাকিলে জানাইতে বাধ্য থাকিবে নতুবা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় এক তরফা শুনানী হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে উকিলবাবু
সন্ধ্যা শীল (এ্যাডভোকেট)
হুগলী জজ কোর্ট, চুঁচুড়া
তাং- ১৮.৩.২৫ নিবেদন ইতি -
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
জিলা হুগলী, চুঁচুড়া জেলা জজ কোর্ট।

আমমোক্তার নামা

১) হরিপদ কোলে, ২) পরিতোষ কোলে, ৩) সঞ্জয় কোলে, ৪) রঞ্জিত কোলে, ৫) প্রফুল্ল কোলে সকলের পিতা ঁআশুতোষ কোলে, সাং-দেশপাড়া, পোঃ-দিয়াড়া, থানা-সিঙ্গুর, জেলা-হুগলী, ৬) শঙ্করী বাগ, স্বামী-শ্রীকান্ত বাগ, সাং- ১৩বি, ঘোষপাড়া, পোঃ-চাতরা, থানা-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, ৭) গৌতম দাস, পিতা-মনোরঞ্জন দাস, সাং ও পোঃ-মুসাপুর, থানা-হরিপাল, জেলা-হুগলী, ৮) রূপালী সাঁতরা, স্বামী-অশোক সাঁতরা, সাং-গরলগাছা, থানা-চন্ডীতলা, জেলা-হুগলী বিগত ০৬.০৩.২০২৩ তারিখে সিঙ্গুর এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে দীনেশ কুমার চৌধুরী, পিতা-দারগী চৌধুরী, সাং-৯৭/এইচ/ ১৪, প্রভাস নগর, পোঃ -প্রভাস নগর, থানা-শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী-কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যার তপশীল জেলা-হুগলী, থানা-সিঙ্গুর, মৌজা-নসিবপুর, জে.এল.- ৯০, আর.এস. এবং এল. আর. দাগ নং ৫২০১, অন্দরে এল.আর. খতিয়ান নং ১৫১, ষোলো আনায় ৪২ শতকের মধ্যে ৪.১২৫ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে, কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তাহার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১ মাসের মধ্যে দীনেশ কুমার চৌধুরী, পিতা- দাগরী চৌধুরী-কে জানাইতে হবে।

বিজ্ঞপ্তি

মোকাম ঘাটাল সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত
ইং সন ২০১৪ সালের ৯৩ নং টাইটেল
মোকর্দ্দমা একতরফা কি দোতরফা হইবে তাহা নির্দ্ধারনের নোটিশ

১) শ্রীমতী শুভ্রা কুমার স্বামী- শ্রী সমরেন্দ্রকুমার সাং ঝোড়হাট (আন্দুল) পোঃ ও থানা- আন্দুল জেলা- হাওড়া,
...বিবাদী প্রতি

যেহেতু বাদী তপন কুমার ঘোষ পিতা- ঁবিশ্বনাথ ঘোষ সাং ও পোঃ- খড়ার থানা- ঘাটাল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, ঘাটাল থানার অন্তর্গত খড়ার পৌরসভার অধীন খড়ার মৌজায় এল.আর ৪৩২, ৫০৭, ৭৩৮, ৭৮৫, ৯৬৩ নং খতিয়ানে সাবেক ১১০৭ ও হাল ১৫৮২ দাগে কারখানা ০.১৩২ শঃ সম্পত্তি বিষয়ক পার্টিশন ও ইনজাংশন বাবদ ২৫,০০,১০০ টাকা দাবী নিমিত্ত উপরোক্ত ৯৩/২০১৪ নং মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন, অতএব আপনার প্রতি এই সমন দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি আগামী ইং ১৭/০৪/২০২৫ তারিখে ১০ ঘটিকায় আপনি স্বয়ং / উকিলের দ্বারা প্রশ্ন সকলের উত্তর দিবেন এবং আবশ্যকীয় দলিলপত্র দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইনমোতাবেক কার্য্য করা হইবে।
অদ্য ইং ০৭/০৩/২০২৫ তারিখে আমার দস্তখৎ ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

সুশীল পান
Sheristadar
Civil Judge's Court
(Sr. Divn.), Ghatal,
07/03/2025

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ১)**শ্রী সন্দীপ চন্দ্র কুমার** পিতা ৺রমেন্দ্র সুন্দর কুমার সাকিম ১১৯ মহেশতলা লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয় বিগত ইং ২০/০২/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1487/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী অরুপ চন্দ্র কুমার** পিতা ৺রমেন্দ্র সুন্দর কুমার সাকিম ১১৯ মহেশতলা লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং ২)**শ্রী শুভদীপ কুমার** পিতা ৺অনুপ চন্দ্র কুমার সাকিম ১১৯ মহেশতলা লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয় বিগত ইং ২১/১১/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর-I, সদর, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-12537/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার অপর মক্কেল **শ্রীমত্যা স্বাতী কুমার** পিতা ৺অনুপ চন্দ্র কুমার সাকিম ১১৯ মহেশতলা লেন, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্নবর্ণিত তপশীল সম্পত্তি আমার মক্কেলগণ উপরোক্ত দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা বলে ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে এবং উক্ত সম্পত্তির অপর সরিকগণ একত্রে বিগত ইং ২১/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর, চুঁচুড়া হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2313/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ১)**শ্রী রতন বারুই** পিতা ৺লক্ষ্মীকান্ত বারুই সাকিম টালীখোলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ ও ২) **শ্রী সুজল মিত্র** পিতা হরিপদ মিত্র সাকিম পেয়ারাবাগান, উদয় সংঘ ক্লাবের নিকট, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়দ্বয়কে ২ কাঠা ১২ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করেন। তপশীল – জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কাপাসডাঙ্গাঁ, জে.এল. নং ১০, সাবেক ২৩৬, পূর্বতন এল.আর. ১১৯৫(অক্) নং হইতে আগত হাল এল. আর ৫১২/১, ১৪৬৮/১, ১১২/১, ৪৮২৭, ৪৮৮৩, ৪৯৬০, ৪৯৫৯, ১৬৪৮/১, ১৫৫৭/১ ও ৪৯৪৮ নং খতিয়ানে, সাবেক ২০৩০ তথা হাল এল.আর. ৪২৩৩ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.১৮১ একর সম্পত্তির মধ্যে ২ কাঠা ১২ ছটাক বা ০.০৪৪ একর সম্পত্তি আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১) **শ্রী রতন বারুই** পিতা ৺লক্ষ্মীকান্ত বারুই ও ২) **শ্রী সুজল মিত্র** পিতা হরিপদ মিত্র মহাশয়দ্বয় তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগড়া-চুঁচুড়া ব্লক, হুগলী অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে। ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**, জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of 6th Addl. District Judge, Midnapore
Ref: Mat Suit NO. 1287/23
R No. 712/23
Smt. Amrita Das (Sharma)
........Petitioner VS
Biswajit Sharma ..... Respondent

এতদ্বারা respondent শ্রী বিশ্বজিৎ শর্মা পিতা- চণ্ডী প্রসাদ শর্ম্মা, সাং-গোপেশ্বর রায় ঘোষ স্ট্রীট, পোঃ+থানা- কাটোয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পিন নং-৭১৩১৩০ কে জানানো যায় যে, আপনার স্ত্রী শ্রীমতী অমৃতা দাস শর্ম্মা আপনার নামে divorce মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। যাহার Mat Suit No. 1287/23 হইতেছে। উক্ত মোকদ্দমার দিন ধার্য্য আগামী ০৪.০৪.২০২৫ তারিখ রহিয়াছে। আপনার যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে ধার্য্যদিনে আপনি স্বয়ং কিম্বা নিযুক্ত উকিলবাবু দ্বারা হাজির হইয়া কারণ দর্শাইবেন। অন্যথায় আইনানুগ ব্যবস্থা কার্য্য কারী হইবে।

অনুমত্যানুসারী
Bench Clerk
(AMRITENDU ADAK)
B.C to ADJ 6th Court, Paschim Medinipur

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

(১) শ্রী অর্ঘ্যজোতি দে, (২) শ্রী শঙ্কর নাথ দে, (৩) শ্রী সোমনাথ দে, (৪) শ্রী দেবনাথ দে, সকলের পিতা স্বর্গীয় হরনাথ দে, (৫) শ্রীমত্যা কাঞ্চন লতা দে. স্বামী স্বর্গীয় হরনাথ দে, (৬) শ্রী দিলীপ কুমার দে চৌধুরী, (৭) শ্রী দুর্গা দাস দে চৌধুরী, উভয়ের পিতা গোবর্ধন দে চৌধুরী, সর্বসাং- মীরহাট, পোঃ- বৈদ্যপুর, থানা-কালনা, জেলা-বর্ধমান (৮) শ্রী শ্যামল কুমার নন্দী, (৯) শ্রী বিমল কুমার নন্দী, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ নন্দী, (১০) শ্রী অচিন্ত কুমার নন্দী, পিতা স্বর্গীয় অনাথ বন্ধু নন্দী, (১১) শ্রী সমরেন্দুর নাথ নন্দী চৌধুরী, (১২) শ্রী সঞ্জয় কুমার নন্দী চৌধুরী, উভয়ের পিতা স্বর্গীয় শিব শঙ্কর নন্দী চৌধুরী, সাং ও পোঃ- বৈদ্যপুর, থানা-কালনা, জেলা- বর্ধমান, (১৩) শ্রী নির্মল কুমার নন্দী, পিতা স্বর্গীয় সচ্চিদানন্দ নন্দী, সাং- ইসমাইল, আসানসোল, থানা-হীরাপুর, জেলা- বর্ধমান, (১৪) শ্রী হরগোপাল দে চৌধুরী, (১৫) শ্রী হরগোবিন্দ দে চৌধুরী, (১৬) শ্রী তনুমন দে চৌধুরী, সকলের পিতা স্বর্গীয় তারক নাথ দাস দে চৌধুরী, সকলের সাং, পোঃ ও থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, (১৭) শ্রীমত্যা সন্ধ্যা সামন্ত, স্বামী স্বর্গীয় সুশীল কুমার সামন্ত, সাং- পাদরীপাড়া, (১৮) শ্রীমতি মঞ্জুরানী পাল স্বামী স্বর্গীয় রাসবিহারী পাল, সাং-সুরেরপুকুর, চন্দননগর, উভয়ের পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, (১৯) শ্রী গোপাল চন্দ্র দে (২০) শ্রী শ্যাম সুন্দর দে, (২১) শ্রী রামচন্দ্র দে (২২) শ্রী অতনু দে, (২৩) শ্রীমতি মালতী দে, সকলের পিতা স্বর্গীয় অচ্যুত কুমার দে, (২৪) শ্রীমতি আরতী দত্ত, স্বামী শ্রী রবিন্দ্রনাথ দত্ত, সকলের সাং- মিরহাট, পোঃ- বৈদ্যপুর, থানা-কালনা, জেলা- বর্ধমান, (২৫) শ্রী তাপস কুমার দে চৌধুরী, পিতা স্বর্গীয় অজিত কুমার দে চৌধুরী, সাং- কাবাড়ী পাড়া, চন্দননগর, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলী, (২৬) শ্রীমতি অরুনা পাল, স্বামী শ্রী গৌরী শঙ্কর পাল, সাং-বোরো পঞ্চাননতলা, চন্দননগর, জেলা- হুগলী, (২৭) শ্রীমতি হেনা ভাজন, স্বামী শ্রী পার্থ সারথী ভাজন, সাং- ৫/১০ যতীনদাস নগর, থানা- বেলঘরিয়া, জেলা-উত্তর চব্বিশ পরগনা, (২৮) শ্রী জয়ন্ত কুমার নন্দী, পিতা স্বর্গীয় ধীরানন্দ নন্দী, সাং-৫/২ই উমাকান্ত সেন লেন, থানা-চিৎপুর, কোলকাতা-৭০০০৩০, (২৯) শ্রী তপন কুমার দে, পিতা স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দে, সাং- হেলাপুকুর, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা-হুগলী, (৩০) শ্রীমতি বন্দনা পাল, স্বামী শ্রী সোমনাথ পাল, সাং- ৯১ এ.পি ঘোষ রোড চাতরা, পোঃ ও থানা- শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলী, (৩১) শ্রীমতি কল্পনা সামুই, স্বামী শ্রী জনার্দ্দন সামুই সাং-চারা বাগান সার্কাস মাঠ, মানকুন্ডু স্টেশন রোড, পোঃ ও থানা-চন্দননগর, জেলা- হুগলী, (৩২) শ্রীমতি ঝণা নন্দী স্বামী শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী, সাং-জুতোর পাড়া, বারাসাত, পো ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী, সর্বজাতি- হিন্দু, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, নাগরিকত্ব ভারতীয়। বিগত ইং-২৭/১০/২০১০ সালে কালনা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিঃকৃত BOOK-IV, ০০১৭ নং এবং গত ইং-০৭/০৯/২০১২ সালে কালনা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিঃকৃত BOOK-IV, ১৭৪ নং এবং গত ইং-০৫/০৭/২০১৩ সালে কালনা সাব রেজিস্ট্রি অফিসের রেজিঃকৃত BOOK-IV, ১৪৯ নং গত ইং-১১/০৯/২০০৮ সালে এ.আর.এ.ত, কলকাতা অফিসে রেজিঃ কৃত BOOK-IV, ৫০৮০ নং গত ইং- ০৪/০৬/২০১০ সালে চন্দননগর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিঃ কৃত BOOK-IV, ৯১ নং দলিল বলে আমার মক্কেল শ্রী অমল কুমার নন্দী পিতা সচ্চিদানন্দ নন্দী সাং ও পোস্ট- বৈদ্যপুর, থানা- কালনা, জেলা- বর্ধমান, পিন-৭১৩৪০৯ মহাশয় কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উপরোক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তানামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশিল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইংরেজি-১১/১০/২০১৮ তারিখে A.D.S.R হরিপুর মালদা অফিসের রেজিস্ট্রিকৃত ১-৩৫৬৮/ ২০১৮ ৩১-৩৫৬৯/২০১৮ নং দলিল মূলে ১) অশোক পাত্র ২) অলোক পাত্র ৩) প্রশান্ত পাত্র ৪) দীপক পাত্র সকলের পিতা রাসবিহারী পাত্র। সাং ও পোস্ট মহেশপুর, থানা- বামনগোলা, জেলা- মালদহ, পিন-৭৩২১৩৮ মহাশয় / মহাশয়াকে বিক্রয় করেন।

তপশীল

জেলা মালদহ, থানা- বামনগোল মৌজা সারন্দা ৪৮ নং জে. এল ভুক্ত হাল এল আর- ৪, ৪/১, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ৩৩, ৩৩/১, ৬৪, ৭০/১, ৭১/১, ৭৮/২, ৮৫/২, ৮৭/১, ৮৭/২, ১১৪/৩ নং খতিয়ানে তথা হাল এল.আর- ১৪২, ১০৩, ১০৮ নং দাগে মোট ১৪৬ শতক জমি আমমোক্তানামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, ১) অশোক পাত্র ২) অলোক পাত্র ৩) প্রশান্ত পাত্র ৪) দীপক পাত্র উক্ত যরিদ সম্পত্তি নিজ নিজ নামে পত্তন করিবার জন্য বি. এল এন্ড এল. আর. ও বামনগোলা ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন যাহার CASE NO-MN/2025/ 0910/3322, MN/2025/ 0910/3321, MN/2025/0910/ 3320, MN/2025/0910/ 3319, MN/2025/ 0910/3202, MN/2025/ 0910/3203, MN/ 2025/0910/3206, MN/ 2025/0910/3199, ইহাতে কাহারও কোন আইনআনুগ আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য করা হইবে।

ইতি-
সত্যজিৎ দাস
(উকিলবাবু)
মালদা বার এ্যাসোসিয়েশন, মালদা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-নদীয়া মোকাম- নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস (প্রোবেট) কেস নং- ৩। ২১

দরখাস্তকারী: সুদীপ্ত ঠাকুর, পিতা - ৺ রাধাকান্ত ঠাকুর, সাং- নবদ্বীপ রামসীতা পাড়া (পাকা টোল) পোঃ ও থানা-নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া।
এতদ্বারা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে জানানো যাইতেছে যে, রাধাকান্ত ঠাকুরের ত্যক্ত উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য দরখাস্তকারী অত্র আদালতে একটি দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।
-: **তপশীল** :- জেলা- নদীয়া, থানা-নবদ্বীপ, হোল্ডিং নং- ৬১ পাকাটোল রোড, ওয়ার্ড নং- ১৪ নবদ্বীপ পৌরসভা, মৌজা- ২০, নবদ্বীপ, খতিয়ান- আরএস ৩৫৮৮ এলআর ১০৯৫৪, দাগ নং- আরএস ৪৭০৬ এলআর ৮০০৮, রকম - বাড়ী, পরিমাণ .২২ শতক। আণু: মূল্য ৫,০০,০০০/- টাকা, মোট মূল্য ৫,০০,০০০/- টাকা (পাঁচ লক্ষ টাকা) আদালতের আদেশানুসারে

পার্থ আধিকারী (সেরেস্তাদার)
নবদ্বীপ কোর্ট ।১৮/০৩/২৫

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল রাফিকুল ইসলাম, পিতা সাইফুল ইসলাম, জাতি মুসলিম, সাকিম গোবরা, পোষ্ট কালুখালি, থানা ভগবানগোলা, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৩৫ মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার চেংটা মৌজায় খতিয়ান নং ১৫৪০, সাবেক ও হাল ৪০ দাগের ১৭৯ শতকের মধ্যে ৯.১৬৭ শতক ভিটি/আউশ রকম ভুক্ত সম্পত্তি আমমোক্তার সালেহার বিবি, স্বামী রাফিকুল ইসলাম, আতশী বালা সরকার, স্বামী মৃত দুলুপদ সরকার - এর নিকট হইতে ইং ১৭/০৮/২৩ তারিখের ভগবানগোলা সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ১৫০৫৭/২৩ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে প্রাপ্ত হইয়া আমার মক্কেলকে ইং ১৪/০৩/২৪ তারিখে ভগবানগোলা সাব রেজিষ্ট্রী অফিসের ৫০০৩/২৪ নং দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছে। আমার মক্কেল রাফিকুল ইসলাম ভগবানগোলা বি.এল অ্যান্ড এল.আর.ও তে রেকর্ড করিবার জন্য আবেদন করিবেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির রেকর্ড পত্তনকালীন কোন আপত্তি থাকিলে ভগবানগোলা বি. এল অ্যান্ড এল.আর.ও তে আপত্তি দাখিল করিবেন।

Amoresh Roy, Advocate Lalbagh Court,
Enrl No F/1586/1574 of 24

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে অবগত করানো যাইতেছে যে, শ্রী প্রতীক শর্মা পিতা- স্বর্গীয় রাম স্বরূপ শর্মা, সাং-মালঞ্চা, পোঃ-মালঞ্চা, থানা- খড়্গপুর টাউন, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, তাহার দখলীয় জেলা- ঝাড়গ্রাম, থানা ও পৌরসভা ঝাড়গ্রাম অন্তর্গত মৌজা-জামদা, জে. এল. নম্বর ৩৭০, হাল খতিয়ান নম্বর ১১০৮, রিভিঃ ও হাল দাগ নম্বর ৪৯৯ মধ্যে ৪.২৪ ডেসিমেল বাস্তু শ্রেণীভুক্ত ভুমি গত ইংরেজী ২১/০৩/২০২৪ তারিখে ঝাড়গ্রাম ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১০৭৬/২৪ নং বিক্রয় কোবালা মূলে তাহার দ্বারা নিযুক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার শ্রী সৌরভ পাল, পিতা-শ্রী প্রদীপ পাল, সাং-রাধানগর, পোঃ-সেবায়তন, থানা- ঝাড়গ্রাম, জেলা- ঝাড়গ্রাম মহাশয়ের মাধ্যমে শ্রী বিভাস মাহাত, পিতা- স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন মাহাত এবং শ্রীমতি ঊষা মাহাত, স্বামী-শ্রী বিভাস মাহাত, সাং-ধুলিয়াপুর, পোঃ-দিয়াশী, থানা- বেলপাহাড়ি, জেলা- ঝাড়গ্রাম -এর বরাবর বিক্রয় করিয়াছেন। উক্ত ভূ-সম্পত্তি লইয়া কাহারও কোনরূপ আপত্তি বা অভিযোগ থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আমার সেরেস্তায়/ অফিসে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক উক্ত ভূমি বিষয়ক কার্য্যাদি করা হইবে। তৎপর, কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

Dinabandhu Mahata
Advocate
District Judge's Court,
Jhargram
En. No.-F/3882/4481/2024

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে সাবেক সাং ও পোঃ-বিক্রমপুর, থানা- নাকাশিপাড়া, জেলা-নদীয়া, পিন-৭৪১১২৬, হাল সাং- ২২/৩ এইচ/ ৫ রাজা মনিন্দ্ররোড, পো:- বেলগাছিয়া, থানা-টালা, জেলা- কলকাতা-৭০০০৩৭(পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী **নাদিরা বেগম**, স্বামী জাফরুল্লা মোল্লা বিগত ইংরেজি ১৮-০৯-২০২০ তারিখে IV-64/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল প্রস্তুত করিয়া তাহার পক্ষে **জাফরুল্লা মোল্লা** পিতা মৃত ফয়জুল্লা মোল্লা ওরফে ফজাই মোল্লাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে **জাফরুল্লা মোল্লা** কে উক্ত নাদিরা বেগম আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এছাড়াও বিগত ইংরেজি ১৮-০৯-২০২০ তারিখে। V-63/2020 নং আমমোক্তারনামা দলিল প্রস্তুত করিয়া তাহার পক্ষে **জাফরুল্লা মোল্লা**, পিতা মৃত ফয়জুল্লা মোল্লা ওরফে ফজাই মোল্লা কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে জাফরুল্লা মোল্লাকে উক্ত **নাদিরা বেগম** নিযুক্ত করেন। উক্ত দুটি আমমোক্তারনামা দলিল বলে জাফরুল্লা মোল্লা বিগত ইংরেজি তারিখে 04/11/2020 একখণ্ড বিক্রয় কোবালা দলিলবলে সেলিনা খাতুন কে বিক্রি করিয়া দেন। উক্ত সম্পত্তি লইয়া বা আমমোক্তারনামা দলিল লইয়া বা বিক্রয় কোবালা দলিল লইয়া যদি কারো কোন ওজর আপত্তি থাকে তাহলে আগামী এক মাসের মধ্যে নাকাশিপাড়া B.L & L.R.O অফিসে এসে আপত্তি প্রদান করিবেন।তপশিল, জেলা-নদীয়া, থানা-নাকাশিপাড়া, মৌজা-৬ নম্বর বিক্রমপুর এল.আর. খতিয়ান-5868, 5870, 5871,দাগ নাম্বার-2631, 2632, 2634.উক্ত দাগ তিনটিতে মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২৯ শতক।

Ataur Rahaman,
Advocate

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আমার মক্কেল বলরাম মন্ডল, পিতা-মৃত কালাচাঁদ মন্ডল সাং কানাইনগর, পোঃ ভালুকা, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়ার বাসিন্দা। থানা নবদ্বীপ এলাকাধীন ২৫নং পানশিলা মৌজার এল.আর ২৭০১২ নং খতিয়ান ভুক্ত ৮৫৭ নং দাগে ৬৫.৭৪৭৫ শতক জমি স্বত্বের পক্ষে বিগত ইংরাজী ২০/০৭/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৮৫০৭ নং আমমোক্তার দলিল বলে সাং সাঁধুখাপাড়া, পোঃ ভালুকা,থানা কোতয়ালী, জেলা নদীয়া নিবাসী সুপ্রিয়া সরকার স্বামী বিজয় সরকার এর পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত হই। অতঃপর উক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বিগত ইংরাজী ০৬/০২/২০২৪ তারিখে ডি.এস.আর নদীয়া অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১৩০৭ নং দলিল দ্বারা রনো ভৌমিক পিতা মৃত রঞ্জন ভৌমিক ৩.৮৭৭৫ শতক, ও ১৩০৯ নং দলিল দ্বারা রাজ কুমার বিশ্বাস পিতা নির্মল কুমার বিশ্বাস ৪.৪১ শতক উভয়ের সাং কানাইনগর, পোঃ ভালুকা, থানা নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া, এই দুই জনকে জমি বিক্রয় করেন আগামি দিনে উক্ত দলিল গ্রহিতাদ্বয় জমিটির নাম পত্তন করিবেন। ইহাতে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল. অ্যান্ড. এল.আরও অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Swarnava Banerjee,
Advocate
Krishnagar Judges, Court

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com
এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবর্ণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম।
মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

ধূলাগড় ফুড পার্কের প্লাস্টিক কারখানায় ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাঁকরাইল ব্লকের ধূলাগড় ফুড পার্কে অবস্থিত একটি প্লাস্টিক কারখানায় শুক্রবার বিকেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আনুমানিক বিকেল চারটে নাগাদ কারখানার ভিতর থেকে আগুনের শিখা ও ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। কারখানায় প্লাস্টিকের বস্তা-সহ বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দূর থেকেও চোখে পড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, কারখানার ভিতরে মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় হাজারেরও বেশি শ্রমিক কাজ করেন। আগুন লাগার সময় কারখানা চালু ছিল। তবে, এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রাথমিকভাবে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বাড়ানো হয় ইঞ্জিনের সংখ্যা। দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে দমকলের মোট ১৫টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, আগুন অনেকটাই আয়ত্তে এলেও এখনও চলছে ঠাণ্ডাকরণের কাজ। ঘটনায় কোনও আহত হওয়ার খবর না থাকলেও, আগুনে কারখানার ভিতরে মজুত কাঁচামাল-সহ বিভিন্ন সামগ্রী ভস্মীভূত হয়ে যায়। ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি। তবে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, কারখানাটির বড় অঙ্কের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। দমকল সূত্রে খবর, কারখানার অগ্নি-নির্বাপন ব্যবস্থা যথাযথ ছিল কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে। এদিকে, সন্ধ্যার পর থেকে বৃষ্টি শুরু হলেও, আগুন নেভানোর কাজে তাতে খুব বেশি সুবিধা হয়নি। বরং দাহ্য পদার্থের কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় দমকল কর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। এই ঘটনায় ধূলাগড় শিল্পাঞ্চল জুড়ে চাঞ্চল্য ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। আশপাশের কারখানাগুলির শ্রমিকরাও আতঙ্কে কাজ বন্ধ করে বেরিয়ে আসেন। কীভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল ও স্থানীয় প্রশাসন।

পিকআপ ভ্যান উল্টে মৃত চার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোররাতের অন্ধকারে ছুটে চলা পিকআপ ভ্যান। হাবরা থেকে হাওড়ার অঙ্কুরহাটি হাটের দিকে যাচ্ছিল মালবোঝাই চারচাকা। ভ্যানে পেটি পেটি কাপড়ের বোঝা। সেই সঙ্গেই মালপত্রের উপর বসে ছ'জন শ্রমিক। কিন্তু পৌঁছনো আর হল না। সাড়ে তিনটে নাগাদ বালি নিবেদিতা সেতু টোল ওয়ে-র লালবাড়ির সামনে আচমকাই ঘটে গেল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। পুলিশ সূত্রে খবর, চলন্ত গাড়ির একটি টায়ার ফেটে যাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারায় চালক। গাড়িটি র‌্যাম্পের রেলিং ভেঙে উলটে পড়ে যায়। ছ'জন শ্রমিকই গাড়ির মাথায় বসা ছিলেন। গাড়ি উল্টে রেলিং পেরিয়ে প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে পঞ্চাননতলা রোডে ছিটকে পড়েন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা মধুসূদন রায় জানান, 'একটা বিকট আওয়াজ শুনে ছুটে আসি। দেখি, ব্রিজের উপরে গাড়ি উলটে পড়ে আছে। নীচে কয়েক জন মানুষ পড়ে রয়েছেন।' আহত অবস্থায় ছয়জনকেই তড়িঘড়ি উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছে চিকিৎসকেরা জানান, তাঁদের মধ্যে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন মোহাম্মদ কবির আতা (২৫), কাইয়াম আত্তা (৫০), প্রসান্ত পাল (৪৭) এবং এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি, যাঁর নাম আলিল মণ্ডল বলে জানা গিয়েছে। আহত অবস্থায় রাকেশ সাহা (২৮) নামে এক যুবককে সেখান থেকে স্থানান্তর করা হয় আইএলএস হাসপাতালে। অন্য আহত, শিবম সাহা (২৫)-কে প্রথমে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, পরে আর.জি. কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দু'জনই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন।পুলিশ সূত্রে খবর, হাবরা থেকে কাপড়ের পেটি বোঝাই করে গাড়িটি অঙ্কুরহাটি হাটে মাল বিক্রি করতে যাচ্ছিল। চালকের গাফিলতি, অতিরিক্ত গতি এবং অতিরিক্ত মাল ও যাত্রী নিয়ে যাওয়ার কারণেই দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে লিলুয়া ট্রাফিক গার্ড ও বালি থানার পুলিশ। চালক পলাতক। তাঁর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পথ নিরাপত্তা ও মালবাহী গাড়িতে যাত্রী পরিবহনের নিয়মভঙ্গ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও সব মৃতের ও আহতদের পরিচয় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২২ মার্চ ২০২৫, ৮ চৈত্র ১৪৩১ শনিবার

জিটিএ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে সিট গঠনের ভাবনা আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন: গোর্খা টেরিটোরিয়াল প্রশাসন (জিটিএ) শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিট গঠনের ভাবনা। যাঁরা অভিযুক্ত, অবিলম্বে তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর। তিনি বলেন, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাং, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ অন্যান্য অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে দ্রুত রিপোর্ট জমা করতে হবে। এর পাশাপাশি পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্য ৪১ এ নোটিশ দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন গড়িমসি করেছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি বসু। এর পাশাপাশি রাজ্যকে ভর্ৎসনা করে বলেন, 'আপনারা নোটিস দিয়ে ডাকবেন কিনা আপনাদের ব্যাপার। আপনারা পদক্ষেপ না নিলে আদালত পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবে।'

এদিকে রাজ্যের যুক্তি, এফআইআর-এ নাম থাকলেই তাঁকে অভিযুক্ত বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। এক্ষেত্রে নোটিশ দেওয়ার আগে বিবেচ্য যে 'অভিযুক্ত' নাকি 'সন্দেহভাজন'। আদালতবান্ধব জানান, কারও নাম এফআইআর-এ থাকলে তাঁকে ৪১ এ নোটিস দেওয়া স্বাভাবিক। পরবর্তীতে সেই ভিত্তিতে পদক্ষেপ হয়। তবে বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের পাল্টা যুক্তি, ২০২৪ সালে ১০ এপ্রিল এফআইআর দায়ের হয়। তারপর রাজ্যের পদক্ষেপ কী ছিল তার যথাযথ তদন্ত হওয়া জরুরি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলার পরবর্তী শুনানি ৭ এপ্রিল। ওই দিন সিবিআই-এর তরফেও আইনজীবীকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। বস্তুত, জিটিএ মামলায় রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরের অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর উত্তর থানায় এফআইআর দায়ের করা হয়। সেই এফআইআর-এ প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জিটিএ নেতা বিনয় তামাং, তৃণমূলের ছাত্র পরিষদের নেতা তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য-সহ একাধিক নাম ছিল। সেই অভিযোগে সিবিআইকে অনুসন্ধান করে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি বসুর সিঙ্গল বেঞ্চ।

অন্তর্বর্তী জামিন বাড়ানোর আর্জি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ইডির মামলায় রেহাই পেয়েছিলেন অনেক দিন আগেই কিন্তু হোঁচট খেতে হচ্ছিল সিবিআইয়ের কাছে। অবশেষে গত মাসে প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় ধৃত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে শর্তসাপেক্ষ অন্তর্বর্তী জামিন দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত ছিল 'কাকু'র এই অন্তর্বর্তী জামিনের পর্ব। হাতে আর মাত্র দশ দিন। তারপরেই আবার হেফাজতেই ফিরতে হত সুজয়কৃষ্ণ ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'কে। কিন্তু তার আগেই আদালতে অন্তর্বর্তী জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর আর্জি নিয়ে দ্বারস্থ হতে দেখা গেল সুজয়কৃষ্ণকে। সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টে 'কাকু'র জামিনের মেয়াদ বাড়ানোর জন্য আর্জি জানিয়েছেন তাঁর আইনজীবী।

সোমবার বিচারপতি অরিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ডিভিশন বেঞ্চে হবে এই শুনানি।

উল্লেখ্য, অন্তর্বর্তী জামিনে 'কাকু'র উপর লাগু হয়েছিল একাধিক শর্ত। বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছিলেন, যেহেতু শারীরিক অবনতির কথা ভেবেই সুজয়কৃষ্ণকে জামিন দেওয়া হচ্ছে, সেহেতু শুধুমাত্র চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও প্রয়োজনীয়তা ঘরের বাইরে পা রাখতে পারবেন না সুজয়কৃষ্ণ। পাশাপাশি, তাঁর দু'টি মোবাইল নম্বরও দিয়ে রাখতে হবে সিবিআইকে। তবে সেই অন্তর্বর্তী জামিনের পালা এবার শেষ হওয়ার আগেই আদালতে আবার দ্বারস্থ সুজয়কৃষ্ণ। প্রসঙ্গত, সদ্যই পাঁচ বার তলবের পর অবশেষে ষষ্ঠবারে আদালতে হাজিরা দিতে এসেছিলেন 'কাকু'। মূলত, প্রাথমিকের তদন্তে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষায় তাকে বারবার তলব করেছিল সিবিআই তদন্তকারীরা। কিন্তু শারীরিক ব্যাধিকে ঢাল করেই বারবার প্রাণ বাঁচিয়েছেন তিনি। অবশেষে গত মাসেই জামিনের ঠিক আগে ষষ্ঠ বারের তলবে সাড়া দিয়ে সেই 'গলা দিতে' আদালতে যান তিনি।

ফের শারীরিক অবস্থার অবনতি পার্থর

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার রাজসাক্ষী হিসেবে আদালতে বয়ান দিয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য। এদিকে শারীরিক অবস্থার অবনতি হল পার্থর। বৃহস্পতিবার থেকে অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন তিনি। শুক্রবার আদালতে এমনটাই জানান তাঁর আইনজীবী। এরপরও এদিন শেষ হল না তাঁর জামিন মামলার শুনানি। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সাল থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে রয়েছেন তিনি। বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় জেল হাসপাতালে রয়েছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। শুক্রবার পার্থর জামিনের আবেদনের শুনানিতে প্রাক্তন মন্ত্রীর অসুস্থতার কথা আদালতের সামনে উল্লেখ করে পার্থর আইনজীবী বলেন, 'বৃহস্পতিবার থেকে জেল হাসপাতালে অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন আমার মক্কেল।' গত কয়েকদিন ধরেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন পার্থ।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, পার্থর জামাই নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত ইডি-র মামলায় রাজসাক্ষী হয়েছেন। আর পার্থ জামিনের আবেদন করেছেন সিবিআই-এর করা মামলায়। শুক্রবার সেই জামিনের আবেদনের আংশিক শুনানি হয়। পার্থর আইনজীবী সওয়াল করেন এদিন। পরের দিন সিবিআই আইনজীবীর সওয়ালের বিরোধিতা করে জানিয়ে সওয়াল করবে বলে আদালত সূত্রে খবর। ওইদিন তদন্তকারী অফিসারকে গোটা মামলার কেস ডায়েরি নিয়ে শুনানিতে হাজির হতে হবে বলে নির্দেশ আদালতের। উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতের ২০ নম্বর জুডিশিয়াল ম্যাজেস্ট্রেটের এজলাসে গোপন জবানবন্দি দেন কল্যাণময়। তবে সূত্রের খবর, আদালতে নতুন ও সঠিক তথ্য না দিলে বিপদ বাড়বে কল্যাণময় ভট্টাচার্যের। রাজসাক্ষী হওয়ায় ইতিমধ্যেই ইডি-র মামলা থেকে অভিযুক্ত হিসেবে কল্যাণময়ের নাম সরিয়ে দেওয়া হয়।

আরজি কর কাণ্ডে এবার তলব নিরাপত্তারক্ষীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে বৃহস্পতিবারই তলব করা হয়েছিল ৯ অগাস্ট রাতে কর্তব্যরত নার্সদের। এবার তলব করা হল হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীদের। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, শুক্রবার আরজি কর কাণ্ডে ৮ নিরাপত্তারক্ষীকে তলব করে সিবিআই। সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। ঘটনার দিন অর্থাৎ ৯ অগাস্টের রাতে কী হয়েছিল, তারা কাদের ঢুকতে-বেরতে দেখেছিলেন, মূলত এই প্রশ্নই করা হয় বলেই সূত্রে খবর। এদিকে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে রয়েছে অভয়ার মামলার শুনানি। তার আগে তুঙ্গে তৎপরতা।

সিবিআই সূত্রে এ খবরও মিলেছে, বৃহস্পতিবারই তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজা আরজি কর হাসপাতালের ৭ জন নার্সকে তলব করেছিলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দিয়েছেন চেস্ট মেডিসিন বিভাগের চার জন নার্স। এরা সকলেই ওই রাতে ডিউটিতে ছিলেন। কারণ, অভয়ার বাবা-মা প্রথম থেকেই অভিযোগ করেছিলেন, সিবিআই তদন্তভার হাতে নেওয়ার পর সেই রাতে আরজি করে কর্তব্যরত সকল নার্স ও চিকিৎসককে সঠিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনেনি সিবিআই। তাঁদের বক্তব্য ছিল, সেই রাতে ঠিক কী ঘটেছিল, তার অনেকটাই জানেন তাঁরা। তাঁদের বয়ান তদন্তের আওতায় আনা হোক, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তমলুকের পর হলদিয়াতেও শুভেন্দুর সভার অনুমতি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্বস্তিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কারণ, তমলুকের পর হলদিয়াতেও সভায় অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে এই অনুমতি দেওয়ার পাশাপাশি বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ তবে বেশ কয়েকটি শর্ত বেঁধে দেন শুক্রবার।

আগামী রবিবার হলদিয়া নিউ মার্কেট এলাকায় বিজেপির মিছিল রয়েছে। মিছিল শুরু হবে ক্ষুদিরাম স্কোয়ার এবং শেষ হবে দুর্গাচক নিউ মার্কেটে। ওই মিছিলের জন্য পুলিশের থেকে অনুমতি চাওয়া হয়। তবে ওই মিছিলে পুলিশের থেকে অনুমতি পাননি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তাই বাধ্য হয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু। কলকাতা হাইকোর্ট এই মিছিলে অনুমতি দেয়। সঙ্গে শর্তস্বরূপ আদালতের তরফে জানানো হয়, দুর্গাচক নিউ মার্কেট এলাকায় পথসভা করবেন বিজেপি কর্মীরা। দুপুর একটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে মিছিল, পথসভা শেষ করতে হবে। বৈঠকে শব্দবিধিও মানতে হবে। বিজেপির আইনজীবী অবশ্য মিছিল এবং পথসভার কিছুটা সময় বাড়ানোর আবেদন করেন। যদিও তাতে রাজি হননি বিচারপতি। এরই রেশ ধরে বিচারপতি এদিন পালটা প্রশ্ন করে জানতে চান, ব্রিগেড রাতে করা হয় কি না। উল্লেখ্য, দোল পূর্ণিমার দিন তমলুকে রং খেলাকে কেন্দ্র করে দুই দলের যুবকের সংঘর্ষ বাঁধে। অন্য দলের যুবকদের গায়ে রং কেন লাগাল তা নিয়ে বচসা শুরু হয়। তারপর তিন যুবককে ব্যাপক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদে, অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ মিছিল করে গেরুয়া শিবির। ওই মিছিলে পুলিশ অনুমতি না দেওয়ার অভিযোগ তুলে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় জেলা বিজেপি নেতৃত্ব। গত বুধবারের শুনানিতে সেই মিছিলে অনুমতি দেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বেশ কয়েকটি শর্তও বেঁধে দেন তিনি।

বিজয়গড়ের ফ্ল্যাটে তরুণীর রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিজয়গড়ে ফ্ল্যাটের মধ্যে তরুণীর রহস্য মৃত্যু। মৃতার নাম শ্রেয়সী ঘোষ (৪১)। 'খুন' নাকি অন্য কিছু তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। কারণ, কীভাবে মৃত্যু হয়েছে তা এখনও অজানা। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে বাড়িতে একাই থাকতেন ওই তরুণী। মৃত্যুর কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু'দিন ধরে ওই ফ্ল্যাটের দরজা-জানলা বন্ধ ছিল। প্রতিবেশীরাও সেই বিষয়ে মাথা ঘামাননি।তবে বৃহস্পতিবার থেকেই এলাকায় একটি পচা গন্ধ বেরতে থাকে। অরপর শুক্রবার সকালে ওই দুর্গন্ধ ক্রমেই বাড়তে থাকে। গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে ওই ফ্ল্যাট থেকেই গন্ধ বার হচ্ছে বোঝা যায়। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকতেই ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই মহিলাকে। মৃতের শরীরে পচন ধরেছে। পুলিশ সেই মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। খুন নাকি অন্য কিছু, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশের অনুমান, ওই মহিলার মৃত্যু দিন দুয়েক আগেই হয়েছে।

তদন্তে নেমে ফ্ল্যাটে তল্লাশিও চালানো হয়। মৃতার মোবাইল ফোনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মৃতার পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে।

পানিহাটির নতুন পুরপ্রধান হলেন সোমনাথ দে

অভয়ার দেহ তড়িঘড়ি পোড়ানোর পুরস্কার, দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে পানিহাটির নতুন পুরপ্রধান হলেন পুরসভার পূর্ত দপ্তরের সিআইসি সোমনাথ দে। নতুন পুরপ্রধানকে বেছে নিতে শুক্রবার বেলায় পানিহাটি পুরসভায় বৈঠকে ডাকা হয়েছিল। উক্ত বৈঠকে ৩৫ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ৩২ জন উপস্থিত ছিলেন। যদিও বিদায়ী পুরপ্রধান মলয় রায় বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে স্থানীয় বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত সমস্ত কাউন্সিলরেরা নয়া পুরপ্রধান হিসাবে সোমনাথ দে-কে সম্মতি জানান। সূত্র বলছে, পানিহাটির ফুসফুস অমরাবতী মাঠ বিতর্কের জেরেই পুরপ্রধানের পদ থেকে সরে যেতে হয়েছে মলয় রায়কে। পুরপ্রধান নির্বাচিত হয়ে নয়া পুরপ্রধান সোমনাথ দে বলেন, পানিহাটির মানুষকে উন্নত পরিষেবা দেওয়াই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া তিনি ময়লা আবর্জনার সমস্যাও মেটানোর চেষ্টা করবেন। অমরাবতী মাঠ নিয়ে তাঁর সাফাই, অমরাবতী মাঠের বিষয়টি রাজ্য সরকার দেখছে। সরকার মাঠ অধিগ্রহণ করছে। মাঠ নিয়ে সরকার তার সিদ্ধান্ত জানাবে। উন্নয়নের বিষয়ে তিনি বলেন, রাস্তাঘাট সংস্কারের জন্য রাজ্য সরকার ৪০ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। সেই টাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডে রাস্তার কাজ চলছে। বিদায়ী পুরপ্রধানের অনুপস্থিতি নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, উনি অসুস্থ আছেন। ওনার বাড়িতে গিয়ে তিনি দেখা করবেন। পানিহাটির নয়া পুরপ্রধান নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের কটাক্ষ, অভয়ার দেহ তড়িঘড়ি পোড়ানোর পুরস্কার

পেলেন সোমনাথ দে। প্রসঙ্গত, মলয় রায়কে সরানোর নির্দেশ আসতেই মুখ খুলেছিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি দাবি করেছিলেন, 'অভয়ার দেহ পুড়িয়ে ফেলার ক্ষেত্রে যিনি বেশি তৎপরতা দেখিয়েছিলেন, সেই কাউন্সিলরকেই পানিহাটির পুরপ্রধান করা হচ্ছে।' অবশেষে বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের কথাতেই শীলমোহর পড়ল। শুক্রবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, মলয় রায়কে সরানোর সময়ই তিনি বলেছিলেন, অভয়ার দেহ তাড়াতাড়ি পোড়ানোর জন্য যিনি বেশি উদ্যোগ নিয়েছিলেন।পুরস্কার স্বরূপ তাকেই পুরপ্রধান করা হবে। সেটাই আজ মিলে গেল। তাঁর দাবি, 'আরজি কর কাণ্ডে দু-তিনবার সোমনাথ দে-কে ডেকেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিনীত গোয়েলের নাম যাতে তিনি না নেয়। তার জন্য ওনাকে পুরপ্রধানের পুরস্কার দেওয়া হল। আর অমরাবতী মাঠ বিক্রির অজুহাত দেখিয়ে মলয় রায়কে সরিয়ে দেওয়া হল।' গেরুয়া শিবিরের লড়াকু নেতার আরও দাবি, 'এই খেলার নেপথ্যে প্রথমদিকে বিধায়ক নির্মল ঘোষ ছিলেন। কিন্তু উনি চেষ্টা করেও নিজের ছেলে-মেয়েকে পুরপ্রধান করতে পারলেন না। কেননা ওখানে নির্মল ঘোষের গুরুত্ব কমে গেছে। ওখানে পার্থ ভৌমিকের গুরুত্ব বেড়েছে। তাছাড়া নির্মল ঘোষের উপার্জিত ধান্দার টাকা মমতা কিংবা অভিষেকের কাছে পৌঁছয় না। তাই কায়দা করে মলয় রায়কে সরিয়ে সোমনাথ দে-কে পুরপ্রধান করা হল।' তাঁর সংযোজন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাথায় রেখেছেন ৩৩ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট, আর কিছু ভোট দখল করে উনি ক্ষমতায় থাকবেন। পুলিশ আর গুন্ডারা তাকে জিতিয়ে দেবে। তাই উনি সাধারণ মানুষের কথা ভাববে না।' একইসঙ্গে সরব হয়েছেন আরজি কর কাণ্ডে নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবাও।

এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে মেয়ের দেহ দাহ করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হয়েছে। আর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুরপ্রধান হয়েছেন এই পানিহাটি পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সোমনাথ দে। তাঁকে প্রাইজ পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।' তিলোত্তমার বাবা আরও জানালেন, 'শিয়ালদা আদালতের যে রায় বেরিয়েছে, তাতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ, বিধায়ক নির্মল ঘোষ, কাউন্সিলর সোমনাথ দে এবং পড়শি প্রাক্তন কাউন্সিলর সঞ্জীব মুখার্জি এঁরা সম্পূর্ণভাবে তথ্য প্রমাণ লোপাটের সঙ্গে জড়িত। তবুও সোমনাথ দে-কে প্রাইজ পোস্টিং দেওয়া হল। সত্যিই এটা আশ্চর্যের বিষয়।' তবে আদালতের কাছে যারা ক্রিমিনাল সাব্যস্ত, তারা কিভাবে পুরপ্রধানের পদে বসেন, তা নিয়ে এদিন প্রশ্ন তুলেছেন অভয়ার বাবা। তাঁর আরও অভিযোগ, দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্ত চেয়ে তারা দেড় ঘন্টা টালা থানায় বসে রইলেন। অথচ তাদের অগোচরে এঁরা মেয়ের মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে চলে আসলো। এমনকি মৃত্যুর শংসাপত্রে সোমনাথ দে-র নাম জ্বলজ্বল করছে। উনি যে ক্রিমিনাল, তার তথ্য প্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে।

এবার হুমকি ফোনের অভিযোগ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিন কতক আগেই তাঁর বিরুদ্ধে ফোন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন রবীন মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ ছিল, জেলে বসেই নাকি হুমকি-হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন শেখ শাহজাহান ও তাঁর দলবল। এবার সেই ঘটনায় রেশ কাটার আগেই ভাইরাল আরও এক হুমকি ফোনের অডিও। যদিও এই অডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন'। এই ভাইরাল হওয়া অডিওতে শোনা গেছে, টাকার বিনিময়ে শাহজাহানের নামে দায়ের করা মামলা তুলে নেওয়ার হুমকি এসেছে। আর এই ফোন এসেছে রবীন মণ্ডলের ডাক্তার ভাইপো নীলাদ্রি মণ্ডলের কাছে। আর ফোনটা করেছে শাহজাহানেরই এক শাগরেদ টুইন ভুঁইয়া।

এই ফোনে শোনা যাচ্ছে টুইনের হুমকি। যেখানে টুইন বলছে, 'বাবলুদা খবর পাঠিয়েছে, যদি টাকার মাধ্যমে রফাদফা হওয়া যায়, তবে মামলাগুলো তুলে ফেল। কারণ শেখ শাহজাহান বেরিয়ে গেলে আর কোনও পথ থাকবে না।' টুইনের এই বক্তব্যের পাল্টা রবীনের ভাইপোকে প্রশ্ন করতে শোনা যায় 'শাহজাহান কি তবে জেল থেকে বেরোচ্ছেন?' টুইন বলেন, 'খুব শীঘ্রই শাহাজাহান জেলের বাইরে পা রাখবে।' উল্লেখ্য, দিন কতক আগে যখন শাহজাহানের বিরুদ্ধে জেলে বসে ফোন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন রবীন মণ্ডল। সেই সময় তিনি জানিয়েছিলেন, 'শাহজাহান বলেছে, শীঘ্রই আমি ছাড়া পাব।' অবশ্য, শাহজাহান কিংবা তার শাগরেদদের মুখে বারংবার এই 'ছাড়া পাওয়ার' কথা উঠলেও, আইন কিন্তু সহজে সন্দেশখালির 'বাঘ'কে এখুনি ছাড়তে নারাজ। প্রসঙ্গত, ১৫ মার্চ যখন শাহজাহানের বিরুদ্ধে হুমকি ফোনের অভিযোগ তুললেন রবীন মণ্ডল। তার ঠিক তিন দিন আগেই বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রসিদির ডিভিশন বেঞ্চে আগাম খারিজ হয়ে যায় জামিন আর্জি।

মেন হস্টেলে ফের 'র‍্যাগিং' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্রাত্য বসুকে নিয়ে অশান্তির ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি ক্যাম্পাসে। এই আবহেই এবার মেন হস্টেলে ফের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ উঠল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। সূত্রে এ খবরও মিলছে, যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁরা চিহ্নিত 'র‍্যাগার' হিসেবেই। এদিকে দু'বছর আগে প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপের র‍্যাগিং, যৌন হেনস্থা ও মৃত্যুতে নাম জড়িয়ে রয়েছে এঁদের অনেকেরই। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটির রিপোর্টেও দোষী সাব্যস্ত এঁরা। তবে আদালতের রক্ষাকবচ থাকায়, ইউনিভার্সিটি কোনওভাবেই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

অভিযোগ, চার ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ফিল্ম স্টাডিজের এক ছাত্রকে ঘরে বন্দি করে শারীরিক ও মানসিক হেনস্থা করা হয়। শুধু তাই নয়, আক্রান্ত ছাত্রের মাকে ধর্ষণেরও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। ছাত্রকে হুমকি দিয়ে জোর করে 'কিছুই হয়নি' মুচলেকাও লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। আর তা পোস্ট করতে হয়েছে ফেসবুকেও। এদিকে সূত্রে খবর, ফিল্ম স্টাডিজ দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্র অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির কাছে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন। এর আগে ক্যাম্পাসে র‍্যাগিং কালচারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদও করেছিলেন আক্রান্ত ছাত্র। অভিযোগ, তখন থেকেই তিনি র‍্যাগারদের লক্ষ্য হয়ে যান তিনি।

দক্ষিণ কলকাতা জুড়ে 'অধিনায়ক অভিষেক'-এর পোস্টারে ছয়লাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ছাব্বিশে বিধানসভা নির্বাচন। হাতে মেরেকেটে আর একটা বছর। এই ভোটযুদ্ধের আগে আবার নতুন রূপে ময়দানে নেমে পড়লেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সূত্রে খবর, আগামী ২৩ মার্চ ভোটের রণকৌশল ঠিক করতে বৈঠকে বসছে তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া সৈনিকরা। তবে তার আগেই দক্ষিণ কলকাতা ছেয়ে গেল পোস্টার ও পতাকায়। আর সেখানেই নতুন ফর্মে তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পতাকায় ফুটে উঠল 'অধিনায়ক অভিষেক'। জোড়াফুল শিবির সূত্রে এ খবরও মিলছে. রবিবার ছাব্বিশের ভোটের জন্য তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া রণকৌশল তৈরিতে গাঙ্গুলিবাগান এলাকায় হবে এই বৈঠক। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য জানান, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলের যতগুলি সমর্থক গ্রুপ রয়েছে তার মধ্যে অধিনায়ক অভিষেক ওদেরই সংগঠনেরই একটি শাখা। তারই এই পতাকা।' এখানে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ না করলেই নয়, মাস কয়েক আগে তৃণমূলের দুই হাইকমান্ডের 'বিড়ম্বনা' নিয়ে দলের মধ্যে তৈরি হয়েছিল জল্পনা। সংগঠনের মূল ধারা থেকে অভিষেক দূরত্ব তৈরি করলে দলের অন্দরে দুই নেতৃত্বের

সম্পর্কের রসায়ন নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা তৈরি করতে শুরু করে একাংশ। কিন্তু সেই জল্পনাকেই রীতিমতো ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দেন মমতা। দুই মাথার মধ্যে সম্পর্কে যে কোনও টানাপোড়েন নেই, সেই বিষয়টা ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এরপর থেকেই পুনরায় ময়দানে নেমে পড়তে দেখা গিয়েছে অভিষেককে। সামনেই নির্বাচন। তাই আরও 'কর্পোরেট' আকারে ভোটের ময়দানে আসর বেঁধেছে তৃণমূল। এমনকি, হাজার বিতর্কের পরেও আগামী নির্বাচনেও তাদের কৌশলী যে আইপ্যাক হতে চলেছে তাও স্পষ্ট করেছে তারা। একাংশের দাবি, ভোটের এই সব কৌশলই তৈরি করছেন অভিষেক। দলে যে তিনি অধিনায়ক তা বুঝিয়ে দিচ্ছেন ভালোয়-ভালোয়।

প্রসঙ্গত, মমতার পর দলে অভিষেকই সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, তা সম্প্রতি একটি বৈঠক থেকে ইঙ্গিতে স্বীকার করতেও শোনা যায় তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে। অভিষেককে 'আমাদের সম্বোধন' করতে দেখা যায় তাঁকে। এমনকি, বৃহস্পতিবার বিদেশ যাওয়ার আগে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতাও কার্যত পরিষ্কার করে দিয়েছেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে কার হাতে থাকবে দলের রাশ। বিদেশ সফরকালীন সময়ে দলের কাজকর্ম যে সুব্রত-অভিষেকের 'যৌথ নেতৃত্ব'-এ চলবে তারও স্পষ্ট বার্তা দিয়ে গেছেন মমতা।

সম্পাদকীয়

বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঠান্ডা যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব চলছে

সমুদ্রযাত্রা থেকে ভুবনায়নের দাপট বাড়লে আন্তর্জাতিক বাজার প্রসারিত হয় ভারতে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রভাব কাটিয়ে স্বাধীন ভারত নিজেদের সংবিধান তৈরি করেছে গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক মতে। এটাই আপাতত ধরে নেওয়া যাক মূল ব্যবস্থা। এর মধ্যে বিশ্ব জুড়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঠান্ডা যুদ্ধের পরোক্ষ প্রভাব চলছে। ফলে রাষ্ট্রের গঠন ও চরিত্র সর্বদাই বদলাচ্ছে। আশির দশকে আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার বিবর্তনের মধ্যে অবধারিত ভাবে প্রবেশ করতেই হয় ভারতকে। শুরু হয় বাজার ব্যবস্থার মুখোশে বেসরকারিকরণ, বিরাষ্ট্রীয়করণ, বিলগ্নিকরণ যা আদতে বাজার ব্যবস্থার এক ক্ষতিকারক দিক এবং তা আজ ভারতের অর্থনীতির তথাকথিত 'উন্নয়নশীল' দুর্বল চরিত্রে প্রমাণিত। এটাই সমান্তরাল ব্যবস্থা। ভারতের শাসক রাজনীতি জানত বাজার ব্যবস্থার এই দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রের কথা। যে কারণেই হোক, আজকে ভারতে স্বঘোষিত স্বদেশবাদী গেরুয়া চরিত্রের রাষ্ট্রও অনেকটাই আত্মসমর্পণ করেছে বা করতে বাধ্য হয়েছে বাজার ব্যবস্থার দুষ্টচক্রে। এর ফলে বর্তমানে ইতিমধ্যে দুর্নীতি গভীর ও ব্যাপক ভাবে ঢুকে গিয়েছে যা লেখক নানা উদাহরণ-সহ লিখেছেন। ১৯৪৮-১৯৫৬, শিল্পনীতির মাধ্যমে মিশ্র অর্থনীতির চেহারায় দেখা গেল ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সখ্যে প্রাইভেট, পাবলিক ও জয়েন্ট সেক্টরের সহাবস্থান। প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, খনি ইত্যাদি কিছু ক্ষেত্র থাকবে সরকারি আওতায়। আর আজ দেখা গেল সমান্তরাল ব্যবস্থাই প্রধান হয়ে উঠেছে। আর মূল ব্যবস্থাকে অপ্রয়োজনীয়, দুর্বল, অপাঙ্‌ক্তেয় করে দেওয়া হচ্ছে বাজার ব্যবস্থার প্রচারসর্বস্ব সর্বরোগহরা টনিকে। পৃথিবীতে আজ সবচেয়ে আশ্চর্য স্ববিরোধী ধাঁধা; নানা ভাবে ভারত রাষ্ট্রের সরকারি আইনসভায় নির্বাচিত শাসক প্রতিনিধিরাই পাকেপ্রকারে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত চরিত্রের বেসরকারিকরণ ও বিরাষ্ট্রীয়করণে মদত দিয়ে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রের শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে প্রতিরক্ষা, খনি, আর্থিক ক্ষেত্রের মতো কুশলী ক্ষেত্র আক্রান্ত। শাসন ব্যবস্থায় সেনা, পুলিশ, সিআরপিএফ, বিএসএফ থাকলে সিবিআই, ইডি ইত্যাদি এজেন্সির কী দরকার? যেমন সিভিক পুলিশ অপ্রয়োজনীয়। আর যদি এই সমান্তরাল ব্যবস্থা এতই গুরুত্বপূর্ণ হয় তা হলে মূল ব্যবস্থায় এত মন্ত্রীর দরকার কী? দেশে দুর্নীতি বা দুরবস্থা কিছুই তো নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না।

শব্দবাণ-২২৬

১		২		৩	■	■
	■		■	৪		■
	■	■	■		■	■
৫		৬	■	৭		৮
■	■		■	■	■	
■	৯		■	১০	■	
■	■	১১				

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. প্রবঞ্চক, ঠক ৪. রক্ত ৫. নিপুণ, পটু ৭. — শান্তি পারাবার ৯. ফলবিশেষ ও তার গাছ ১১. ভ্রমণকারী ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ব্যভিচার, লাম্পট্য ২.—মা দাঁড়াই কোথা ৩. জোয়ার ৬. পেটের নিম্নভাগ ৮. অস্থায়ী সংসার ১০. খাবেন না খাওয়াবেন?

সমাধান: শব্দবাণ-২২৫

পাশাপাশি: ১. হিমসাগর ৩. অলখ ৫. মানব ৭. রুধির ৮. সতত ১০. নিরাকরণ।

উপর-নীচ: ১. হিমেল ২. গণমানস ৩. অররু ৪. খবরকরা ৬. বর্জিত ৯. তরুণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

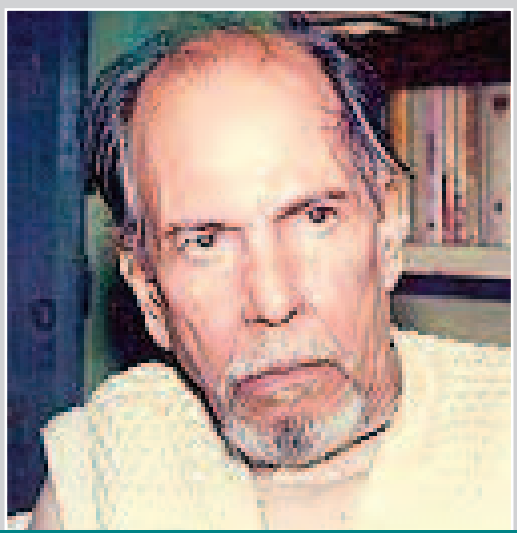

অমিয় ভূষণ মজুমদার

১৯১৮ বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমিয় ভূষণ মজুমদারের জন্মদিন।

১৯৮৮ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আদিত্য সিলের জন্মদিন।

২০০০ বিশিষ্ট টেবিল টেনিস খেলোয়াড় নয়না জয়সওয়ালের জন্মদিন।

কেন্দ্র, ডিলিমিটেসন এবং রাজ্য !

অর্ক গোস্বামী

ভারতবর্ষের মত বহুত্ববাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো বজায় রাখা সব সময় একটা চ্যালেঞ্জ এবং সর্বোপরী বিবিধতার দেশে 'ওয়ান সাইজ ফিট্‌স অল' জাতীয় নীতি প্রণয়ন করাও রাজনৈতিক মূঢ়তার নামান্তর। উক্ত কাঠামোর মূলগত সমস্যা হলো এই ব্যবস্থার 'বুনিয়াদ নীতি' বা ফার্স্ট প্রিন্সিপাল কী হবে সেটি সঠিক সময়ে নির্ণয় করতে না পারা।অতঃপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবার আগে প্রশ্ন করতে হবে কোন যুক্তি তে ত্রিস্তরীয় শাসন কাঠামোয় কীভাবে এবং কতটা ক্ষমতা বন্টন হবে? সংবিধানের মাধ্যমে রাজ্য গুলিকে দেওয়া আংশিক স্বায়ত্বশাসনের ফলাফল কী দাড়িয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষন করাও একান্ত প্রয়োজন। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ছদ্মবেশে ধীরে ধীরে প্রতিটি রাজ্যের প্রশাসনে প্রবেশ করেছে। এর কারন কি কেবল বহুল চর্চিত 'ফেডারেলিজম' বা 'ত্রিস্তরীয় যুক্তরাজ্য' কাঠামো কে বিনষ্ট কে কুক্ষিগত করা না কি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উপার্জন সৃষ্টি তে রাজ্য গুলির দীর্ঘমেয়াদী ব্যর্থতাও দায়ী?

বঙ্গোপসাগরে নিয়ম করে প্রতি মরশুমে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ে যা মুলতঃ ভারতের পূর্ব উপকুলে কমবেশি আর্থসামাজিক ক্ষয়ক্ষতি করে যায়। তবে এবার যে রাজনৈতিক ঘূর্নীঝড় উঠতে শুরু করেছে তা একইসাথে আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগর মধ্যবর্তী দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি রাজ্য থেকে সোজা নয়া দিল্লীতে আঁছড়ে পড়বে বলেই মনে করছেন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যবেক্ষকরা। সম্ভবতঃ এই সাইক্লোনে আরো বেশি জলীয় বাষ্পের যোগান দেবে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি! ইতিমধ্যে কাশ্মীরের পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা নিয়ে কেন্দ্রের সাথে চলমান সংঘাতের মাঝে তামিলনাড়ুর নেতৃত্বে আপাত নিরীহ 'ডিলিমিটেসন' কে কেন্দ্র করে শিক্ষানীতি , ভাষা সংস্কৃতি এবং আইনসভায় আসন সংকোচন - এই তিন ইস্যুতে উত্তর -দক্ষিণ সংঘাত আসন্ন।

ভারতবর্ষের মত বহুত্ববাদের দেশে যুক্তরাষ্ট্র কাঠামো বজায় রাখা সব সময় একটা চ্যালেঞ্জ এবং সর্বোপরী বিবিধতার দেশে 'ওয়ান সাইজ ফিট্‌স অল' জাতীয় নীতি প্রণয়ন করাও রাজনৈতিক মূঢ়তার নামান্তর। উক্ত কাঠামোর মূলগত সমস্যা হলো এই ব্যবস্থার 'বুনিয়াদ নীতি' বা 'ফার্স্ট প্রিন্সিপাল' কী হবে সেটি সঠিক সময়ে নির্ণয় করতে না পারা।অতঃপর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সবার আগে প্রশ্ন করতে হবে কোন যুক্তি তে ত্রিস্তরীয় শাসন কাঠামোয় কীভাবে এবং কতটা ক্ষমতা বন্টন হবে? সংবিধানের মাধ্যমে রাজ্য গুলিকে দেওয়া আংশিক স্বায়ত্বশাসনের ফলাফল কী দাড়িয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষন করাও একান্ত প্রয়োজন। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যায় কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ছদ্মবেশে ধীরে ধীরে প্রতিটি রাজ্যের প্রশাসনে প্রবেশ করেছে। এর কারন কি কেবল বহুল চর্চিত 'ফেডারেলিজম' বা 'ত্রিস্তরীয় যুক্তরাজ্য' কাঠামো কে বিনষ্ট কে কুক্ষিগত করা না কি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উপার্জন সৃষ্টি তে রাজ্য গুলির দীর্ঘমেয়াদী ব্যর্থতাও দায়ী? একথা তথ্যগত ভাবে অস্বীকার করা যায়না যে রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রের পরিকল্পিত 'সেন্ট্রাল স্পন্সরড স্কীম' চালু হওয়াতে সামগ্রিক ভাবে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির 'এমপাওয়ারমেন্ট' চোখে পড়ার মতো হয়েছে যদিও ত্রুটি বিচ্যুতি এখনো রয়েছে ! অপরপক্ষে হাতে গোনা কয়েকটি রাজ্য ছাড়া সকল রাজ্যে সরকারের অধীনে থাকা পঞ্চায়েত এবং পৌরসভার -এককথায় স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সেই অর্থে আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে ! তথ্য বলছে ২০২২-২৩ সালে সামগ্রিক ভাবে পঞ্চায়েত গুলের নিজস্ব আয় ৭৩০ কোটি টাকা একটু বেশি যা মোট খরচের মাত্র ২ শতাংশ! অর্থাৎ বাকি ৯৮ শতাংশ টাকা আসছে কেবল মাত্র অনুদানের মাধ্যমে যা শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পরিপন্থী।

স্মরণে রাখা দরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজনীতির এই হোঁচট খাওয়ার পিছনে একাধিক সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আর্থিক কারনও রয়েছে। আমাদের মনে রাখা দরকার প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মাবলি যতটা একটা সাংবিধানিক সংস্থাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে ততটাই সে রাজনৈতিক দল নামক প্রতিষ্ঠানের সামনে অসহায়। বিগত কয়েক দশকের রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে আইনসভা যতটা না রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে তার চেয়ে বেশি প্রতিকূলতা আইনসভা গুলি মুখোমুখি হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলির সৌজন্যে।

রাজনৈতিক দলসমূহ বিশেষত নির্বাচন কমিশন স্বীকৃত জাতীয় দল গুলি একএকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান কারন তারা সমগ্র দেশের সমস্যাকে তুলে ধরার গুরত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম কিন্তু একইসময়ে তারা বহু ক্ষেত্রে আঞ্চলিক স্বকীয়তা কে ঢেকে ফেলে বৃহত্তর ইস্যুর আড়ালে। এই সমস্যা থেকে দুটো বিষয় উঠে আসে — প্রথমতঃ যুক্তরাষ্ট্র বলতে কেবলমাত্র কেন্দ্র বনাম একটি রাজ্যের মল্লযুদ্ধ নয় বরং এই খেলায় রয়েছে তিনটি পক্ষ — কেন্দ্র, রাজ্য এবং রাজ্যসমূহের জোট। বিশেষ করে জিএসটি কাউন্সিল এর প্রকৃষ্টতম উদাহরন যেখানে একক রাজ্যের বদলে গ্রহণযোগ্য যেকোন প্রস্তাব সকল রাজ্যের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে । ফলে এই প্রকিয়ায় কোনো সমস্যা তৈরি হলে রাজ্যের জোট। সমাধানে সক্রিয় হয়ে উঠে যা সর্বরোগহর না হলেও সম্ভাবনাময় প্রতিশ্রুতি তো বটেই। দ্বিতীয়তঃ

'সহযোগী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো' বলতে আমরা মূলত বুঝে থাকি যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সহযোগিতা - বিষয়টি যদি আমরা রাজ্যের সাথে রাজ্যের সহযোগীতার স্তরে পৌছাতে পারি তাহলে তো আরো ভালো হয়, তাই নয় কি? উদাহরন স্বরুপ বলা যায় নদীর জল বন্টন সংক্রান্ত সমস্যা।

একাধিক রাজ্য কয়েক দশক যাবৎ নিজেদের মধ্যে এই নিয়ে সমস্যা মেটাতে ব্যর্থ হয়েছে সেক্ষেত্রে বারবার কেন্দ্রীয় সরকার কে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে যার অন্যতম কারন রাজ্য গুলি দেশের সাংবিধানিক ভাগীদার হলেও সদিচ্ছার অভাবে সংকীর্ণ স্বার্থের গন্ডী পেরোতে অপারগ হয়ে থেকেছে। পরিশেষে তাই প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আক্রান্ত বলে উচ্চকিত আর্তনাদে কী সকল সমস্যার সমাধান লুকিয়ে আছে নাকি সহযোগী গণতন্ত্রে সুষ্ঠু সহাবস্থানের স্বার্থে রাজনীতির প্রাপ্তবয়স্কতা দাবী মেনে আগামীর পথচলা শুরু করা উচিত?

ডাইনিপ্রথার উৎস

শুভজিৎ বসাক

ডাইনি, নামটা শুনলেই অজানা এক রহস্য-রোমাঞ্চ আমাদের জড়িয়ে ধরে। চোখে ভেসে আসে এক কুৎসিত বুড়ির মুখ এবং তাকে নিয়েই রং চড়ানো ভয়ানক আবহ মেলে ধরা হয়। অথচ একটা সময়ে যখন আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মুখে রা অবধি কাড়েনি সেইসময়ে এই ডাইনিরাই ছিলেন সমাজের আড়ালে থাকা প্রখ্যাত এক একজন চিকিৎসক! তাঁরা আর কেউ নন, আমাদের পূর্বজ দিদিমা সহ আরও অনেকে যাঁরা রন্ধনশিল্পে বিশেষভাবে দক্ষ ছিলেন। সম্প্রতি বাংলায় মিমি চক্রবর্তী অভিনীত ডাইনি নামে একটি ওয়েব সিরিজ মুক্তি পেয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে সামাজিক প্রেক্ষিতে ডাইনিপ্রথা বেশ প্রাসঙ্গিকভাবে চলমান সংস্কৃতিতে বহাল তবিয়তে জুড়ে রয়েছে।

সিনেমার বিষয়বস্তু হল- লতা আর পাতা দুই বোন। পাতার বাবা অম্বিকেশ উত্তরবঙ্গের এক এস্টেটের মালিক এবং লালি তার কর্মচারীর মেয়ে। ছোট লালি তার মাকে অল্পবয়সে হারানোর কারণে তাকে পাতাদের বাড়িতে একপ্রকার বাধ্য হয়ে নিয়ে আসা হয় এবং তার নাম বদলে রাখা হয় লতা। এরপরে অল্পদিনের মধ্যেই পাতার মায়ের অসুস্থতা ধরা পড়লে লতাকে অপয়া বলে দায়ী করতে থাকে অম্বিকেশ যা তার কানে এসে পৌঁছালে শিশুমন কষ্ট পায়। পাতাও বাবার এই ধারণায় বড় হতে থাকে। কিছুদিনের মধ্যেই তারা মাতৃহারা হয়ে বড় হতে থাকে এবং দুই বোনের মধ্যে সেভাবে কোনও সম্পর্কই গড়ে ওঠে না। পরবর্তীকালে পাতার (মিমি চক্রবর্তী) ইচ্ছে হয় যে সে তার প্রেমিককে বিয়ে করে বিদেশে গিয়ে থাকবে এবং তাতেই তার বাবার সাথে কথা কাটাকাটি হওয়ায় একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে আসে। এরপরে দীর্ঘ অনেকগুলো বছর পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ায় এবং আর্থিক প্রয়োজনে দেশে ফিরে এসে জানতে পারে যে তাদের বাবা মারা যাওয়ার আগে দুই বোনের একসাথে উপস্থিতিতে সম্পত্তি ভাগ হবে এই মর্মে উইল করে গিয়েছে। দীর্ঘকাল দুই বোনের মধ্যে সম্পর্ক না থাকার দরুন কোনোভাবে লতার খোঁজ পেয়ে ডুয়ার্সের কাছে খুনিয়াবাড়ি যাত্রা শুরু করে। সেখানে পৌঁছে সে তার বোনকে ডাইনি অবস্থায় গ্রামবাসীরা তাদের মোড়লের কথায় জীবন্ত জ্বালানোর মুহূর্তে দেখতে পায় এবং বুদ্ধিবলে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানেও চড়াও হয়ে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা। ডাইনিকে না মেরে তারা ক্ষান্ত হবে না এই জেদের বশে সেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কর্মরত সকলেই বিপাকে পড়ে। প্রাণ যায় চিকিৎসকের স্ত্রী ও একজন স্বাস্থ্যকর্মীর। মূল কারণ হল, বছর পনেরো আগে লতা তার প্রেমিককে বিয়ে করে এই গ্রামে আসে তখন থেকেই তার ওপরে নজর ছিল মোড়ল ও তার পার্ষদদের। বিয়ের অনেকবছর পরেও তাদের বাচ্ছা না হওয়ায় অন্ধবিশ্বাস মতে সেও

বাকি গ্রামবাসীর মত তার বরের কথায় আসে এই মোড়ল তথা জানগুরুর কাছে। সে নানারকম বুজরুকি করে সাধনার নামে ঘরের আড়ালে নিজের লালসা চরিতার্থই করে থাকে এবং তাতে লতা রাজি না হওয়ায় সুযোগ খুঁজতে থাকে তারা। লতার শ্বশুরবাড়িতে সবাই মেষপালনের কাজ করত এবং এর কিছুবছর পরে সেখান থেকে কোনওভাবে জাপানি এনসেফালাইটিস নামক এক জটিল রোগ ছড়িয়ে পড়লে তাদের পরিবারের সদস্যেরা চিকিৎসার অভাবে মারা যেতে থাকে আর এই সুযোগে সেই জানগুরু রটিয়ে দেয় যে লতা ডাইনি হওয়ার কারণে তাকে মারতে হবে তবেই সবাই রক্ষা পাবে। এমন অবস্থায় লতাকে তার কর্তা গৃহবন্দী করে রাখে এবং একটা সময়ে সে নিজে অসুস্থ হলে তাকে রেখে দিয়ে লতা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পালিয়ে এসে রোগের কারণ জানতে পারে আর সেই ঘটনা গ্রামবাসী দেখতে পেলে ডাইনি অপবাদে তার ওপরে চড়াও হয়। ইতিমধ্যে তার কর্তা মারা গেলে ডাইনি অপবাদ রটিয়ে লতাকে বাড়িছাড়া করে শারীরিক নির্যাতন করতে থাকে সুযোগসন্ধানী গ্রামের লোকেরা এবং সেই বাড়িতে নতুন করে মেষপালনের কাজ শুরু হয় জানগুরুর মদতে। এর কিছুদিন পরে আবার গ্রামবাসী মারা যেতে থাকলে লতাকে মেরে সত্যিটা চাপা দিতে যাওয়ার সময়েই পাতা এসে তাকে উদ্ধার করে। শেষে পুলিশি তৎপরতায় লতাকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয় পাতা এবং সেই চিকিৎসক হত্যা করে ভণ্ড মোড়লকে।

এবারে কথা হল ডাইনি আসলে কারা। কখনও বিশেষভাবে ভেবেও দেখিনি যে ডাইনিবুড়ি কথাটিই কেন ঘুরেফিরে আসে! এই ভাবনার উৎস মূলত পাশ্চাত্য ইউরোপে। ডাইনি শব্দের ইংলিশ হল- উইচক্রাফ্ট যার বাংলা বিশ্লেষণ 'জাদুকরি বিদ্যায় পারদর্শী যে'। আমরা যে খাবার গ্রহণ করি তাতে যে মশলা ব্যবহৃত হয় তার প্রত্যেকটির আলাদা নিজস্ব ভেষজ ঔষধি গুণ রয়েছে যা আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে সুরক্ষা দেয়। একপ্রকার সুস্থতা বজায় রাখার আশ্চর্য জাদুকরি ক্ষমতা ছিল তাঁদের মধ্যে এবং পরবর্তীকালে এই ক্ষমতাই অভিশাপ হয়ে নেমে আসে। যখন ষোড়শ শতকের সময় থেকে ক্রমশ উন্নত চিকিৎসা পরিসর হামাগুড়ি দিতে শুরু করে তার মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে বিভিন্ন ড্রাগস যা ঐসকল বিভিন্ন গাছ থেকেই সংগৃহীত করে উৎপাদিত হত। তারা দেখল যে মানুষ পুষ্টিকর খাদ্য পেলে তাদের গ্রহণযোগ্যতা প্রসারিত হবে না, উৎপাদনেও ভাঁটা পড়তে বাধ্য হবে। তারা লক্ষ্য করে যাঁরা বাড়ির বয়স্ক মহিলা তাঁরা পরিবারের জন্য সারাক্ষণ বড় বড় হাঁড়িতে করে কিছু না কিছু নতুন রান্না করতে ভালবাসতেন এবং এই রন্ধনপ্রণালী বিশেষ কাউকেই তাঁরা জানাতেন না। তৎকালীন ইউরোপে অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল চাষবাস ও পশুপালন। এইসময়ে ইউরোপ জুড়ে পশুবাহিত নানা মারণ রোগের সাথে প্লেগজাতীয় মারণ রোগের প্রসার ঘটলে রটিয়ে দেওয়া হল যে ঐ বুড়িগুলো সারাদিন জাদুকরি বিদ্যা প্রয়োগ করে মানুষকে মেরে নিজেরা শক্তিশালী হচ্ছে। এই রটনায় পাশে পেল স্থানীয় ধর্মীয় স্থানগুলিকে। যৌথ উদ্যোগে যেসকল এলাকায় বেশি প্রাণহানির ঘটনা সামনে এল সেখানকার সবচেয়ে প্রৌঢ়াকে বেঁধে পিটিয়ে আধমরা করে গ্রামের মাঝখানে জ্বালিয়ে দেওয়া শুরু হয়। এভাবে চলতে চলতে একটা সময়ে রন্ধনপ্রণালীর গুণগত মান স্বভাবতই নেমে আসে এবং রান্নায় পুষ্টিকর মাত্রা লুপ্তপ্রায় হয়। এই সুযোগে ড্রাগস প্রস্তুতকারীরা আস্তে আস্তে তাদের পসার বাধাহীন ভাবে জমাতে শুরু করে। এই ডাইনি বিষয়টা পরবর্তীকালে ইংরেজদের মত ব্যবসায়ীদের সাথে এইদেশেও প্রাদুর্ভাব ঘটায় সেখানেও মূল ভিত্তি ছিল রান্নায় মশলার ব্যবহার কমিয়ে ভারতীয়দের দুর্বল করে তাদের ক্রীতদাসে পরিণত করে তোলা। এবং ভারত থেকে এইসকল মশলা আমদানি করে নিজেদের দেশে তা পণ্যজাত করে ফুলেফেঁপে ওঠে। গ্রাম্য ভারতে ডাইনি মতবাদের সাথে জুড়ে যায় কামনা-লালসা চরিতার্থ করার প্রবণতাটিও। অতএব ডাইনিপ্রথা মানুষ তার ব্যবহারিক স্বার্থেই তৈরি করে যার সুযোগে কোনও মহিলাকে আক্রোশের বশে তাকে সবকিছু থেকে বেদখল করে সর্বস্ব গ্রাস করার একটি কুটিল ভাবনা যা আজও বিদ্যমান। সারা ভারতে প্রতিবছর গড়ে প্রায় ২০ হাজার মহিলাকে ডাইনিসন্দেহে হত্যা করা হয় যাদের গড় বয়স ৩৫-৮০ বছর হয়ে থাকে। আইন কঠোর করেও এই অপসংস্কৃতি থেকে নিষ্কৃতি মেলেনি কারণ গ্রাম্য অঞ্চলে এই বিষয়ে প্রচার সেভাবে হয় না যেখানে অতীত-বর্তমান দুইই কোনও সুস্থ মানসিকতাকে গভীর ভাবনায় ফেলতে বাধ্য করবে, সেদিক থেকে বিচার করলে মিমি চক্রবর্তী অভিনীত 'ডাইনি' বেশ উল্লেখযোগ্য একটি বিষয়কেই বর্তমান পরিসরে সমাজে সচেতনতার প্রচারে তুলে ধরতে সফল হয়েছে।।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভুয়ো ভোটার প্রসঙ্গে রাজ্যকে দিলীপের খোঁচা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: আধার ও ভোটার কার্ড যারা তৈরি করছে, তাদের মধ্যেও তৃণমূলের লোকেরা যুক্ত আছে বলে দাবি করলেন দিলীপ ঘোষ। শান্তিপুরে বস্তা বস্তা ভোটার কার্ড উদ্ধার প্রসঙ্গে রাজ্যের শাসক দলকে এভাবেই কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। রাজ্যের ভুয়ো ভোটার কার্ড নিয়ে বিতর্কের মাঝেই বৃহস্পতিবার নদিয়ার শান্তিপুর পুরসভার ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে বস্তা বস্তা ভোটার কার্ড উদ্ধার করা হয়েছে। ভোটার কার্ডগুলি ভুয়ো কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনায় ঘাসফুল ও গেরুয়া শিবির একে অপরের উপর দোষ চাপাচ্ছে। এই প্রসঙ্গেই শুক্রবার খড়্গপুরে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি

দিলীপ ঘোষ বলেন, এখানে যে এজেন্সি আধার, ভোটার ও রেশন কার্ড তৈরি করছে তার মধ্যেও তৃণমূলের লোকেরা যুক্ত রয়েছে। তৃণমূলের লোকেরা এদের প্রভাবিত করছে। যাদের পাওয়ার কথা নয় তারা পেয়ে যাচ্ছে। আর যাদের পাওয়ার কথা তারা পাচ্ছে না। রাস্তায় আধার কার্ডের বান্ডিল পড়ে থাকছে। এটা চিন্তার বিষয়। কেন্দ্র সরকারের এসব দেখা উচিত। কারণ আধার কার্ডের মাধ্যমেই লোকেরা দেশের নাগরিকত্বের অধিকার পাচ্ছে।

দিলীপ ঘোষ বলেন, যত রকমের দুর্নীতি-অনিয়মিত রয়েছে, সবই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। যারা এখানে ভুয়ো ভোটার বানিয়েছে তারাই বেশি চিৎকার করছে। এ রাজ্যে ৬২ লক্ষ রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে। তাহলে ভাবুন কত ভুয়ো লোক আছে? আমরা তো বলছি এ রাজ্যে ৪০-৫০ লক্ষ ভুয়ো ভোটার রয়েছে। ইলেকশন কমিশন চাপ দিচ্ছে, আমরাও বারবার চাপ দিচ্ছি। যতক্ষণ না এদের বাদ দেওয়া যাবে তৃণমূলকে হারানো মুশকিল আছে। তারা এভাবে ভুয়ো ভোটার করে জেতার চেষ্টা করছে।

সুবর্ণ গোস্বামীর বদলি প্রসঙ্গে অভয়ার বাবা বলেছেন 'সরকার আন্দোলনকে ভয় পাচ্ছে'। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, সরকার ভয় পায়। তাই ডাক্তার এবং নার্সদের এখন ডাকছে। যখন জাজমেন্ট হয়ে গেল তার আগে কেন ডাকা হল না? কেন তাদের জবানবন্দি নেওয়া হল না ? কেন জেরা করা হল না? আবার আরজি কর নিয়ে আন্দোলনের দানা বাঁধছে। ২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে হিন্দু-মুসলিম তরজা তুঙ্গে। শহর জুড়ে পাল্টা হোর্ডিং লাগিয়েছে তৃণমূল। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ জানান, উনার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। ২৬ এ আর হয়তো ক্ষমতায় এলেন না। জীবনে আর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ায় গেল না। যেমন একজন দিল্লিতে দাপিয়ে বেরাচ্ছেন ২৫-৩০ বছর হয়ে গেল। ৫৫ বছরের যুবক দাড়ি চুল পেকে গেল কিন্তু কোনও ক্ষমতার স্বাদ পাচ্ছেন না। এখানেও ২৬ এর পরে সেটা হবে।

গ্রামীণ উন্নয়নে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বাজেট ৫৩০ কোটি

সুমন তালুকদার

বারাসাত: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ ও মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রামীণ ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নে জোর দিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ। এই উন্নয়নে সবথেকে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে বসিরহাট ও বনগাঁ মহকুমা। রাস্তাঘাট, নিকাশি নালা, ফেরিঘাট, নতুন অনুষ্ঠান বাড়ি নির্মাণ, জনস্বাস্থ্য, পর্যটন সহ বিভিন্ন বিষয় জোর দেওয়া হয়েছে। আর এসব কাজের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে কয়েকশো কোটি টাকা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে উন্নয়ন চলছে। সেই নিরিখে পিছিয়ে নেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলা। গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নে ২০২৫-২০২৬ অর্থ বর্ষে টায়েড আনটায়েড মিলিয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের মোট বাজেট ৫৩০ কোটি টাকা। জেলা পরিষদের এই বিপুল পরিমাণ বাজেট অন্যান্য অনেক জেলাকে ছাড়িয়ে গেছে। বেআইনি অধিকৃত জেলা পরিষদের সম্পত্তি উদ্ধারের ফলে নিজস্ব আয় বেড়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী জানিয়েছেন, এবার তাদের বাজেট ৫৩০ কোটি টাকা। তাঁর দাবি এই পরিমাণ বাজেট রাজ্যে আর কোনও জেলা পরিষদের নেই। এই বিপুল পরিমাণ বাজেটে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো গ্রামীণ ক্ষেত্রের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকার ৫টি ব্লক ও বনগাঁ মহকুমার উপর বেশি জোর দেওয়া হবে। জেলা পরিষদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষে নির্দেশ এলাকা চিহ্নিত করে কমিউনিটি হল, ম্যারেজ হল, অনুষ্ঠান গৃহ তৈরি করা হবে। জনস্বাস্থ্যের উপরে বিশেষ নজর দেওয়া হবে। এসটি, এসসি, ওবিসি অধ্যুষিত এলাকার হাইস্কুল গুলিতে ছাত্রীদের জন্য ভেন্ডিং মেশিন বসানো হবে। এছাড়াও রাস্তাঘাট, ড্রেন, ব্রিজ, ফেরিঘাট তৈরি করে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ বাড়িয়ে স্থানীয় অর্থনীতি চাঙ্গা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেলার পর্যটন ক্ষেত্রগুলির উন্নয়ন ও পরিষেবা বৃদ্ধির দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তবে জেলা পরিষদের বিশেষ সাফল্য এসেছে জেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পত্তি উদ্ধারের ক্ষেত্রে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পত্তি বাম জামানা থেকে অবৈধভাবে দখল হয়ে গিয়েছিল। জেলা পরিষদের নতুন বোর্ড সেই সম্পত্তি উদ্ধারের কাজ শুরু করেছে। এখনও পর্যন্ত ৬০-৭০ শতাংশ সম্পত্তি উদ্ধার করা গেছে। বাকিটা উদ্ধারের কাজ চলছে। আর এই সম্পত্তি উদ্ধারের ফলে জেলা পরিষদের নিজস্ব আয় বেড়েছে ৬-৭ কোটি টাকা। আগামী দিনে আয় আরও বাড়বে, ফলে আগামীতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বাজেট আরও বৃদ্ধি পাবে বলে দাবি নারায়ণের।

বজ্রপাত সহ পৃথক ঘটনায় ৬ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার পাড়া, মানবাজার ও বরাবাজার থানা এলাকায় পৃথক পৃথক ঘটনায় শুক্রবার বিকেলে মোট ৩ জনের বজ্রপাতে মৃত্যু হল। মৃতরা হল পাড়া থানার উদয়পুর জয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভালাগোড়া গ্রামের বাসিন্দা আরসাদ আনসারি(৩২), মানবাজার থানার কেঁন্দা ব্যেড়া গ্রামের অষ্টম নায়য়ণ দেব (৬৬) ও বরাবাজার থানা এলাকার তেঁতুলডি গ্রামের আনন্দ মাঝি (৪০)। ঘটনাটি ঘটে বাজড়া গ্রামে গৃহ নির্মাণের কাজ করার সময় বজ্রপাতের ঘটনাটি ঘটে। এদিন বিকেলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিপাত শুরু হয় জেলাজুড়ে। তখনই বজ্রপাতের ঘটনা ঘটলে ৩ জনের মৃত্যু হয়।

অন্যদিকে রঘুনাথপুর থানা এলাকায় এদিন দুজনের ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যু হয় ও এক মহিলার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। রঘুনাথপুর থানার বাবুগ্রাম গ্রামে ফাঁস লাগানো এক কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায় শুক্রবার সকালে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই কিশোরের নাম মৃণাল রায় (১৬)। শুক্রবার সকালে পরিবারের আত্মীয়রা তাকে একটি পুকুর পাড়ে গাছে গামছার ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তারেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

অন্যদিকে এই রঘুনাথপুর থানার চাঁঙুড়ি গ্রামে গলায় ফাঁস লাগানো এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই যুবকের নাম ছোটন মাল (২২)। বৃহস্পতিবার রাতে পরিবারের আত্মীয়রা তাকে বাড়ির সামনে থেকে ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখে রঘুনাথপুর থানার পুলিশকে খবর জানিয়ে তাকে উদ্ধার করে রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে ওই হাসপাতালের ডাক্তাররা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এছাড়া কলকাতার বাসিন্দা এক মহিলার পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। মৃত ওই মহিলার নাম লক্ষ্মী ঘোষ (৪২)। বাড়ি কলকাতার গান্ধি কলোনিতে। পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার রাতে পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়কের মহুলা মোড়ের অদূরে রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত একটি হোটেলের সামনে। শুক্রবার তিনটি দেহকে ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় রঘুনাথপুর থানার পুলিশ।

আরামবাগ থানাতেও চালু হল ই-জিডি, সচেতনতামূলক কর্মসূচি পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: জেনারেল ডায়েরির নম্বর পাওয়ার জন্য সশরীরে আর থানায় আসার কোনও প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই জিডিই করে নিজের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ করতে পারবেন আরামবাগ থানায়। এই নিয়ে বৃহস্পতিবার আরামবাগ থানার উদ্যোগে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচি হয়। পাশাপাশি সাইবার সচেতনতার বিষয় নিয়ে আরামবাগ থানার উদ্যোগে আরামবাগ থানা থেকে বসন্তপুর পার্কিং পর্যন্ত একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। এই সাইবার সচেতনতার অনুষ্ঠানটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল কিভাবে থানাতে না গিয়ে, ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে জিডিই করা যায়। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছে আরামবাগের নাগরিক সমাজ। জানা গেছে, থানায় নয়, বাড়িতে বসেই করা যাবে জেনারেল ডায়েরি। বাড়িতে বসেই অভিযোগ জানাতে পারবেন সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ই-জিডি পরিষেবা চালু হল আরামবাগ থানা এলাকায়। অনলাইনে অভিযোগ জানানোর পর সেখানেই জিডি-র এন্ট্রি নম্বর জানতে পারবেন অভিযোগকারী। মেডিক্লেম থেকে মিউটেশন, একাধিক অভিযোগে জিডি এবার অনলাইনেই করা যাবে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আধার কার্ড থেকে

ভোটার কার্ড, এটিএম কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে মোবাইল, ল্যাপটপ হারিয়ে গেলে প্রায়শই থানার দ্বারস্থ হতে হয় বহু মানুষকে। থানায় গিয়ে করতে হয় জিডি। এবার তা থেকেই মিলবে মুক্তি। বাড়ি বসেই হয়ে যাবে কাজ। কোন কোন ক্ষেত্রে জানানো যাবে অভিযোগ? আধারকার্ড, এটিএম কার্ড, ব্যাংকের পাস বই, জন্ম-সার্টিফিকেট, বাসের পাস, মৃত্যু-সার্টিফিকেট, ডঙ্গল, ড্রাইভিং লাইসেন্স, শিক্ষাগত-শংসাপত্র, বিদ্যুৎ বিল, ব্যাংক লকারের চাবি, কেডিপি/এনএসসি, ল্যাপটপ, এলআইসি পলিসি, মেডিক্লেইম, মোবাইল ফোন, মিউটেশন সার্টিফিকেট, গাড়ির নম্বরপ্লেট, অফিস আইডি কার্ড, প্যান কার্ড, জমির পরচা, পাসপোর্ট, রেলের পাস, ভোটার আইডি কার্ড সংক্রান্ত ইস্যুতে জেনারেল ডায়েরি করা যাবে অনলাইনে। ই-জিডি করার জন্য করার জন্য একটি ওয়েব সাইটের কথা বলছে পুলিশ। http-//egd.hooghlyruralpd.in/ যেতে হবে এই সাইটে। এছাড়াও hooghlyrurslpolice.wb.gov.in এই ওয়েবসাইটে গিয়ে একবারই রেজিস্ট্রেশন করার পর জেনারেল ডায়েরি করতে পারা যাবে বলে জানা গেছে। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তী বলেন, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে এই পরিষেবা চালু করা হল। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের এসপি কামোনাশিস সেনের নির্দেশে আরামবাগ থানায় ই-জিডি চালু হল।

আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করার জন্য ফুরফুরায় এসেছিলেন মমতা : নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নওশাদ বলেন, 'আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার শেষ করার জন্য ফুরফুরায় এসেছিলেন মমতা।' তবে এবার ফুরফুরা শরিফে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে পীরজাদাদের সঙ্গে কথা বলেছেন, তাতে সফল হয়েছেন বলেই দাবি নওশাদের।

ফুরফুরা শরিফে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপধ্যায় গেলেও তাঁর ডাকে সাড়া দেননি ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। এই নিয়ে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। কয়েকদিন আগে একান্তে বৈঠক করলেও ফুরফুরায় ইফতারে কেন গেলেন না নওশাদ? মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন, তাতে তিনি সফল হয়েছেন।

বিধায়ক জানান, তিনি তিনবার ফুরফুরা শরিফে যেতে দেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তবে এবার মমতা সফল হয়েছেন বলেই মনে করেন নওশাদ। তিনি বলেন, 'বেশির ভাগ পীরজাদাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, উনি এটাই চেয়েছিলেন। আগে স্টেজে হাত নাড়িয়ে চলে গিয়েছিলেন। এবার পীরসাহেবদের মাঝে এসেছেন।' তবে নওশাদ জানান, তাঁকে ওই ইফতারে যেতে নিষেধ করেছিলেন তাঁর দাদা তথা আইএসএফ দলের প্রতিষ্ঠাতা আব্বাস সিদ্দিকি। নওশাদ বলেন, 'আব্বাস সিদ্দিকি দলের প্রতিষ্ঠাতা ও আমার বড় ভাইজান। বাবার পরে উনিই আমার অভিভাবক। তাই ওঁর নিষেধ এড়াতে পারিনি।'

তবে নওশাদের এই বক্তব্যে প্রশ্ন উঠেছে অনেক। প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি যেসব পীরজাদারা নওশাদের হয়ে গলা ফাটাতেন, তাঁরা কি এখন তৃণমূলে? ফুরফুরায় কি সত্যিই রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী?

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন

কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
ফাল্গুন বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস ১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৪র্থ তল, আর নং ৩০৪এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০৬৯ সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''রাজস্থান রাজ্যে'' কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।
যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দ (১৪) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, নিজাম প্যালেস, II এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ৪র্থ তল, আর নং ৩০৪এ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত - ৭০০০৬৯
দরখাস্তকারীর পক্ষে
ফাল্গুন বার্টার প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
তারিখ : ২১.০৩.২০২৫ জীতেন্দ্র আগরওয়াল
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর (ডিন-০০৫০০৬৪৭)

একই পরিবারের দুই সন্তানের জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: খেলতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল একই পরিবারের দুই নাবালকের। শোকের ছায়া গোটা এলাকায়। দত্তপুকুর নিবাধুই গঙ্গাপুর বৈশালী এলাকায় খেলতে গিয়ে পুকুরের মধ্যে পড়ে গিয়ে একি পরিবারের দুই নাবালকের মৃত্যুতে শোকের ছায়া এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মেয়ে তিথি ঋষি দাস বয়স ৮ এবং ছেলে সূর্য ঋষি দাস বয়স সাড়ে ৬। ঘরে টিভি দেখছিল, বাড়িতে থাকা সদস্যরা ঘুমিয়ে পরলে দরজা খুলে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে দুই ভাইবোন খেলতে গিয়ে পাশেই পুকুরে একজন পরে যায় তখন তাকে বাঁচাতে গিয়ে আরেকজন জলে ডুবে যায়। এরপর বাড়ির লোক খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও পরে দত্তপুকুর থানায় দ্বারস্থ হয় পরিবার। পুকুরে দু'জনের মৃতদেহ ভেসে ওঠে। দু'জনকেই চিকিৎসার জন্য বারাসাত হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন।

পানীয় জলের দাবিতে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পানীয় জলের দাবিতে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন শতাধিক গ্রামবাসীরা। শুক্রবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর হাসপাতালগামী এলাকার রাজ্য সড়কে পথ অবরোধ এবং গ্রামবাসীদের এই বিক্ষোভের জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। কিন্তু পুলিশের সামনেই বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে বিক্ষোভ দেখিয়ে সোচ্চার হন শতাধিক গ্রামবাসীরা। পবে ঘটনাস্থলে যান পিএইচই'র কর্মকর্তারা। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের আশ্বাসে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর অবরোধ তুলে নেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, গরম পড়তে শুরু করেছে এরই মধ্যে পানীয় জল অভাব দেখা দিবে। এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের সমস্যার কারণেই এলাকার সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে। অতিরিক্ত গরম পরার আগেই দ্রুত পিএইচই'র পানীয় জল পরিষেবা চালু করে দেওয়ার দাবি জানিয়ে এই বিক্ষোভ দেখানো হয়। এদিন বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীর বক্তব্য, দীর্ঘদিন আগে এলাকায় পাইপলাইন বসানোর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয় জল পাওয়া যাবে বলে ইতিমধ্যে অনেকেই জলের ট্যাংকি ও পাম্প মেশিনও বসিয়েছে। কিন্তু দীর্ঘ কয়েক বছর কেটে গেলেও এখনো পর্যন্ত পিএইচই'র পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে এলাকায় নলকূপ অথবা নদী, পুকুরের জল ব্যবহার করতে হচ্ছে। কেউ কেউ আবার বেশি টাকা খরচ করে বাড়িতে সাবমার্শিবল পাম্প বসিয়েছেন। বিভিন্ন সময় নির্বাচনের আগে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের কথা বলা হলেও এখনো পর্যন্ত তা কার্যকরী হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চনা শিকার হয়ে অবশেষে এদিন শতাধিক গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। চাঁচল মহকুমার পিএইচই'র অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সুমিত ঘোষ জানিয়েছেন, ছোট পাইপ লাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কিছু সমস্যার কারণে জল সরবরাহ শুরু হয় নি। আশা করা যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান মিটিয়ে ফেলা হবে।

বন্ধুর সঙ্গে বাজি, ৫০ কেজি আলুর বস্তা নিয়ে ৮ কিমি হেঁটে পুরস্কার জিতলেন আব্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হরিহরপাড়া: বন্ধুর সঙ্গে বাজি জিতে বাজিমাত করলেন হরিহরপাড়ার তাজপুরের বাসিন্দা আব্বাস আলি। বছর আঠাশের যুবক চায়ের দোকানে বন্ধুর সঙ্গে বাজি রেখে ৫০ কেজির আলুর বস্তা নিয়ে আট কিমি হেঁটে জিতে নিলেন চার হাজার টাকা। আব্বাসের

অসীম সাহস আর শারীরিক সক্ষমতায় খুশি বহু মানুষ নগদ আর্থিক পুরস্কার তুলে দিলেন। আব্বাসের দাবি, মনে সাহস ছিল তাও ঝুঁকি নিয়েছিলাম। আমি জানতাম আমি পারব। বৃহস্পতিবার রাতে আব্বাসের পিছনে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হাঁটলেন এলাকার শতাধিক যুবক। অভিনব এই বাজি দেখতে হরিহরপাড়া বহরমপুর রাজ্য সড়কে মানুষের ঢল নামে। এখন রমজান মাস চলছে। সন্ধ্যার ইফতারের পর চায়ের দোকানে রোজদারদের আড্ডা জমে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই আব্বাসের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন তারই এক বন্ধু নজরুল শেখ। ৫০ কিমি ওজনের বস্তা মাথায় নিয়ে তাজপুর থেকে নিশ্চিন্তপুর পৌঁছতে পারলেই নগদ চার হাজার টাকা দেবেন নজরুল। রাজ্য সড়ক ধরে তাজপুর থেকে নিশ্চিন্তপুরের দূরত্ব ৮ কিমি। দূরত্ব খুব কম নয়। তার উপর মাথায় ৫০ কেজির বস্তা। আগু পিছু না ভেবে নিজের শারীরিক সক্ষমতার উপর সঙ্গে সঙ্গে সেই বাজি গ্রহণ করে আব্বাস। রাত ৮টা নাগাদ মাথায় বস্তা চাপিয়ে যাত্রা শুরু করেন আব্বাস। পিছনে শতাধিক যুবকের উল্লাস। মোবাইল টর্চে আলো দেখায় বন্ধুরা। কোথাও না থেমে নিশ্চিন্তপুর পৌঁছতে আব্বাসের সময় লাগে ৩ ঘণ্টা ২৮ মিনিট। এমন অদ্ভুত বাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ওই অদ্ভুত বাজিতে নগদ চার হাজার টাকা জিতে নিয়েছেন আব্বাস আলি।

নজরুল শেখ বলেন, চায়ের দোকানে বসেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলাম। ভাবিনি আব্বাস সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করবে। কথামতো আমি তাকে চার হাজার টাকা দিয়ে দিয়েছি।

বিষ্ণুপুর পুরসভায় প্রথম তৈরি ডাম্পিং গ্রাউন্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্য সরকারের প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয় করে দেড়শ বছরের পুরনো পুরসভায় এই প্রথম তৈরি করা হচ্ছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড, আবর্জনার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে চলেছে মন্দির নগরী শহর বিষ্ণুপুর, আবর্জনা থেকে তৈরি হবে জৈব সার, বাড়বে কর্মসংস্থান মনে করছে পুরসভা।

সালটা ১৮৭৩ ব্রিটিশ পিরিয়ড তখন তৈরি করা হয় মল্ল রাজাদের একসময়ের রাজধানী মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে একটি পুরসভা। কিছুদিন আগে ঘটা করে এই পুরসভার দেড়শ বছর পূর্তি উদযাপন করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেড়শ বছরের পুরনো পুরসভা হলেও এই পুরসভায় ছিল না কোনও স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড। শহরের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকত আবর্জনা। ছড়াত দুর্গন্ধ, রোগ জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা করত এলাকার মানুষজন।

একদিকে প্রাচীন শহর অন্যদিকে হেরিটেজ শহর স্বাভাবিক ভাবেই সারা বছরই পর্যটকের আনাগোনা লেগেই থাকে এই শহরে। আবর্জনার ফলে সমস্যায় পড়তো যেমন একদিকে শহরের মানুষ অন্যদিকে পর্যটকেরা। তাই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বিষ্ণুপুর পুরসভা এলাকায় একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ডের। তবে এলাকার মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে বর্তমান সরকার পুর ও নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যয় করে ৫ একর জায়গা নিয়ে একটি বিশাল আকার ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ শুরু করেছে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে প্রাচীরের কাজ শেষ হয়ে প্রসেসিং ইউনিট বসতে শুরু করেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে কাজ। দুর্গাপুজোর আগেই এই ডাম্পিং রাউন্ড উদ্বোধন করার কথা ভাবছে পুরসভা। তাই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ কতটা বাস্তবায়ন হল তা সরজমিনে তদন্ত করে দেখলেন বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামী।

বিষ্ণুপুর পুরসভার চেয়ারম্যান গৌতম গোস্বামীর দাবি, এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডটি সম্পূর্ণ হলে এলাকার বেশ কিছু মানুষ কর্মসংস্থান পাবে। এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডের শহরের ১৯টি ওয়ার্ডের আবর্জনা এসে জমা হবে সেই আবর্জনা থেকে তৈরি করা হবে জৈব সার। যে স্যার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এবং স্থানীয় কিছু গরিব মানুষ নিয়ে ব্যবসা করতে পারবে কৃষকদের কাছে।

BEHARIA SAMABAY KRISHI UNNION SAMITY LIMITED
Reg.No.-174, Date 29-05-1965
Vill+P.O.-Beharia P.S.-Hariharpara Dist.-Murshidabad, W.B.

এতদ্বারা BEHARIA_SKUS LTD এর সকল সদস্য ও সদস্যাগণকে অবগত করা যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলি ২১ এর (২) উপনিয়ম অনুযায়ী আগামী ০৫/০৫/২০২৫ সোমবার সকাল ১২ ঘটিকায় বিহারিয়া সমবায় সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনের নিমিত্তে একটি বিশেষ সাধারনসভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় ARO কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচনী নির্ঘণ্ট অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হইবে। অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্য/সদস্যাগণকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে উল্লেখ্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সহিত চূড়ান্ত নির্বাচন তালিকা সংযোজিত হইতেছে যাহা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শিত হইবে।
মোট পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যাঃ
১। অসংরক্ষিত আসন সংখ্যা ঃ ০৬
২। সংরক্ষিত আসন সংখ্যা (মহিলা) ঃ ০২
৩। রক্ষিত আসন সংখ্যা (তফশিলি জাতি/উপজাতি) ঃ ০১
মোট- ৯ জন
১। মনোনয়ন পত্র দাখিলের দিনের পূর্বে নির্বাচন পদপ্রার্থী সদস্য পদ ১ বছর হতে হবে।
২। সমিতিতে কোনো প্রকার ঋণখেলাপী থাকা চলবে না।
৩। পরিচালত গণ সমবায় সমিতির সকল সদস্য দ্বারা নির্বাচিত হবেন।

নির্ঘণ্ট সূচী

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৮/০৩/২০২৫	দুপুর ১২ ঘটিকা	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
২.	খসড়া নির্বাচক তালিকায় আপত্তি গ্রহণ	১৮/০৩/২০২৫ - ২৬/০৩/২০২৫	দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	সমিতির ম্যানেজার
৩.	গ্রহীত আপত্তিকর নিষ্পত্তিকর	২৭/০৩/২০২৫	দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৪.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৭/০৩/২০২৫	বৈকাল ৩ ঘটিকা	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৫.	প্রার্থীর লিখিত আবেদনক্রমে মনোনয়নপত্র বিতরণ	০৩/০৪/২০২৫ - ০৪/০৪/২০২৫	দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	সমিতির ম্যানেজার/এ.আর.ও
৬.	প্রার্থী কর্তৃক মনোনয়ন পত্র দাখিল	০৩/০৪/২০২৫ - ০৪/০৪/২০২৫	দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	সমিতির ম্যানেজার/এ.আর.ও
৭.	আধিকারিক কর্তৃক মনোনয়নপত্র পরীক্ষা ও তার অব্যহিত পরে বৈধমনোনয়নপত্র তালিকা প্রকাশ	০৯/০৪/২০২৫	দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৮.	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	১১/০৪/২০২৫	দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৯.	চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	২১/০৪/২০২৫	বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
১০.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	২১/০৪/২০২৫	বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
১১.	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	০৫/০৫/২০২৫	দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে বৈকাল ৩ ঘটিকা পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
১২.	ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গননা ও ফল প্রকাশ	০৫/০৫/২০২৫		সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও

বিদ্রঃ- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র সমিতির পাশ বহি অথবা বিকল্প স্বচিত্র পরিচয় পত্র ভোট দান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
BEHARIA SAMABAY KRISHI UNNION SAMITY LIMITED

SBI
এসবিআই, নরেন্দ্রপুর শাখা (১২৩৪১)
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কমপ্লেক্স, এন.এস.সি বোস রোড, পোঃঅঃ- নরেন্দ্রপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩ ই-মেল: sbi.12341@sbi.co.in
গাড়ি নিলাম

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি / যানবাহনগুলি **২৯.০৩.২০২৫ (শনিবার)** তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই, নরেন্দ্রপুর শাখা, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম কমপ্লেক্স, এন.এস.সি বোস রোড, পোঃঅঃ- নরেন্দ্রপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩ -তে, যোগাযোগ নং- ৯৬৭৪৭১২৪৭৬।**

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাঃ)
১.	**মডেল এবং তৈরি: মারুতি সুজুকি ইন্ডিয়া, ALTO K10 VXI +,** রেজিঃ নং.: **WB 06Z1186,** রেজিঃ তারিখ: **২১.০৬.২০২৩,** ইঞ্জিন নং **K10CN1101463,** চেসিস নং: **MA3SFM61SPA145434, মালিকের নাম: মহামায়া নন্দ**	২৬.০৩.২০২৫ (বুধবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে	২০২৩	১০০০.০০ টাকা	২,৬৩,০০০.০০ টাকা

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **''এসবিআই, নরেন্দ্রপুর শাখা'' -র অনুকূলে ২৮.০৩.২০২৫** তারিখে বিকেল ৩:০০টা পূর্বে নিলামস্থলে। নগদ গৃহীত হবে না। তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ ''বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম'' জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র'' প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ ''বিড''-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর।** কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা, আরটিও-র মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি **ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
ঙ) কোনও কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **''এসবিআই, নরেন্দ্রপুর শাখা''** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।
তারিখ : ২২.০৩.২০২৫
স্থান : নরেন্দ্রপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI
এসবিআই, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী শাখা (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া - ৭৪১২৩৫ ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in
গাড়ীর নিলাম

ব্যাঙ্ক এর কাছে দায়বদ্ধ পুরানো বাজেয়াপ্ত করা গাড়ি/যানগুলি অবাধ নিলামে বিক্রি করা হবে **২৯.০৩.২০২৫ (শনিবার)।** অবাধ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত এসবিআই, হোম লোন সেন্টার, কল্যাণী শাখা, বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া - ৭৪১২৩৫, যোগাযোগ নং -৬২৯৬৯৩০২৬৪।**

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	**মেক এবং মডেল : রেনাল্ট ইন্ডিয়া প্রা. লি., রেনাল্ট ট্রাইবার আরএক্সটি এমটি, বিএস VI পেট্রোল ভারসান** রেজি. নং : **WB 24BJ 0285,,** রেজি. তারিখ : ০৭.০৬.২০২৩, ইঞ্জিন নং : **B4DF424E027434,** চেসিস নং **MEERBC006P5181377, মালিকের নাম : শ্রী সঞ্জিত সরকার**	২৬.০৩.২০২৫ (বুধবার) বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ পর্যন্ত।	২০২৩	১০০০.০০ টাকা	৫,৩৪,০০০.০০ টাকা

গাড়িগুলি **''যেখানে যেমন আছে'' এবং ''যা আছে যেমন আছে ভিত্তিতে''** নিলাম করা হবে।
আগ্রহী ক্রেতারা নির্ধারিত ফর্মে তাদের টেন্ডার জমা দেবেন এবং সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০ শতাংশ সমপরিমাণ জামানত অর্থ **''এসবিআই এইচএলসি কল্যাণী শাখা''র অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ** বিকাল ৩টার মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে জমা দিতে হবে। কোনও নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। তাদের যথাযথ মূল পরিচয়পত্র এবং পর্যাপ্ত পরিচয়পত্রের ফটোকপি ''বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম''-এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
ক) সফল দরদাতাদের সম্পূর্ণ ''বিড'' পরিমাণ পরিশোধের পর ব্যাংক থেকে ''বিক্রয় শংসাপত্র'' ইস্যু করার সময় দুটি রঙিন পাসপোর্টের ছবি আনতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দরপত্র বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
গ) বিড সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক কেবলমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে তা সফল দরদাতাকে জানানো হবে।
ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৭ দিনের মধ্যে** নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ **ডিমান্ড ড্রাফ্ট**-এর মাধ্যমে বায়না জমা ব্যতীত ব্যাংকে জমা দিতে হবে। যেকোনো সড়ক কর, বীমা ইত্যাদির মতো আইনগত বকেয়া **ক্রেতা বহন করবে।**
ঙ) ব্যাংক যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা কোনও কারণ না দেখিয়ে নিলাম স্থগিত/মুলতুবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন দরদাতাদের দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে **''এসবিআই এইচএলসি কল্যাণী শাখা''** বা কর্মকর্তা দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য কোনওভাবেই দায়ী নন।
তারিখ : ২২.০৩.২০২৫
স্থান- কল্যাণী, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই হোম লোন সেন্টার কল্যাণী

পঞ্চায়েত সমিতি ভবনের সংস্কার, শেড নির্মাণে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: এবার পঞ্চায়েত সমিতি ভবনের সংস্কার ও শেড নির্মাণকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে! বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সমিতির সভাপতি নিবেদিতা দুলে ঘোষের বিরুদ্ধেই জেলাশাসকের দ্বারস্থ হলেন তৃণমূলের জেলা কমিটির সদস্য মধুসূদন ডাঙর সহ কয়েকজন।

তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য মধুসূদন ডাঙ্গর সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজী হননি। তবে জেলাশাসককে দেওয়া অভিযোগপত্রে তিনি দাবি করেছেন 'মাত্র এক বছর আগে প্রায় আট লক্ষ টাকা ব্যায় করে পঞ্চায়েত সমিতির ভবন সংস্কার করা হয়েছিল। আর ওই কাজের ঠিকাদার ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী। ওই কাজ এতোটাই নিম্নমানের হয় যে বর্ষার জল ছাদে জমা হতে থাকে। এমনকি ওই জল অফিস রুমে পড়তে থাকে। এই অবস্থায় তড়িঘড়ি জগদল্লা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরনো বাড়ি ভেঙে প্রস্তাবিত 'ম্যারেজ হলে'র কাজ

'বাতিল' করে ফের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা দুলে ঘোষের স্বামী সুশান্ত ঘোষের কুকীর্তি ঢাকতে ওই কাজ নতুন করে করানো হয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

'বিদ্রোহী' তৃণমূল নেতা মধুসূদন ডাঙরের বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়েছে বিজেপিও। দলের বাঁকুড়া জেলা কমিটির সদস্য বিকাশ ঘোষ বলেন, 'তৃণমূল মানেই চোর, চোর মানেই তৃণমূল'। আগে ৮ লক্ষ টাকা খরচ করে সংস্কার হল, পরে ওই কাজের কুকীর্তি ঢাকতে ১৮ লক্ষ টাকা খরচ করে শেড হল। জনগণের ট্যাক্সের টাকা নয়ছয় করে তৃণমূল নেতারা কমিশনের মাধ্যমে নিজেদের আখের গোছাচ্ছে বলে তিনি দাবি করেন।

বাঁকুড়া-১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি অংশুমান ব্যানার্জির দাবি, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী বর্তমানে বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির কোন কাজ করেননি। তবে দলের নেতার অভিযোগের বিষয়টি দলের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। দলকে তিনি জানাবেন ও দল এবিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বলে তিনি জানান।

বাঁকুড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিবেদিতা দুলে ঘোষকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ভিত্তিহীন অভিযোগ, ই-টেন্ডারের মাধ্যমে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ হয়। আমি সভাপতির আসনে বসার পর থেকে এখানে আমার স্বামী কাজ করেন না। এমনকি যিনি অভিযোগ করেছেন তিনি এই ধরনের কাজ বিষয়ে 'অজ্ঞ' বলেও সভাপতি নিবেদিতা দুলে ঘোষ দাবি করেন।

হিন্দু-হিন্দু ভাই-ভাই, ২০২৬-এ বিজেপিকে চাই, স্লোগানে মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের জোর প্রস্তুতি পদ্ম শিবিরে। ধর্মীয় ইস্যুকে সামনে রেখেই নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। যাকে ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে চলছিল পোস্টার যুদ্ধ। এবার সেই ইস্যুকে সামনে রেখে রীতিমতো পথে নামল গেরুয়া শিবির। হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই স্লোগান তুলে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে মিছিল করল বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রি শেখর দানা।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই বিধানসভা নির্বাচনকে একদিকে যেমন পাখির চোখ করছে রাজ্যের শাসক দল তেমনই এই নির্বাচনে পূর্ণ উদ্যমে নামতে চাইছে রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপিও। বিজেপির লক্ষ্য হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করে নিজেদের ভোটবাক্স ভরানো। সেই লক্ষ্যে আগেই হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই স্লোগান তুলে এই শ্লোগানের উপর ভর করে হিন্দুদের একত্রিত করতে মরিয়া চেষ্টা গেরুয়া বাহিনী। শুক্রবার সকালে বাঁকুড়ার ধলডাঙ্গা মোড়ে বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নিলাদ্রী শেখর দানার নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা রাস্তায় নামে।

বিধায়কের দাবি, ২০২৬ এর নির্বাচনের প্রস্তুতি তাঁরা শুরু করে দিয়েছেন। সেই নির্বাচনে সমস্ত হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করার লক্ষ্যেই তাঁরা হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই স্লোগান নিয়ে ময়দানে নেমেছেন। শুধু রাস্তায় বা দেওয়ালে নয় এই স্লোগানকে সামনে রেখে আগামীদিনে বাড়ি বাড়ি প্রচারও চালানো হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক। বিজেপির এই কর্মসূচীকে পালটা কটাক্ষ করেছে তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই মানুষ তৃণমূলকে চাই।

বাংলা আবাস যোজনার টাকা পেয়ে বেপাত্তা উপভোক্তা

জমিতে নোটিস টাঙানোর পর মিলল হদিস

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: বাংলা আবাস যোজনার টাকা পেয়ে বেপাত্তা উপভোক্তা, জমিতে নোটিস টাঙাল পঞ্চায়েত। যদিও পরবর্তীতে সন্ধান মেলে উপভোক্তার। বাংলার আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পরেও শুরু হয়নি বাড়ি তৈরির কাজ। দু'মাস ধরে খোঁজ করেও উপভোক্তার সন্ধান পাচ্ছে না পঞ্চায়েত। যাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে উত্তর ২৪ পরগনার চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকুরিয়া এলাকায়। পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৮ সালে চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢাকুরিয়া এলাকায় একটি জমি দেখিয়ে বাংলার আবাস যোজনার ঘরের জন্য আবেদন করেছিলেন সুকুমার মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্ভে হওয়ার পর আর পাঁচ জন উপভোক্তার মতো বাড়ি তৈরির জন্য প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা সুকুমারের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। নিয়ম অনুযায়ী প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার পর ঘর তৈরির কাজ শুরু করতে হয়। সম্প্রতি সুকুমারের দেখানো জমিতে গিয়ে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে দেখতে পায় জমি আগের মতো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। টাকা পেয়েও কেন ঘর তৈরি করা হয়নি তার কারণ জানতে গিয়ে উপভোক্তা সুকুমারের কোনও খোঁজ পাচ্ছে না পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েত প্রধান দীপক কুমার দাস বলেন, দুমাস ধরে তারা সুকুমারকে খুঁজছেন। কিন্তু তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নির্দেশমতো সুকুমারের দেখানো জমিতে পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নোটিস টানানো হয়। ১৫ দিনের মধ্যে তাকে পঞ্চায়েতে দেখা করতে বলা হয়েছে। এর মধ্যে তিনি দেখা না করলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয়দের দাবি, দু'বছর ধরে ওই জায়গায় থাকেন না সুকুমার। ছয় মাস আগে একবার জমিতে তাকে দেখতে পেয়েছিলেন স্থানীয়রা। স্থানীয় মেম্বার বিকাশ রায় বলেন, নিয়ম অনুযায়ী আমরা সার্ভে করতে এসে তার কোনও রকম সন্ধান পাচ্ছি না তাই বিষয়টি পঞ্চায়েতকে জানানো হয়েছে। মন্টু বিশ্বাস নামে পাশের বুথের মেম্বার বললেন, আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে দেখাশোনা করতেন শুনেছি সেখানে গিয়ে তাকে একবার বলেছিলাম তখন আমাকে বলল বাড়ি করার জন্য টাকা তুললে কাউকে কুড়ি হাজার টাকা দিতে হবে। কে সেই ব্যক্তি নামটা তিনি বলেন না। এখন তিনি পালিয়ে বেরাচ্ছেন। আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক এবং ওই গরীব ব্যক্তি তার বাড়ি করুক। সংবাদ মাধ্যম এই ঘটনায় তৎপর হতেই আচমকা সন্ধান পাওয়া গেল সুকুমর মণ্ডলের। গাইঘাটার বিডিও নীলাদ্রি সরকার জানিয়েছেন, সুকুমার মণ্ডল বিডিও অফিসে লিখিত ভাবে জানিয়েছেন তিনি পারিবারিক অসুবিধার কারণে এখন ঘর করতে পারবে না তিনি টাকা ফেরত দিতে চাইছেন। তিনি জানিয়েছেন, কর্মসূত্রে প্রতিদিনই কলকাতায় চলে যেতে হয় তাকে। এখন বাড়ি তৈরি করতে পারবেন না।

বিধায়কের উদ্যোগে বিশেষ ভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রী ও দুঃস্থদের হুইল চেয়ার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: শুক্রবার দুপুরে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে পাণ্ডবেশ্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও দুর্গাপুর ফরিদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্র-ছাত্রী ও দুঃস্থ মানুষের হুইল চেয়ার বিতরণ করা হল।

এদিন দুই ব্লকের প্রায় ১৫০ জন বিশেষ ভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রী ও দুঃস্থ মানুষদের রাতে হুইলচেয়ার তুলে দিলেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানটি হল পাণ্ডবেশ্বরের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারডিহি চাঁদের হাট কমিউনিটি হলে। এদিনের অনুষ্ঠানে দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক সৌরভ চ্যাটার্জি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, দুই ব্লকের বিডিওরা, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুই ব্লকের ব্লক সভাপতিরা।

ছিলেন দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের ব্লক সভাপতি শতদ্বীপ ঘটক ও পাণ্ডবেশ্বরের ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখার্জি। এছাড়াও দুই ব্লকের আরও অন্যান্য নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন।

'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' পোস্টারে শোরগোল আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: পোলবা, চুঁচুড়ার পর এবার আরামবাগেও হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই পোস্টারে শোরগোল পড়ে যায়। তবে এবারের চিত্রটায় উলাট পূরাণ। এখানে তৃণমূলের আইটি সেলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার আর বিজেপির নানান চক্রান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে, শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্যকে কটাক্ষ করে আরামবাগ শহরে তৃণমূল এই পোস্টার ফেলল। আর সেই পোস্টার জুড়েও শুরু রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল বলছে, বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের নানা চক্রান্ত, গ্যাস-আধার কার্ড, ভোটার কার্ড সহ নানা ক্ষেত্রে চক্রান্ত করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, আমরা তারই বিরোধিতা করে এবার পোস্টার ফেললাম। গ্যাস নিয়ে মিথ্যাচার, আধার কার্ডে লিঙ্ক, এরকম সর্ব ক্ষেত্রে মিথ্যাচার করছে বিজেপি। তাই আমাদের দলের আই টি সেলের পক্ষ থেকে এই পোস্টার দেওয়া হয়েছে। যদিও বিজেপি বলেছে হিন্দু তো হিন্দুর ভাইই হবে। এতে আর বিতর্ক কি আছে। তৃণমূল হয়তো ভুলে গেছে যে করোনার সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার কি ভাবে মানুষের পাশে ছিল। হাজার হাজার মানুষকে বিনা মূল্যে গ্যাস দিয়েছে। এসব আর বোঝাতে হবে না। মানুষ বুঝে নেবে। উল্লেখ্য যে এর আগে হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই এর তত্ত্ব ছিল বিজেপির। যা নিয়ে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে যায় গোটা রাজ্য জুড়েই। কিন্তু এবার বিজেপিকে কটাক্ষ করে তৃণমূলও ময়দানে নেমে পড়েছে সেই একই তত্ত্বে। শুধু ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের স্লোগান।

দুর্ঘটনায় মৃত ৪, আহত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: শুক্রবার ভোর প্রায় ৩ ৩০ এ একটি মাহিন্দ্রা পিকআপ ভ্যান, যা উত্তর ২৪পরগনার হাবড়া থেকে অঙ্কুরহাটির হাটের দিকে যাচ্ছিল, গাড়িটি নিবেদিতা টোল ওয়ের নিচের র‍্যাম্পে লালবাড়ি আন্ডারপাসের কাছে উল্টে যায়। গাড়িতে বসে থাকা ৬ জন মালবাহক ওপর থেকে ৩০ ফুট নিচে ছিটকে পড়ে পঞ্চাননতলা রোডে এবং গুরুতর আহত হয়। আহতদের সবাইকে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের মধ্যে, রাকেশ সাহা (২৮), পিতা - স্বপন সাহা, বাসিন্দা - হাবরা বাণীপুর লোকনাথ সরণি, থানাঃ হাবরা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে আইএলএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন এবং বর্তমানে সেখানে ভর্তি রয়েছেন। অপরদিকে, শিবম সাহা (২৫), পিতা - সঞ্জীব সাহা, বাসিন্দা - বাণীপুর, ঝরঝরিয়াতলা, থানাঃ হাবরা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং পরে আর.জি. কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হন, এবং বর্তমানে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তবে, নিম্নলিখিত চারজনকে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে মৃত ঘোষণা করা হয় ১. মো. কবির আতা (২৫), পিতা - কাইয়াম আতা, গ্রাম - হিজলিয়া আতপাড়া, থানা - অশোকনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। ২. কাইয়াম আতা (৫০), পিতা - আব্দুল ওহার আতা, গ্রাম - হিজলিয়া বউলগাছি, থানা - অশোকনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। ৩. আলিল মণ্ডল (বিস্তারিত তথ্য অজানা)। ৪. প্রশান্ত পাল (৪৭), পিতা - মৃত সুদর্শন পাল, বাসিন্দা - অশোকনগর মহাপ্রভু কলোনি, পোস্ট - বাণীপুর, থানা - অশোকনগর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H172992506 21013003 / H172992506 21013003L	1) মেসার্স ওম এজেন্সী (ইহার মালিক দীপক লাল মাধ্যমে) – ঋণগ্রহীতা এবং 2) দীপক লাল, সহ–ঋণগ্রহীতা 3) আনন্দ লাল এবং – সহ–ঋণগ্রহীতা 4) রেণু দেবী লাল – সহ–ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি - I 2 কাঠা 10 ছটাক পরিমাপের জমির অবিভক্ত, আনুপাতিক ভাগীদারি সহ একত্রে, 726 বর্গফুটের সুপার বিল্ড আপ আয়তন থাকা ইমারতের ফার্স্ট ফ্লোরে (সামনের দিকে) স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, যেটা পথাধিকার, সুবিধাদি ও সুযোগ–সুবিধার অধিকার সহ একত্রে কোলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই পরিসর নং 28, ঝামাপুকুর লেন, কোলকাতা 700009, থানা : আমহার্স্ট স্ট্রীট, পোষ্ট অফিস – রামমোহন রায় সরণী, জেলা – কোলকাতা, কে.এম.সি. ওয়ার্ড নং 38'য়ে আছে ও অবস্থিত। নিম্নলিখিত দ্বারা সীমাবদ্ধ – পূর্ব – পরিসর নং 27/1, ঝামাপুকুর লেন; পশ্চিম – 15 ফুট চওড়া ঝামাপুকুর লেন; উত্তর – নর্দমাযুক্ত পরিখা; দক্ষিণ – পরিসর নং 27/1, ঝামাপুকুর লেন	11.06.2024	11/06/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ 46,72,762.06/- (টাকা ছেচল্লিশ লাখ বাহাত্তর হাজার সাতশো বাষট্টি এবং পয়সা ছয়)	বাস্তবিক দখল 18.03.2025

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 22.03.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

L&T Finance

দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট 2002 (এতদ্‌পরবর্তীতে আইন হিসাবে উল্লেখিত)-এর ধারা 13(2)-এর অধীনে

যেহেতু আপনারা আপনাদের ঋণ অ্যাকাউন্টের সুদ এবং মূলের কিস্তিগুলি প্রদানের ক্ষেত্রে খেলাপ করেছেন, এবং উল্লেখিত বকেয়া প্রদেয়গুলি পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অবহেলা করেছেন, আমরা, আইনটির ধারা 13(2)-এর অধীনে আপনাদের সকলের (ঋণ গ্রহীতা / গণ, সহ-ঋণগ্রহীতা / গণ এবং জামিনদার / গণ) নিকট প্রদানের রসিদসহ নিবন্ধীত ডাক-এর মাধ্যমে দাবি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছি। ফলস্বরূপ, ঋণ অ্যাকাউন্টটি, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর দ্বারা সম্পদ শ্রেণীকরণের উপর প্রদত্ত নির্দেশিকাগুলি অনুসারে হিসাব বইতে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। নোটিশ বা বিজ্ঞপ্তিটি ফেরত এসেছে ''আনডেলিভার্ড'' হিসাবে এবং এই কারণে আমরা এখন এই বিজ্ঞপ্তিটি ইস্যু করছি আপনাকে সমস্ত 13(2) আইনের অধীনে এবং এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে এই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত অ্যামাউন্টটি প্রদান করার জন্য এল & টি ফাইনান্স লিমিটেড। (পূর্বে, এল & টি হোল্ডিংস ফাইন্যান্স লিমিটেড) 60 দিনের সময়সীমায় এই পেপার নটিফিকেশন-এর তারিখ থেকে একত্রে পরবর্তী সুদের হারের সঙ্গে এবং অন্যান্য চার্জসমূহ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ পেমেন্ট বা আদায় পর্যন্ত। আপনার দ্বারা, এই বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলীর অধীনে আপনার দায়গুলি পালন করার বিষয়ে আপনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, আমরা আইনটির ধারা 13(4) অথবা ধারা 14-এর অধীনে আরোপিত অধিকারগুলির মধ্যে যেকোনটি অথবা সবগুলির ব্যবহার করতে বাধ্য হব। 'এটি, এই আইনটির এবং / অথবা সময়ে সময়ে বলবত থাকা অন্য যেকোন আইনের অধীনে আমাদের নিকট উপলব্ধ যেকোন অধিকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার সংস্কারবিহীন'।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণ গ্রহীতা / গণ এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা / গণ নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: এনপিএ তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ / এনপিএ তারিখ / বকেয়া রাশি: বকেয়া রাশি (₹)	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (বন্ধকীকৃত)
H17299270821110129, H17299310821033958, KOLHL20000040 H00541280921065804, KOLHL18000479, KOLHL18000497, KOLHL20000138	1. সুজয় মজুমদার, ঋণগ্রহীতা এবং সহ–ঋণগ্রহীতা হিসাবে 2. সোমনাথ কনষ্ট্রাকশন, ঋণগ্রহীতা এবং সহ–ঋণগ্রহীতা হিসাবে 3. চন্দা মজুমদার	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ : 10/03/2025 এনপিএ তারিখ : 31/01/2025	10/03/2025 তারিখের হিসাবে টাঃ41,49,141.54/– (টাকা একচল্লিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার একশো একচল্লিশ এবং পয়সা চুয়ান্ন)	অনুসূচি - I বেলঘড়িয়া মৌজায় 2 কাঠা 14 ছটাক পরিমাপের সম্পূর্ণ জমির অংশে বা ওপর থাকা ও অবস্থিত প্রথম তলায় 774 বর্গফুট সুপার বিল্ড–আপ আয়তন পরিমাপের দুটো আবাসনিক ফ্ল্যাট সম্বলিত সমগ্র প্রথম তল। যেটা কামারহাটি পৌরসভার সীমার মধ্যেই ওয়ার্ড নং 20 অধীনে, হোল্ডিং নং 660 (পুরনো), 261 (নতুন), 2, বি. এম. ব্যানার্জী রোড, থানা বেলঘড়িয়া, জেলা 24 পরগণা (উত্তর) ঠিকানাতে, জে.এল. নং 3, রেভিনিউ সার্ভে নং 17, তৌজি নং 178, দাগ নং 1299/2639, 1300, সি.এস. খতিয়ান নং 779, হাল খতিয়ান নং 2206, 2216, 2221, 2236 সম্বলিত। উত্তরে : রাস্তা; পূর্বে : সুশীল দত্ত'র; দক্ষিণে : কমল গাঙ্গুলীর জমি; পূবে : শ্রীযুক্ত বর্মণ'র বাড়ী। অনুসূচি - II বেলঘড়িয়া মৌজায় 2 কাঠা 14 ছটাক পরিমাপের সম্পূর্ণ জমির অংশের অবিভক্ত আনুপাতিক ভাগীদারি সহ একত্রে একটা ইমারতের নীচ তলায় 374 বর্গফুট সুপার বিল্ড–আপ আয়তন পরিমাপের একটা অফিস৺গোডাউন রুম। যেটা কামারহাটি পৌরসভার সীমার মধ্যেই ওয়ার্ড নং 20 অধীনে, হোল্ডিং নং 660 (পুরনো), 261 (নতুন), 2, বি. এম. ব্যানার্জী রোড, থানা বেলঘড়িয়া, জেলা 24 পরগণা (উত্তর) ঠিকানাতে এবং একত্রে উহার কমন এলাকার সুবিধাদি ও সুযোগ–সুবিধাদি সহযোগেও, জে.এল. নং 3, রেভিনিউ সার্ভে নং 17, তৌজি নং 178, দাগ নং 1299/2639, 1300, সি.এস. খতিয়ান নং 779, হাল খতিয়ান নং 2206, 2216, 2221, 2236 সম্বলিত।

তারিখ: 22.03.2025
স্থান: কলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ২২.০৪.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লসকরপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ৩৫,২১,২২০.০০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) **০৭.০৯.২০১৮** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স মিলটন ল্যাবরেটরিজ (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : সুদীপ ভৌমিক)**, ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো. পশ্চিম জগদ্দল, থানা - সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা - ৭০০১৫১। **আরও ঠিকানা** - ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. মেসার্স মিল্টন ল্যাবরেটরিজ (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বাধিকারী : সুদীপ ভৌমিক) ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল,থানা : সোনারপুর,ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০১৫১, আরও ঠিকানা : ১৫/২, কেন্দুয়া মেন রোড, গড়িয়া, কলকাতা ৭০০০৮৪। ২. শ্রী সুদীপ ভৌমিক (স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা), পিতা প্রয়াত শশীকান্ত ভৌমিক, ১৫/২ কেন্দুয়া মেন রোড,গড়িয়া, কলকাতা : ৭০০০৮৪। আরও ঠিকানা : ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর,ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা : ৭০১৫১। খ) লস্করপুর শাখা।	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন -শ্রী সুদীপ ভৌমিক এর-মৌজা : এলাচি, দাগ নং ১৭৯৮,খতিয়ান নং ৪৯২,জেএল নং ৭০,আরএস নং ২২৩, তৌজি নং ৬৩, ৬৪, হোল্ডিং নং ১৬৩, এলাচি চক্রবর্তী পাড়া রোড, পো : পশ্চিম জগদ্দল, থানা : সোনারপুর, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা ৭০০১৫১। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৯ অধীন, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮ অধীন; পূর্বে : অন্যান্যর সম্পত্তি দাগ নং ১৭৯৮ অধীন, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।	৩৫,২১,২২০.০০ টাকা (পঁয়ত্রিশ লাখ একুশ হাজার দুশো কুড়ি টাকা) ০৭.০৯.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) ৪০,৩৮,০০০.০০ টাকা (*) (চল্লিশ লাখ আটত্রিশ হাজার টাকা) খ) ৪,০৩,৮০০.০০ টাকা (চার লাখ তিন হাজার আটশ টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50014475966 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০৩.২০২৫ থেকে ২১.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২২.০৪.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ১৪.০২.২০২৫/স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস - কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর/অস্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে, নিম্নে বর্ণিত বন্ধকী/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট যা নির্ধারিত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** বিক্রয় করা হবে **"যেখানে যেমন অছে", "যেখানে যা আছে", এবং "যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে" ০৭.০৪.২০২৫ অনুযায়ী, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নিশ্চিন্তপুর শাখা (জামিন অধীনে ঋণদাতা) ১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা** (এগার লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) **৩০.১২.২০২২** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় আদায়ের জন্য **মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ অংশীদারগণ : শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল**, ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড, **আরও ঠিকানা** - রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৩৮ কাছ থেকে।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত :

ক্র. নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) মেসার্স মন্ডল এন্টারপ্রাইজ। অংশীদারগণ : শ্রী দিলীপ মন্ডল এবং শ্রী তন্ময় মন্ডল ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড (২), রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৮। শ্রী দিলীপ মন্ডল (অংশীদার) শ্রী তন্ময় মন্ডল (অংশীদার) এবং শ্রীমতি নমিতা মন্ডল, (বন্ধকদাতা/জামিনদাতা) সকলের ঠিকানা : রামচন্দ্রপুর, পূজালি, বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৮। খ) নিশ্চিন্তপুর শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১ ছটাক ২৮ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : উত্তর রাম চন্দ্রপুর, পরগনা বালিয়া, জেএল নং ৩৭, আরএস নং ১৯, তৌজি নং ৩৯৯/৪০০, আরএস খতিয়ান নং ৪২৩,দাগ নং ৫৫৩, হোল্ডিং নং ১৩৫, স্বামী বিবেকানন্দ রোড,ওয়ার্ড নং ২, পূজালী পুরসভা, থানা : বজবজ, জেলা:দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১৮৯০, তারিখ : ২১.০৩.২০০৩, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৩৪, পৃষ্ঠা ৯ থেকে ১৮- ২০০৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর বজ বজ, সম্পত্তি শ্রীমতি নমিতা মন্ডল, স্বামী দিলীপ মন্ডলের নামে। চৌহদ্দি : উত্তরে : দীনেশ পারুই, দক্ষিণে : পরেশ পারুই এবং সুখেন পারুই, পূর্বে : পুর সড়ক, পশ্চিমে : সুখেন পারুই।	১১,৭৬,৮৭৭.০০ টাকা (এগার লাখ ছিয়াত্তর হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) টাকা ৩০.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৭,০০,০০০.০০ টাকা (*) (সতের লাখ টাকা) খ) ১,৭০,০০০.০০ টাকা (এক লাখ সত্তর হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখ এবং সময়ের পূর্বে পোর্টালে জমা করতে হবে গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB50422143812 ঙ) অনুমোদিত অফিসারের জ্ঞান এবং তথ্যমতে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির কোনও দায়বদ্ধতা নেই চ) স্বত্ব দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত - ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.০৩.২০২৫ থেকে ০৬.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৭.০৪.২০২৫, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়ান্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/অংশীদার(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ০৩.০৩.২০২৫/স্থান- কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ক্রিকেটের নন্দনকাননে আইপিএল বোধন

ইডেনে আজ সব কিছুই যেন ‘বিরাট’

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ ভৌমিক

বিরাট আকর্ষণ

আজ উদ্বোধনে ইডেন মাতাবেন যেসব শিল্পীরা

আইপিএল ২০২৫-এর উদ্বোধনী ম্যাচে সম্মুখসমরে নামছে কলকাতা নাইট রাইডার্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। কেকেআর বেশ কিছুদিন ধরেই ইডেনে অনুশীলন সারছে। বিরাট কোহলি-সহ আরসিবি দল কলকাতায় পা দেওয়ার পরেই শহরে ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে। হাই-ভোল্টেজ ম্যাচের উন্মাদনায় গা ভাসানোর প্রসঙ্গ তো রয়েছেই, তার উপর বাড়তি পাওনা জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দিশা পাটানি, শ্রেয়া ঘোষাল, করণ আউজলারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন। তবে সেই অনুষ্ঠানে আরও চমক থাকতে পারে, এমনটা মনে হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কেননা শাহরুখ নিজে যখন উপস্থিত থাকবেন ইডেনে, তাঁকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেখা যাবে না, এমনটা ভাবা খুব স্বাভাবিক নয়। শোনা যাচ্ছে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক হিসেবে দেখা যাবে কিং খানকে। তাতে আরও বেড়েছে উন্মাদনা।

বিরাটই কেন্দ্রবিন্দুতে

শুক্রবার অল্প কিছুক্ষণ অনুশীলন বিরাট কোহলির

কার ঘরের মাঠ বোঝা মুশকিল। ইডেন সেজে উঠেছে রিঙ্কু-রাহানে-রাসেলদের কাটআউটে। কিন্তু বাইরে শুধুই ‘বিরাট’ গর্জন। আসলে ‘কিং’ একজনই। তিনি বিরাট কোহলি। ইডেন শুধু কোহলিময়। ক্যামেরার ফোকাস শুধুই তাঁর দিকে। ম্যাচের আগের দিন প্রস্তুতি পুরোদমে করতে পারল না আরসিবি দল। দুই দলের প্রস্তুতির মাঝপথেই বৃষ্টি আসে। ফল পুরো ইডেন কভার দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। কিন্তু বৃষ্টি আসার আগেই ব্যাটিং অনুশীলন করে নেন কোহলি। শুক্রবার ইডেনে এসেই সোজা মাঠে চলে যান। বৃহস্পতিবারের মতো এদিনও ওয়ার্ম আপ করলেন না। সরাসরি নেটে ব্যাটিং করলেন কোহলি। কেকেআর ম্যাচের আগে পুরোদমেই ব্যাটিং প্রস্তুতিটা সেরে রাখ লেন কিং কোহলি।

বিরাট নিয়েই ভাবনা!

ইডেনের বিরাট কোহলিদের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়েই এবারের আইপিএলের সূচনা করবে গতবারের চ্যাম্পিয়ন নাইট রাইডার্স। শনিবার ম্যাচের আগে শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে কেকেআর দলের পক্ষ থেকে এসেছিলেন বরুণ চক্রবর্তী। বরুণ বলেন, ‘আইপিএলে প্রতিটি ম্যাচ চ্যালেঞ্জিং। তাই আমাদের সামনের দিকে তাকাতে হবে। আমাদের দল এবারে খুবই শক্তিশালী ফলে আমরা আশাবাদী সাফল্য পাওয়ার বিষয়। আরসিবি এবং কেকেআর দুই দলেরই খুব ভালো ভালো ক্রিকেটার আছেন, আশা করছি ম্যাচ খুবই উপভোগ্য হবে’। বিরাটকে নিয়ে কি আলাদা ভাবনা? বরুণ তাতে বলেন, ‘এভাবে আলাদা কোন পরিকল্পনা নেই। পুরো আরসিবি দলটা ভালো ওদের সবাইকে আউট করতে চাই। এবারেও আমাদের টার্গেট থাকবে ট্রফি জয়।আমার মূল লক্ষ্য হল ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।’

বিরাট অশনি সংকেত

হবে তো খেলা? প্রশ্ন একটাই। ভরসা জোগাচ্ছেন পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়। কারণ আজ ইডেন জুড়ে রয়েছে আশঙ্কার কালো মেঘও। এত দুর্লভ টিকিট যারা পেয়েছেন তারাও শান্তি পাচ্ছেন না আবহাওয়া দফতরের কথা শুনে। আজ নাকি কলকাতা জুড়ে ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা। কালবৈশাখীর সম্ভাবনার কথাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। আইএমডি জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বৃহস্পতি থেকে রবিবার অবধি বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

শুক্রবার বৃষ্টিতে ইডেনে কভারে ঢাকা গোটা মাঠ

জানা গেছে, কলকাতায় বৃষ্টির সম্ভাবনা ৭৪ শতাংশ। আকাশ মেঘলা থাকার সম্ভাবনা ৯৭ শতাংশ। সন্ধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেড়ে হবে ৯০ শতাংশ। পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় অবশ্য আশাবাদী ইডেনে ম্যাচ হওয়া নিয়ে। তিনি জানিয়েছেন, অবিরাম বৃষ্টি পড়লে আলাদা ব্যাপার। যদি বৃষ্টি থামে তাহলে আধঘণ্টার মধ্যেই মাঠ খেলার উপযোগী হয়ে উঠবে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত।

বিরাট কালোবাজারি

যেমন গুড়, তেমন মিষ্টি। সোজা কথা। সাফ কথা।কে বলল টিকিট নেই? এক্সট্রা দিতে পারলেই হাতেগরম মিলে যাচ্ছে টিকিট। হ্যাঁ, পুলিশের চোখের সামনেই, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে।এক লাফে পাঁচগুণ দামে চৈত্র সেল শুরু হয়ে গেছে ইডেন চত্বরের আনাচে কানাচে। কেন দেখতে পাচ্ছেন না? ডাফরিন রোডের ভাটিখানার অদূরে শহীদ মিনারের সামনে চলে যান। কবাডি টেন্ট সংলগ্ন, ভবানীপুর টেন্টের পিছন দিকটায়। মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির আশেপাশে, ঠিক পেয়ে যাবেন মনের মতো টিকিট। শুধু পকেট খালি করতে হবে। সিএবিকে নাকি টিকিট দেয় কেকেআর কর্তৃপক্ষ। অনেক টিকিট। সিএবি কর্তারা সেই টিকিট ভেট হিসেবে দিয়ে ভোট কিনতে ব্যস্ত। আসরে

টিকেটের কালোবাজারি

নেমে পড়েছেন বড়-ছোট-সেজ-মেজ-সিকি-আধুলি কর্তারা। দারুণ সেই নেটওয়ার্ক। হাত ঘুরে যাচ্ছে বরুণ চক্রবর্তী বা সুনীল নারিনের স্পিনের থেকেও বেশি। যে সংস্থাকে অনলাইন টিকিট বিক্রি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেখানে প্রথম দিন থেকেই সোল্ড আউট। অফলাইনেও লাইনে দাঁড়িয়ে টিকিট মেলেনি, তার আগেই সব শেষের হাহাকার। তাহলে গেল কোথায়? সবটাই কালোবাজারি। বিপুল পরিমাণ। বিনোদন প্লাস খেলা দেখতে গাঁটের কড়ি নয়, ধন সম্পদ বন্ধক রাখার অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে কিছু কিছু ভুঁইফোর, অর্থলোভী, পদলোভী কর্তা। কারা তারা? ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে।কান টানলে মাথা আসবে।

বিরাট হাহাকার

সাধারণ মানুষ তো আছেই, সেইসঙ্গে টিকিটের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার থেকে কর্তারাও। সিএবির স্টেডিয়াম কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান, যাঁর বাবা জগমোহন ডালমিয়ার পরে সবচেয়ে বর্ষীয়ান ক্রিকেট কর্তা ঢাকুরিয়া ক্রিকেট ক্লাবের প্রাণপুরুষ সেও মাঠে যেতে পারবেন কিনা আশঙ্কা। এমন পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি।সিএবির ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচার কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও টালিগঞ্জ

টিকিটের জন্য মহমেডান মাঠের বাইরে সমর্থকদের লাইন

অগ্রগামীর প্রাণপুরুষ মন্টু ঘোষের জামাই শুভঙ্কর ঘোষদস্তিদার তারও টিকিট জোগাড় করতে নাজেহাল অবস্থা। কেন, কেন? সিএবির অন্দরে গিয়ে অবশ্য রটেছে অন্য কথা। সেখানে শোনা গেল, উট কি মরুভূমিতে চলে গেল। বৃষ্টিভেজা ইডেনে তাহলে উট বলে পরিচিতর দেখা নেই কেন? আসলে, একজন অফিস বেয়ারারকে নাকি এই উট বলে সম্বোধন করেছেন। একজন অপারদর্শী, কয়লার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তাঁকে উট বলেই ডাকেন সবাই।তিনি অবশ্য পেটোয়া কাছের মানুষদের টিকিট দিয়ে বেপাত্তা। সিএবিতে টিকিও দেখা যায়নি। আর এক কর্তাকে তাঁর কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি সটান বলে বসলেন, শুধু উপঢৌকন দিয়ে একটা গোটা টার্ম তো কাটিয়ে গেল!আর এক গুরুত্বপূর্ণ কমিটির চেয়ারম্যান যিনি আবার তৃণমূল ঘনিষ্ঠ উত্তর কলকাতার আর্মহাস্ট স্ট্রিট অঞ্চলে সে আবার লোনের রিকোভারের কাজ করে, সেই রাগের স্বরেই বলে বসলেন, বৃষ্টিতে উটের দেখা নেই।

বিরাট ঘাপলা

ভেঙ্কি মাইসোরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি টিকিটের পর্যাপ্ত দেওয়া হয়নি এমন অভিযোগ সরাসরি উড়িয়েই দেন। আইপিএল গর্ভনিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়া, বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁকে সিএবি প্রায় ভুলে গেলেও খেলাপ্রিয় মানুষের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। তাঁকেই সবাই টিকিটের জন্য আব্দার করে। অগত্যা, অভিষেক ডালমিয়া ডালমিয়া ভেঙ্কি মাইশোরের দ্বারস্থ হয়ে টিকিট কিনেছে। সেই টিকিটই ক্রিকেটপ্রেমীদের থেকে ছোট কর্তাদের মান বাঁচাতে দিচ্ছেন। এরমধ্যেই সিএবির অনেক কর্তা অবশ্য সহৃদয়।

নিজেদের গাঁটের কড়ি খরচ করে রিক্যুইজেশন দিয়ে টিকিট কিনেই সত্যি ক্রীড়াপ্রেমীদের টিকিট বিলোচ্ছেন। ব্যক্তিগতভাবে টিকিট কিনে দিচ্ছেন সৌরভ ঘনিষ্ঠ এক কর্তাও। তাঁরা যখন বৈধভাবে টিকিট কিনে বিলোচ্ছেন, তখন আবার উল্টো ছবিও রয়েছে। সিএবিতে যে টিকিটের ভাণ্ডার, তার প্রমাণও রয়েছে।

মোহনবাগানের প্রাক্তন সচিব প্রথমে হাজার টিকিট কেনার পর, তা শেষ হয়ে যাওয়ায় সিএবি সভাপতির ঘরে গিয়ে আবার হাজার খানেক টিকিট পেয়ে গেছেন। আসলে, তাঁকে যে বিলোতে হবে, কারণ সামনে আবার মোহনবাগান নির্বাচন। যে টিকিট সাধারণ মানুষ পাচ্ছে না, সেই টিকিট কীভাবে সিএবিতে গোছা গোছা রয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এরমধ্যেই রয়েছে তাঁবেদারি করা, পেটোয়া সাংবাদিককুলের কয়েকজনও।তাঁরা বাঁ পকেটে টিকিট ঢুকিয়েই গুণগান করছে সিএবিরে হরিনাম সংকীর্তনের মতো।ফলে, সাধারণ মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পেরেও সিএবির লোভী কর্তাদের নিঁখুত অপারেশন ধরতেও পারছে না।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

অবৈধবাসীদের হাতকড়া পড়ানো নিয়ে উদ্বেগে বিদেশ মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ মার্চ: আমেরিকা থেকে শীঘ্রই ভারতে ফিরতে পারেন আরও ২৯৫ জন অবৈধবাসী। শুক্রবার সংসদে প্রশ্নের জবাবে লিখিত ভাবে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। ৫ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা থেকে ভারতে ফেরার সময় বিমানে অবৈধবাসীদের অবমাননার অভিযোগ উঠেছে। বিমানে সওয়ার অবৈধবাসীদের হাতকড়া পরানোর অভিযোগও উঠেছে। এমনকি, মহিলারাও ছাড় পাননি বলে অভিযোগ। শুক্রবার সংসদে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এ হেন আচরণ নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক। তবে তারা জানিয়েছে, ১৫ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি অবৈধবাসীদের নিয়ে যে বিমান আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছিল, সেখানে মহিলাদের হাতকড়া পরানো হয়নি। শুক্রবার সংসদে আমেরিকা থেকে অবৈধবাসী ভারতীয়দের ফেরানোর বিষয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন সিপিএম সাংসদ জন ব্রিটাস। তিনি জানতে চান, অবৈধবাসীদের যে ভাবে হাতকড়া পরিয়ে ভারতে আনা হয়েছিল, তা নিয়ে কী পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। আর যাতে তা না হয়, সেই নিয়েও কি কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে? সেই সকল প্রশ্নেরই লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় সরকার বলে, ‘৫ ফেব্রুয়ারি ভারতে যে বিমান অবতরণ করেছে, তাতে সওয়ার অবৈধবাসীদের সঙ্গে যে ব্যবহার করা হয়েছে, যে ভাবে তাঁদের হাতে হাতকড়া পরানো হয়েছে, যা থেকে ছাড় পাননি মহিলারাও, তা নিয়ে মার্কিন প্রশাসনের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিদেশ মন্ত্রক।’ যদিও মন্ত্রকের তরফে আরও জানানো হয়েছে, ১৫ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি আমেরিকা থেকে ভারতে যে বিমান এসেছে, তাতে সওয়ার মহিলা এবং শিশু অবৈধবাসীদের হাতকড়া পরানো হয়নি। এই বিষয়টি নিশ্চিত করেছে খোদ আমেরিকা। বিবৃতিতে বিদেশ মন্ত্রক আরও বলেছে, ‘ভারতে অবতরণের পরে অবৈধবাসীদের সঙ্গে কথা বলেও এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।’

তার পরেই ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক আমেরিকা থেকে আরও ২৯৫ জন অবৈধবাসীর এ দেশে আসার বিষয়টি জানিয়েছে। বিবৃতিতে তারা বলেছে, ‘আমেরিকার অভিবাসন এবং শুল্ক দপ্তর (আইসিই) আমাদের সম্প্রতি জানিয়েছে যে, আরও ২৯৫ জন অবৈধবাসীকে ফেরত পাঠানো হবে। তাঁদের আটক করে হেপাজতে রাখা হয়েছে। আমেরিকার প্রশাসন তাদের অপসারণের নির্দেশ দিয়েছে। এখন ওই ২৯৫ জনের নথিপত্র খ তিয়ে দেখার কাজ করছে মার্কিন বিদেশ দপ্তর।’

আবারও সুখীতম দেশ ফিনল্যান্ড, ভারতে স্থান ১২৬ নম্বরে!

হেলেসঙ্কি, ২১ মার্চ: টানা অষ্টমবার বিশ্বের সুখীতম দেশের শিরোপা পেল ফিনল্যান্ড। ক্রমতালিকায় বেশ খানিকটা উন্নতি করেছে ভারতও। তবে সুখীতমের তালিকায় সবচেয়ে খারাপ র‍্যাঙ্কিংয়ে নেমে গেল আমেরিকা। অনেকখানি নেমেছে ব্রিটেনের র‍্যাঙ্কিংও।

‘ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট’ অর্থাৎ চলতি বছরের আন্তর্জাতিক সুখী দেশের তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের তরফে। বৃহস্পতিবার ছিল ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস ডে। সেদিনই সুখীতম দেশের তালিকা প্রকাশিত হল। গত সাত বছরের মতো এবারেও সুখীতম দেশের তকমা পেয়েছে ফিনল্যান্ড। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে ডেনমার্ক এবং আইসল্যান্ড। প্রথমবার সেরা দশে জায়গা করে নিয়েছে কোস্টা রিকা এবং মেক্সিকো। গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে যুদ্ধে জড়িয়ে থাকা ইজরায়েলও রয়েছে প্রথম দশে। অষ্টম স্থানে রয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দেশ।

গত দু’বছর এই তালিকায় ভারতের স্থান ছিল ১২৬ নম্বরে। এবার ১১৮ নম্বরে উঠে এসেছে ভারত। কিন্তু লাগাতার যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশগুলিও সুখের পরিসংখ্যানে ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে। ১১১তম স্থানে রয়েছে ইউক্রেন। প্যালেস্টাইনের র‍্যাঙ্কিং ১০৮। এমনকী প্রতিবেশী নেপাল (৯২), পাকিস্তান (১০৯) ও এগিয়ে রয়েছে ভারতের থেকে। তবে বাংলাদেশ রয়েছে তালিকার নিচের দিকে, ১৩৪ নম্বরে। তাদের থেকে একধাপ উপরে রয়েছে শ্রীলঙ্কা। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমলে কমছে আমেরিকার সুখ? এমনটাই ইঙ্গিত মিলছে নতুন ক্রমতালিকায়। ২৪ নম্বরে নেমে গিয়েছে আমেরিকা। এটাই তাদের নিকৃষ্টতম র‍্যাঙ্কিং। ২৩ নম্বরে নেমে গিয়েছে ব্রিটেনও। উল্লেখ্য, জিডিপি, সামাজিক সুরক্ষা, জীবনযাত্রার মান, অপরাধ-দুর্নীতি-সহ একাধিক নিয়ামকের ভিত্তিতে সমীক্ষা চালিয়েই তৈরি হয়েছে ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট। সুখীতম দেশের তালিকায় সকলের নিচে রয়েছে আফগানিস্তান। তালিবান জমানায় ১৪৭ নম্বরে নেমেছে তারা। আফগান মহিলাদের দুরাবস্থার কারণেই সেদেশের এমন নিকৃষ্ট র‍্যাঙ্কিং, অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের।

eTender notice of Gohaliara GP Dubrajpur Dev. Block, Birbhum

Prodhan ,Gohaliara GP invited eTender of 2(Two) Schemes of 15th CFC(Tied) vide NIT No-E-12/GGP/24-25 DATED.19.03.2025
Bid Starts : 20/03/2025
Bid Closes: 26/03/2025
For details pls visit http://wbtenders.gov.in or GP Office notice board.
Sd/-
Prodhan
Gohaliara Gram Panchayet

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/S&D/27/2024-2025 তারিখ : ১৯.০৩.২০২৫
ই-টেন্ডার নোটিশ (২য় কল)

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এসঅ্যান্ডডি), হাওড়া পৌর নিগম-সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড নং ০৫ অধীনে ৫৬ শম্ভু হালদার লেন থেকে ৩৬ অরবিন্দ রোড পর্যন্ত ম্যানহোল কভার এবং স্ল্যাব কভার সহ নিকাশির নির্মাণ কাজের জন্য সঙ্গতিপন্ন, প্রখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এর বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.wbtender.gov.in। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ০৪.০৪.২০২৫ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
২০৪(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
২০.৩.২৫ হাওড়া পৌর নিগম

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR

An e Tender for "Miscellaneous work under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by Executive Engineer, Deptt. Bidhannagar Municipal Corporation vide NIQ No. 2015/PWD(BMC), Dated: 21.03.2025, e-TENDER ID: 2025_MAD_829956_1 TO 9 details are available with office of Executive Engineer, Bidhannagar Municipal Corporation. Please visit: https://wbtenders.gov.in. Last date of Bid submission: 07.04.2025
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
E-TENDER NOTICE

1) **Name of the Work:** Supply of D-Joint, Weight Machine (200kg), Saddle Clamp for Maintenance Work of Water Supply Pipe Line, under DMC (only for assessment of rate).
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/EOI-224/24-25
Tender ID : 2025_MAD_830015_1
2) **Name of the Work:** Supply of Lead Bar, Lead Wool, Spun Yarn for Maintenance Work of Water Supply Pipe Line, under DMC (only for assessment of rate).
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/EOI-225/24-25
Tender ID : 2025_MAD_830039_1
3) **Name of the Work:** Supply of Non Schedule Items for Maintenance Work of Water Supply Pipe Line, under DMC (only for assessment of rate).
e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/EOI-223/24-25
Tender ID : 2025_MAD_829980_1
Last Date : 31st March 2025, up to 5:00 pm **Sd/-Executive Engineer, M.E.DTE, Govt. Of W.B., Posted at DMC**
For details : **wbtenders.gov.in**

NOTICE
Hooghly Nadi Jalapath Paribahan Samabay Samity Ltd. 4/5, Rishi Bankim Chandra Road, Howrah-711101. Sealed quotation / Rate are invited from Reputed Organization/ Parties having valid GST/TDS Number/Trade license for purchase of Burned Mobil within 1st April, 2025.
Details for quotation contact at Armenian Store.
Sd/- Secretary
Hooghly Nadi Jalapath Paribahan Samabay Samity Ltd

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited by the Chairman, Bhadreswar Municipality for the 02 Nos. development works vide **Memo no:- BM/PWD/e-NIT/1198 (1st Call) & BM/PWD/e-NIT/1199 (1st Call), Tender ID : 2025_MAD_829508_1 & 2025_MAD_829518_1, Date:- 20/03/2025. Fund : 15th Finance / Municipal Fund / Other Govt. Fund.** Bid Submission Start Date (Online): **22.03.2025 at 10.00 AM.** Bid Submission Closing Date (Online): **11.04.2025 up to 05:00 PM.** Bid Opening Date (Online): **16.04.2025 at 02:00 PM.** Details may be had municipal office Notice board, Municipal website https://wbtenders.gov.in & https://bhadreswarmunicipality-gov.in
Sd/-,
Chairman
Bhadreswar Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 71/WS/ Eng/25 Dt. 18-03-25
N.I.E. ET. No. 72/WS/ Eng/25 Dt. 18-03-25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC. **Sd/- SE,**
Asansol Municipal Corporation

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001
NIeT- 361 to 368/ 2024-2025 Dated- 21-03-2025
e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Civil & Electricall works at Malda, Burdwan, Coochbehar and Purba Medinipur Hooghly District. Tender document may be downloaded from. http://wbtenders.gov.in Bid submission start date- **22-03-2025 after 9.00 am.** Bid submission end date- **11-04-2025 and 17-04-2025 upto 3.00 pm**
Date: 21.03.2025 **Sd/- Executive Engineer**

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
e-NIQ No. : UKM/PWD/002 (e)/2024-25 dt 21-03-2025 1. Providing 24X7 Security Service in different zone (Uttarpara-kotrung Municipal office, Mahamaya-Sishu-O-Matrimongal Kendra and Bhorer Alo) for 02 (Two) years under Uttarpara-Kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date – 08/04/2025. e-NIQ No. : UKM/PWD/003(e)/2024-25 dt 21-03-2025.** 1. Hire of 500 KVA DG Set at SWM Project, Makhla under Uttarpara-Kotrung Municipality. **Bid Submission Closing Date – 04/04/2025.** For Details : **wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

Office of the
Talibpur Gram Panchayat
P.O-Talibpur : P.S-Salar : Dist-Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
(2nd Call)
E-Tender Notice No :-013/TGP/2024-25 , 014/TGP/2024-25 & 015/TGP/2024-25 Date: 21/03/2025
Tenders are invited by the Prodhan, Talibpur Gram Panchayat,Talibpur, Salar , Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Drain/Roads/Tubewell materials supply) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, http://wbtenders.gov.in
*** Information to bidders:**
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

Last date and time for submission of e tender	02/04/2025 up to 12.00 PM. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	02/04/2025 up to 12.00 PM. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	04/04/2025 after 12.00 PM. (as per Server clock)

By Order:-
Sd/- Prodhan
Talibpur Gram Panchayat

CORRIGENDUM
NOTICE INVITING
E-TENDER
1. N.I.T. No.– WBMAD/ ULB/RSM/577/24-25
Dated 12.03.2025
E-Tenders are being Invited for:- Supply of Autocad LT 2024-25 commercial new single user ELD for 9 users for the duration of 3 years for Rajpur-Sonarpur Municipality. **a)** Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender is being extended from **21.03.2025 at 11-00 hrs to 24.03.2025 at 11-00 hrs. b)** Date & Time for Opening of Technical Bid is being extended from **24.03.2025 at 11-05 hrs to 26.03.2025 at 11-05 hrs. f)** Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
S/D Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/555/ 24-25/2nd Call Dated 20.03.2025	Construction of Surface Drain At Rania 1)From H/O Sadhan Mistry To Tere Nam Shop 2) From Shoni Mandir To H/O Amina Bibi 3) From H/O Sharma Ji To Shoni Mandir 4) From Biswas Store To H/O Pika Samanta 5) Durga Villa To Hardware Store of 1st 30 Feet Road, In Ward No-35 Under Rajpur Sonarpur Municipality.	Rs. 29,35,553.00
WBMAD/ULB/ RSM/580/24-25 Dated 20.03.2025	Construction of Ward Office, Ward No.- 14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 17,52,702.00
WBMAD/ULB/ RSM/581/24-25 Dated 20.03.2025	Upgradation of Bituminous Road at Satyajit Ray Sarani from Bokul Math to H/o Kartik Mondal, Concrete Road from H/o Kartik Mondal to Janata Math via Sitala Mandir and UC Ballah Piling at Janata Math in Ward No. 34 within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 85,01,472.00

Bid Submission end date: **07.04.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

Dum Dum Municipality has published tenders in the Govt website: **“wbtenders.gov.in.”** related to Cleaning of all wards of Dum Dum Municipality and Disposal of the garbage to Dump Site on same day vide **memo no 1435/DDM/GEN/ 24-25 Dated- 18.3.2025,** Last date for dropping is **27.3.2025.** Opening shall be on **29.3.2025.**
Sd/- **Chairman**
Dum Dum Municipality

NOTICE
Sealed application are invited from bonafied Advt. Agencies for the Advt. At various vacant places of Hooghly Nadi Jalapath Paribahan Samabay Samity Ltd within 1st April, 2025, 4/5, Rishi Bankim Chandra Road, Howrah -1.
Sd/- Secretary
Hooghly Nadi Jalapath Paribahan Samabay Samity Ltd

NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 03 of 2024-25 of the Assistant Engineer (A-I), Katwa (A-I) Sub Division, Katwa, Purba Bardhaman
On behalf of the Governor of West Bengal 01 (one) no. sealed tender consisting of 01 (one) of NIT Repairing & Rewinding of 2 Nos. 15 HP and 01 No. 20 HP Submersible Pump Motor in Form No. 2911/2911(ii) are invited by the Assistant Engineer (A-I), Katwa (A-I) Sub Division, Katwa, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar types of works as mentioned in the N.I.T. For details like Name of work, Eligibility criteria, Earnest money, Estimated amount etc. may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. Last date of application and availability of tender paper are 24.03.2025 & 26.03.2025 up to 2.00 P.M.
Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Katwa (A-I) Sub-Division
Katwa, Purba Bardhaman

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৫/০৮, তারিখ ২১.০৩.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, হেড কোয়ার্টারস অফিস (৬ষ্ঠ তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ ‘ই’-প্রোকিওরমেন্ট সিস্টেমের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যা নিম্নলিখিতমতো ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ আপলোড করা হয়েছে। সব টেন্ডার দুপুর ২টায় বন্ধ হবে। **ক্রঃ নং ও টেন্ডার নং; খোলার নির্ধারিত তারিখ; সংক্ষিপ্ত বিবরণ; পরিমাণ; ইএমডি পরিমাণ** যথাক্রমে ঃ **(১) ৩৩২৪৫০৩৪এ;** ৩১.০৩.২০২৫; এলএইচবি এসি কোচের জন্য এসএস ট্রাও অ্যাসেম্বলির সরবরাহ; ১৩৪৪ সেট; ১৫,৭৩,৫৯০ টাকা। **(২) ৩৩২৪৫০২২এ;** ০৩.০৪.২০২৫; এলএইচবি নন-এসি কোচে প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেম সরবরাহ ও ফিট করা; ৬৫০ সেট; ১৬,৭৮,৯৭০ টাকা। **(৩) ৬৫২৪৫০৬৬;** ২২.০৪.২০২৫; ৫০ টন ইওটি ক্রেন ইত্যাদি (পিসিএমএম/মিটিং রুম/দঃ পূঃ রেলওয়ে/গার্ডেনরীচ/কলকাতা-৪৩ -এ ০১.০৪.২০২৫ সকাল ১১.০০টায় প্রি-বিড মিটিং); ০১টি; ২,৬৩,০৯০ টাকা। **(৪) ৬৫২৪৫০৩৯এ;** ১০.০৪.২০২৫; ৫০টি ট্রান্সফরমারের সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষণ, চালুকরণ ও প্রোভিং; ০১টি; ২,৩৬,৪৮০ টাকা। **(৫) ৬৫২৪৫০৪৯এ;** ০৮.০৪.২০২৫; কয়েল স্প্রিং স্ক্র্যাগিং এবং লোড ডিফ্লেকশন টেস্টিং মেশিন - ২৫ টন; ০২টি; ৪,৭৭,০৫০ টাকা। **(৬) ৬৫২৩৫০২৫বি;** ০৮.০৪.২০২৫; ২০ টন ফুল স্লু টাইপ (রাফ টেরান) ডিজেল হাইড্রলিক রোড মোবাইল ক্রেন; ০১টি; ৩,৬০,০০০ টাকা। **(৭) এইচবি২৪৭৫৩১এ;** ১০.০৪.২০২৫; স্বয়ংক্রিয় সিলিং মাউন্টেড মডিউলার ফায়ার এক্সটিঙ্গুইসার প্রতিটি ৫ কেজি ক্ষমতার; ৭৫টি; ১,৫৬,৬৭০ টাকা। **(৮) ৬০২৫৫০৯৩;** ০৭.০৪.২০২৫; ব্রড গেজ (১৬৭৩মিমি) ইত্যাদির জন্য প্রিস্ট্রেসড মোনো ব্লক কংক্রিট স্লিপার (প্রি-টেনশনড ধরনের) উৎপাদন ও সরবরাহ; ৯৪০ সেট; ৫০,০০,০০০ টাকা। **(৯) ৩০২৫৩১১১;** ০৮.০৪.২০২৫; সিবিসি (মেক/ব্র্যান্ড ঃ এস্কর্টস)-এর জন্য স্ফেরোল্যাস্টিক সাইলেন্ট ব্লক; ৩২১টি; ১,৪৭,৭২০ টাকা। **(১০) ৩১২৪৩৪৫২;** ০৯.০৪.২০২৫; ২০টি সামগ্রী সমন্বিত এফটিআইএল মেক-এর এয়ার ড্রায়ারের ও/এইচ কিট; ১০৮ সেট; ১,৪৪,২১০ টাকা। **(১১) ৩১২৪৫০০৪এ;** ১৭.০৪.২০২৫; এরোসল বেসড ফায়ার ডিটেকশনের সরবরাহ ও সংস্থাপন; ১৩৩ সেট; ১,৩৫,৬৬০ টাকা। **(১২) ৩৩২৫৩৩৩৩;** ১৭.০৪.২০২৫; ২টি সামগ্রী সমন্বিত কন্ট্রোল আর্ম অ্যাসেম্বলি লেফ্ট; ৩৫০০ সেট; ৮,৭১,৪৩০ টাকা। **(১৩) ৩৩২৫৩৩৭৫;** ১৭.০৪.২০২৫; ২ (দুই)টি সামগ্রী সমন্বিত কন্ট্রোল আর্ম অ্যাসেম্বলি রাইট; ৪০০০ সেট; ৯,৯৮,২৮০ টাকা। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে এবং অনলাইনে বিড জমা করতে পারেন। কোনওভাবেই এই আইটেমগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **দ্রষ্টব্য ঃ** অন্যান্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে এবং এর পরে প্রকাশিত কোনও সংশোধনীর জন্য সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন।
(PR-1259)

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ২২ মার্চ ২০২৫ • পেজ ৮

তুমি নারী — জাগো, গর্জে ওঠো

মতিউর রহমান

রহস্যময়ী

তুমি নারী । তুমি লক্ষ-কোটি পুরুষ-হৃদয়ের স্বপ্ন । তুমিই পৃথিবীর প্রথম স্টেশন, তুমিই পৃথিবীর শেষ স্টেশন ! তোমার প্রেম-সমুদ্রে অবগাহন করে পুরুষ খুঁজে পায় জীবনের সার্থকতা । তোমার জন্যই এত যুদ্ধ , এত সংঘাত, এত রক্ত । তুমি কুহকিনী-মায়াবিনী , তুমি লাস্যময়ী অনন্যা । তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-রহস্যের ন্যায় অপার রহস্যের আধার । তোমার হৃদয়-রহস্য উন্মোচনে হাজার হাজার বিজ্ঞানী , গবেষক হাঁপিয়ে ওঠে । তবুও খুঁজে পায় না তার সঠিক কিনারা । তোমার রূপে-গুণে-মোহিনী শক্তিতে পুরুষ মুগ্ধ , মোহিত। তোমার হাসি তো হাসি নয় , যেন গোলাপি ঠোঁটের ফ্রেমে মুক্তোর ঝিলিক । সময় সময় তা মোনালিসার হাসির মতো চিরন্তন রহস্যের আধার। নারী ,কোথায় পেলে এমন মায়াবী চোখ , মোমঢালা ত্বক ? তোমার এমন মেঘকালো কেশ , কখনো সোনালী চুলের ঢেউ প্রভাতের নবারুণে উদ্ভাসিত ঝর্ণার অপরূপ সৌন্দর্যকেও ম্লান করে দেয় । তোমার শরীরী তরঙ্গের অব্যর্থ চুম্বক পুরুষের চিন্তাভাবনাকে উথাল-পাথাল করে দেয় , কেড়ে নেয় রাতের ঘুম । তোমার চোখের ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা কামনা বাসনার আগুনে জ্বালিয়ে দেয় পুরুষকে ,তার হৃদয়তটে আছড়ে পড়ে সুনামির ঢেউ । সৃষ্টির আনন্দে তখন দুচোখ ভরে দেখতে থাকে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন । তোমাকে নিয়েই বোনে স্বপ্নের মায়াজাল ,তোমার মায়াবী মনের লুকোচুরি খেলায় মর্ত্যের মাটিতে খুঁজে পায় স্বর্গের সন্ধান । আজও কোটি কোটি পুরুষ তোমার প্রতীক্ষায় থাকে পথ চেয়ে ।

ছলনাময়ী

নারী তুমি ছলনাময়ী । ছলা-কলা-লীলা পুরুষ বধের এই মহৌষধের একচেটিয়া স্বত্বাধিকার তো শুধু তোমারই । তোমার ছলনাজালে আবদ্ধ হয়ে পুরুষ ছটফট করে দিবারাত্র । পতঙ্গ যেমন আগুনের আকর্ষণে ছুটে গিয়ে পুড়ে মরে , পুরুষও তেমনি তোমার ছলনার বহ্নিশিখায় জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায় । তোমার সম্মোহনী শক্তি , শরীরী সম্ভারের পাহাড়ি ঢালে গড়াগড়ি খেতে খেতে তলিয়ে যায় মহাকালের রহস্যময় অতল গহ্বরে । তোমার ছলনাবাণে যুগে যুগে কত রথীমহারথী হয়েছে ধরাশায়ী । শুধু তোমার জন্য সে রোম জ্বালিয়ে দিয়েছে , লঙ্কা করেছে তছনছ , বাঁধিয়েছে কুরুক্ষেত্র , ধ্বংস করেছে মেবার । তোমার পাতা ত্রিকোণ প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে সে শহীদ হয়েছে কতবার ! তবুও তোমার ভয়ংকর সুন্দর রূপ তাকে টানে তোমার দিকে বারবার ।

স্নেহময়ী

নারী তুমি স্নেহময়ী । তোমার স্নেহের সিন্ধুতে অবগাহন করে ধন্য হয়েছে স্রষ্টার সৃষ্টি । স্নেহ , মায়া , মমতা , ভালবাসা - এ তো ঈশ্বরের দেওয়া তোমার শুধু শ্রেষ্ঠ অলংকারই নয় , অহংকারও । তুমি করুণার প্রতিমূর্তি । তুমি ধরিত্রীর মতো সহনশীল । সেবার ধর্মে তুমি মহান । আত্মত্যাগেও তুমি তুলনাহীন । তুমি করুণার সিন্ধু মমতাময়ী মাদার টেরেজা , ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুমূর্ষুদের স্নেহময়ী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল ।

প্রেরণাদায়িনী

তুমি সমস্ত সৃষ্টির প্রেরণা । তুমি ব্যতীত স্রষ্টার সৃষ্টিও অসম্পূর্ণ । তুমি কবির কল্পনা , বড় মানুষদের বড় হয়ে ওঠায় প্রেরণা , তুমি বিরহীর বাঁশির সুর , ব্যর্থ-প্রেমিকের শোকগাথা। তুমি সাহিত্যিকের মন-বীণায় সুরের ঝংকার , তুমি শিল্পীর শিল্প । তুমি ভাস্করের ভেনাস , দ্যা ভিঞ্চির মোনালিসা । জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত সৈনিকের কাছে তুমি একঝলক ম্লানরোদের হাসি , নতুন কর্মপ্রেরণার মন্ত্র। তুমি হতাশ হতোদ্দমের আশ্রয় , সঞ্জীবনী শক্তি , জীবনযুদ্ধে নতুন উদ্যোমে ঝাঁপিয়ে পড়ার অক্সিজেন । তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতি বর্ণহীন জীবনকেও রাঙিয়ে দেয় সুরে সুরে, রঙে রঙে।

বাসনার বহ্নিশিখা

নারী তুমি আগুন । তুমি কামনা-বাসনার বহ্নিশিখা। তুমি আগ্নেয়গিরির লাভা , তোমার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়েই শান্তি ! তোমার শরীরে সাজানো যৌবন- সম্ভার পুরুষের শরীরে জাগায় শিহরণ , রক্তে তোলে তুফান । তোমার শরীরী চুম্বকের টানে রক্ত মাংসের মানুষ ছুটে যায় দুর্বার বেগে যেমন নদী ছুটে যায় মোহনার দিকে । তোমার ছোঁয়ায় জেগে ওঠে ঘুমন্ত সিংহ ! তোমার আগুনে পুরুষ সেঁকে নেয় ঠান্ডায় জমে যাওয়া শরীর । যৌবন-জোয়ার ভাসিয়ে দেয় সংযমের বেড়াজাল। সঙ্গমের সমুদ্র-স্রোতেই শান্ত হয় উত্তাল সিন্ধু।

জননী

তুমি মা । তুমিই সৃষ্টির প্রথম কথা , তুমিই সৃষ্টির শেষ কথা । বিশ্বজনীন মাতৃত্বের একচেটিয়া অধিকার তো শুধু তোমারই । ফুটফুটে একটি সন্তান তোমার জীবনে নিয়ে আসে পূর্ণতা । তোমার কোলই তো শিশুর কাছে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান , তুমিই তো তার নির্ভরতার প্রতীক । তোমার স্নেহের আঁচলেই সে খুঁজে পায় ভালোবাসার পরশমণি । তুমি না থাকলে এই পৃথিবী হয়ে যেত বন্ধ্যা , প্রাণের ধারা শুকিয়ে গিয়ে হয়ে যেত মরুভূমি । কল্লোলিত প্রাণের তরঙ্গ থেমে গিয়ে পৃথিবীতে নেমে আসত শ্মশানের নীরবতা।

সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে

সংসার ! দাম্পত্য সম্পর্কের আশ্রয়স্থল ! সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে সুখের নীড় ! তিল তিল করে বাবুই পাখির মতো যে গড়ে সে তো নারী । সংসার- সজ্জার নিপুণ কারিগর ,পাকশালার প্রাণভোমরা - নারীর মেধা মননের ছোঁয়ায় জ্বলজ্বল করে সংসার । তার মরমী হৃদয়ের ছোঁয়ায় প্রাণ পায় ইট-কাঠ -পাথরের কড়ি-বর্গা । সংসারে সুখপাখি বাঁসা বাঁধে যার সৌজন্যে সে তো নারী । স্বামী-সেবা , সন্তান-সেবা ,গৃহ-সেবা তার ধ্যান-জ্ঞান-সাধনা । এই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে সে হয়ে ওঠে মহৎ মহীয়সী । নারীই সংসার বেঁধে রাখে মায়ার বাঁধনে , সুখের আতর ছড়িয়ে দেয় সমাজ সংসারে ।

পদদলিত

নারী বর্তমানে অত্যাচারিত ,পদদলিত, শোষিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত, দলিত, দংশিত । সে আজ বন্দিনী। দুপায়ে সংসার নামক সোনার শেকল । তার স্বাধীনতা আজ লুণ্ঠিত । সে ইচ্ছা করলেই মুক্ত ,খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়াতে পারে না । নিষেধের লালবৃত্ত প্রতিটি মেয়ের চারিদিকে । পুরুষ তাদের শোষণ করে , লুণ্ঠন করে, , পরাধীন করে । নারীকে সে শুষে নেয় , তারপর প্রয়োজনে ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে । এ জীবন , এ সংসার , এ পৃথিবীকে ভালোবাসে নারী আজ পণ্য হয়ে গেছে । পুরুষের দৌলতে নারীর লজ্জা-সম্ভ্রম বিক্রি হয় হাটেবাজারে ! পুরুষের লালসা ও নীচতা , হিংস্রতা ও আধিপত্য , চাতুরী ও দখলদারির কাছে নারী হেরে গেছে । তাই তার এত লাঞ্ছনা , গঞ্জনা , অত্যাচার , অপমান , শোষণ , বঞ্চনা । সে আজ বন্দী পুরুষের তৈরি কারাগারে । সে বন্দী নীতি-নিয়ম সংস্কারের কাছে । সে বন্দী সর্বত্র । কোথাও তার মুক্তি নাই । কোথাও তার স্বাধীনতা নাই । কোথাও তার শোষণহীন বঞ্চনাহীন সুখী সুন্দর জীবনের অধিকার নাই । সে পুরুষের দাসী । তার লালসা । তার ভোগ্যপণ্য । পুরুষ নারীকে পণ্য করে , শৃঙ্খলিত করে , বাঁদী করে । এতেই তাদের শান্তি । এতেই সুখ । মরুক নারী গুমরে গুমরে । সে পচুক কারাগারে - অন্ধকারাচ্ছন্ন সামাজিক গুহার ভিতরে । পুরুষ তাদের গণ্ডি বেঁধে দিয়েছে । এর বাইরে বেরিয়ে আসার তার অধিকার নাই । ধর্ম তাদের ইন্ধন যোগাচ্ছে । সমাজ তাদের আশকারা দিচ্ছে । রাষ্ট্র নারীর নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ - তার অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নেই , সামাজিক নিরাপত্তা নেই , রাজনৈতিক নিরাপত্তাও নেই । পণপ্রথা , বাল্যবিবাহ , বধূহত্যা , ধর্ষণ , অপহরণ , নারী পাচার - তার ভাগ্যলিপি । নারীর প্রধান যোগ্যতা পুরুষকে তৃপ্ত ও তুষ্ট করা । পুরুষ নারীর রূপরস শোষণ করে , গুণগন্ধ শোষণ করে । প্রতিবাদ করলে তুমি মরবে , মরবে । বিড়ম্বিত , বিপন্ন , দুর্গত , নিরাশ্রয় নারী তুমি বন্দী পাকশালা আর শিশুপালন ঘরে । পুরুষ তোমায় শিখিয়ে দিয়েছে ওটাই তোমার স্বর্গ ।

বৈষম্যের কালাপাহাড়

সামাজিক বিধি-বিধান , সংস্কার-সমন , ধর্মীয় অনুশাসন-চোখরাঙানি নারীকে অত্যাচারিত , নিগৃহীত , শোষিত , ধর্ষিত , শৃঙ্খলিত করছে শরীরে , মনে । নারীর নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্রীয় অক্ষমতা ওইসব বীরপুঙ্গবদের উৎসাহিত করছে প্রতিনিয়ত । নারীকে পদদলিত , লুণ্ঠিত , ধর্ষিত করেই পুরুষের পৈশাচিক উল্লাস ! সর্বত্রই নারী শোষিত , দ্বিখন্ডিত । নারী আজ পুরুষের হাতের পুতুল , ক্রীতদাস । সর্বত্রই বঞ্চনা আর বৈষম্য । শত দোষ করেও পুরুষ ধোওয়া তুলসী পাতা । আর নারী সামান্য দোষেই পাপী , অসতী , বেশ্যা । পুরুষ রচে দিয়েছে নারীর সংবিধান - নারী স্বামীকে সন্তুষ্ট করবে , পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে , পুরুষের কথার উপর কথা দেবে না । নারীকে ভোগ কর , নারীকে মারো , নারীকে শৃঙ্খলে বন্দি কর । পুরুষের কোন ভয় নেই কারণ সামাজিক আইন-কানুন-বিধান তাকে সমর্থন দিয়েছে , ধর্মীয় কালাকানুন তাকে প্রশ্রয় দিয়েছে , রাষ্ট্রীয় অক্ষমতা তাকে সাহস জুগিয়েছে । তাই পুরুষ যা খুশি করতে পারে , যেখানে খুশি যেতে পারে । কিন্তু নারী পারেনা , কারণ তার পায়ে বেড়ি , নারীত্বের বেড়ি। বাড়ি থেকে বেরোলেই , স্বাধীন হতে চাইলেই সে পারবে না । বাইরে লক্ষ কোটি বুনো ষাঁড় তাকে ছিঁড়ে খাবে , টুকরো করবে , পিষে দেবে । শরীরে, প্রাণে মেরে দেবে । পুরুষ ব্যভিচারী হলে তার সাত খুন মাফ আর নারীর ক্ষণিক দুর্বলতার জন্য সে বেচারি চিরজীবনের জন্য দাগী রয়ে যায় , তার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই । নারীর দুর্নাম কলের কালো ধোঁয়ার মত নিমেষে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে । পুরুষের বেলায় আইনটা আলগা আর নারীর বেলায় শক্ত । কেন ? কেন ? একটা পুরুষ একা একা জীবন কাটাতে পারে কিন্তু একটি নারী তা পারে না । তাহলে তাকে অনেক কু কথা শুনতে হয় । পুরুষকে তাদের আশ্রয় হিসাবে নিতে হয় । না হলে ভয়ে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায় তার জীবন তরুর প্রতিটি পাতা । পুরুষের মন জোগানো ছাড়া , তাদের সঙ্গ দেওয়া ছাড়া নারীর যেন বাঁচার অধিকার নাই । একা একা বাঁচার চেষ্টা করলে নারীকে হতে হয় পাপিষ্ঠা , ভ্রষ্টা , কলঙ্কিনী । সমাজ তাকে ছিঁড়ে খাবে , পুরুষ তাকে ছিঁড়ে খাবে । মূর্খ , শিক্ষিত সব পরিবারেই মেয়ে সন্তান জন্মালে হাঁড়ির কালির মত কালো হয়ে যায় সকলের মুখ - কি শ্বশুর , কি শাশুড়ি , কি স্বামীর । নারীকে অপরাধী হতে হয় । কিন্তু এতে নারীর দোষ কোথায় ? সন্তানের বীজটি তো আসে পুরুষের কাছ থেকে । পক্ষান্তরে পরিবারে যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে সন্তানের মা সেখানে যুদ্ধে বিজয়ী বীরের সম্মান পায় । কেন এই বৈষম্য ? কেন ? কেন ? বর্তমানে মানুষ আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে জানতে পারছে মায়ের পেটে কি সন্তান । কন্যা সন্তান হলে বহু ক্ষেত্রেই ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে । কেন ? কেন ? একজন পুরুষ নিত্য নিত্য স্ত্রী বদল করছে কিন্তু নারী তা পারে না । পারলেও মুষ্টিমেয় । একটি পুরুষ পাঁচটি বিয়ে করছে শোনা যায় কিন্তু তা নারীর ক্ষেত্রে শোনা যায় না ।একমাত্র মহাভারতেই এই ঘটনা দেখা যায় , বাস্তবের মাটিতে নয় । একটি মেয়ের বিয়ের পর স্বামী মারা গেলে তার সহজে বিয়ে হচ্ছে না - কেউ বিয়ে করতে চাইছে না । কেন ? কি অপরাধ তার ? অথচ পুরুষের স্ত্রী আজ মারা গেলে কাল তার বিয়ে করতে দোষ নাই । বৈধব্যের বিষাদ শুধু নারীর জন্য , পুরুষের জন্য নয় । কেন ? অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের দায় ও ভার কেন শুধু নারীকেই বহন করতে হয় ? কেন ? কেন ? বিজ্ঞান , প্রযুক্তি , সমাজ , রাষ্ট্র ,পৃথিবী , রাজনীতি, অর্থনীতি , দর্শন - ওসব বড় বড় ব্যাপার। ওগুলি দেখবে পুরুষ ! বিদ্যাবুদ্ধি , ব্যক্তিত্ব , মনুষত্ব নাকি পুরুষকে মানায় , নারীকে নয় ! সম্বর্ধনা পাবে পুরুষ । পুরস্কার পাবে পুরুষ । নারী তাদের গলায় ফুলের মালা পরাবে , মঞ্চের শোভা বাড়াবে । এর বাইরে নারী নৈব নৈব চ । সমাজ তাকে সুযোগ দেয় নি , পরিবার তাকে সুযোগ দেয়নি । কারণ বড় বড় ব্যাপারগুলো পুরুষের জন্য, নারীর জন্য নয় । দু'একটি ব্যতিক্রম দেখে উল্লসিত হলে চলে না । চারিদিকে বৈষম্যের পাহাড় । বৈষম্যের বেড়াজালে সে বন্দি, বন্দি ।

নারী মুক্তি সম্ভব !

সম্ভব । নারী মুক্তি সম্ভব । রূপ-যৌবন ভাঙিয়ে বড় হওয়ার চেষ্টা নয় , গুণে বড় হতে হবে নারীকে । বিদ্যাবুদ্ধি , ব্যক্তিত্ব , মনুষত্বে বড় হতে হবে নারীকে । আত্মশক্তির উদ্বোধন করতে হবে । নিজ পায়ে দাঁড়াতে হবে । নিজে খোঁড়া সেজে পুরুষ নামক অবলম্বনের সাহায্যে নয় । দ্বিধাদ্বন্দ্ব , ভয় , পারস্পরিক হিংসা-ঈর্ষা ত্যাগ করে নিজেদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে । পুরাতনের ভিতে গড়তে হবে নতুনের সৌধমালা । তাকে একত্রিত , সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে । জীবনের সমস্ত ধারায় এগিয়ে আসতে হবে । আঘাত করলে প্রত্যাঘাত করতে হবে । সমস্ত শৃঙ্খল থেকে তাকে বেরিয়ে আসতে হবে । সমাজব্যবস্থা , রাষ্ট্রীয় কাঠামোর চাই পরিবর্তন । ধর্মীয় শৃংখল , সামাজিক শৃংখল , বিধি-নিষেধ- সংস্কারের শৃংখল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে নারীকে । প্রলোভন আর কানে কানে মন্ত্রণার শৃংখল , মিথ্যা- ভালোবাসার শৃংখল । আরও কত শৃংখল । সমস্ত শক্তি নিয়ে , ইচ্ছা নিয়ে , মনোবল নিয়ে , তেজ নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে নারী যেদিন সমস্ত শৃঙ্খল চূর্ণ করে বেরিয়ে আসবে সেদিনই সম্ভব হবে নারী মুক্তি ।

তুমি কামদুনি -কাঠুয়া-আরজিকর

নারী তুমি কামদুনি-কাঠুয়া -আরজিকর । তুমি পুরুষের পশুত্ব -লালসা-বিকৃত বাসনার বলি । তুমি আট বছরের শিশুকন্যা , নাকি আশি বছরের বৃদ্ধা বিবেচ্য নয় । তুমি স্কুল পড়ুয়া , না বার বধূ , ডাক্তার , না বিমানবালা বিবেচ্য নয় । তুমি নারী - তোমার লিঙ্গে অধিকার চায় । তুমি ইচ্ছুক , না অনিচ্ছুক বড় কথা নয় । চায় অধিকার , চায় দখলদারিত্ব । যে কোন মূল্যে ইচ্ছার চরিতার্থতা চায় । তুমি মানলে ভালো কথা , না মানলে জোর করে মেরে-ধরে ইচ্ছপূরণ চায় । তোমাকে মেরে-ধরে-কেটে , তোমার যৌনাঙ্গ ছিঁড়ে-খুঁড়ে টুকরো করে হলেও তোমার শরীরে অধিকার চায় । প্রয়োজনে তোমাকে প্রাণে মেরে মৃত শরীরে চায় বাসনার পরিতৃপ্তি ! প্রয়োজনে পঞ্চভূতে বিলীন করে দিতেও হাত কাঁপে না বিকৃতকাম পুরুষের । প্রয়োজনে প্রমাণ লোপাটে রাতের অন্ধকারে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে তোমাকে । ভস্ম করে তুমি । এভাবেই প্রতিদিন কত নারী হয়ে যাচ্ছে পঞ্চভূতে বিলীন । জাগো , জেগে ওঠো নারী , এই ভস্মের ভেতর থেকে ফিনিক্স পাখির মত তুমি জেগে ওঠো ।

জাগো , গর্জে ওঠো নারী

আর নয় । আর ঘুমায়ো না নারী । অনেক হয়েছে । এবার তুমি জাগো । সমস্ত শক্তি নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বেরিয়ে এসো নারী । তুমি গর্জে ওঠো । তুমি ভেঙে ফেলো সব শৃংখল । তুমি দুর্বল নও । তুমি মহামায়ার অংশ । তুমি দুর্গতিনাশিনী - দানবদলনীর শক্তি। নারী তুমি একবার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো নিজের চেহারাটা । তুমি ক্লিষ্ট, জীর্ণ , রুগ্ন , মূর্খ , অন্ধ , বধির , বোবা হয়ে গেছো । তুমি সামাজিক মিথ্যার উপর দাঁড়ানো একটি ফ্যাকাশে পুতুল হয়ে গেছো । সতীদাহের আগুন , সামাজিক বিধি-বিধানের আগুন , পণপ্রথার আগুন , নির্যাতনের আগুন - কোন আগুনে পুড়তে হয় না তোমায় ? পুড়ে পুড়ে তোমার চেহারা আজ কালো হয়ে গেছে । আর পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয় । সকল শেকল ছিঁড়ে এবার তুমি উঠে দাঁড়াও, মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াও । এসে দাঁড়াও মুক্ত আকাশের নিচে । সকল মিথ্যা সংস্কার ভেঙে এবার তুমি মানুষ হও । ভয় পেয়ো না , জীবন স্রোতস্বিনী নদীর মত । এক পাড় ভাঙে তো আর এক পাড় গড়ে । ক্ষোভগুলোকে জমাট বেঁধে বেঁধে বিস্ফোরণের রূপ দাও । ভোঁতা চেতনায় ছোড়ো লক্ষ্যভেদী তির । তাবৎ নিন্দার মুখে থুতু ছিটিয়ে ভয় দ্বিধা দূর করে সকল শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও । শৃঙ্খলাবাদীদের দিকে নিক্ষেপ কর ঘৃণা । নষ্ট সমাজ ও সভ্যতার দুই গালে কষিয়ে দাও বিরাশি সিক্কের থাপ্পড় । এ জীবন , এ পৃথিবী তোমারও । নদী , নক্ষত্র , আকাশ- বাতাস , ঝরনা , সমুদ্র তোমারও । এ পৃথিবীতে বাঁচবার , চলবার , বলবার ,ভালবাসবার অধিকার তোমারও । তুমি একাই অসংখ্য , বিপুল , বিস্তৃত । চেতনার গভীরে অন্ধকার রেখে পৃথিবী আলোকিত হয় না । নারীকে অবদমিত বঞ্চিত রেখে সৃষ্টি সার্থক হয় না । নারী তোমাকেই জ্বালতে হবে আলো । অন্ধকার ঘনিয়ে আসা পৃথিবীতে অপরূপ হৃদয়ের আলো । তুমি দেখিয়ে দাও পুরুষকে , সমাজকে , পৃথিবীকে - তুমি পারো । কারণ তোমার সহিষ্ণুতা , সততা , একাগ্রতা অনেক বেশি । তাই আর দেরি নয় । দুনিয়াজুড়ে একসাথে ঐ শোষক অত্যাচারী জাতটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়ে দাও , গুঁড়িয়ে দাও মেকী পৌরুষত্ব আর শক্তির দম্ভ । চূর্ণ করে দাও তাদের পৌরুষত্বের অহংকার আর সামাজিক বৈষম্যের কালাপাহাড় । হ্যাঁ নারী , তুমি তা পারো । তোমার সমবেত প্রতিরোধ কাঁপিয়ে দিতে পারে তামাম দুনিয়া । তুমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলে পুরুষ জীবনে নিভে যাবে সূর্য , পৃথিবী হয়ে যাবে অন্ধকার । তুমি পুরুষের জীবন থেকে সরে এলে তাদের জীবন হয়ে যাবে মরুভূমি , শেষ হয়ে যাবে সব কেরামতি। হ্যাঁ , তুমি পারো । জেগে ওঠো নারী, 'তুমি মহাশক্তি' ।